শূন্যপুরাণ

৺রামাই পণ্ডিত প্রণীত

নানা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক টিপ্পনী

ও

গ্রন্থকারের জীবনীসহ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

১৩৭-১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে

প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩১৪, মাঘ।

কলিকাতা

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার,

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী

সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মে অনুরক্ত

স্বদেশীয় সাহিত্যের পরম-ভক্ত

লালগোলানিবাসী

রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ

রায় বাহাদুরের

করকমলে

তাঁহার আনুকূল্যে প্রকাশিত বঙ্গভাষার আদিগ্রন্থ

শূন্যপুরাণ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পবিষদেব

আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ

অর্পণ করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির সম্পাদক।

মুদ্রাঙ্কণ-ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	মুদ্রিত পাঠ	আদর্শ পুথির পাঠ
১	কৈলাস	কহলাস
২	পুষ্প •	পুন্ন
২	ঠাকুরের	ঠাকুরর
৩	জন্মে	জম্মএ
৫	দৃষ্টে	দিঠে
৫	পৃষ্ঠে	পিঠে
৫, ৬	বদনের	বদনব
	জলেব	জলব
৭	”	„
”	জনমের	• জনমর
„	হংসের*	হংসর*
৮	প্ললম	পলম
৯	কূর্ম্মেব	কূর্ম্মর
„	কুর্ম্ম	কূর্ম্ম
১২	শক্তি	সক্তি
১৩	আমি	আহ্মি
১৪	আত্মাসক্তি	আদ্দাসক্তি
১৫		
১৫,১৬,১৭	•আত্মার	আদ্দার

* এইরূপ 'নাগের' স্থানে 'নাগর', 'কজ্জের' স্থানে 'কজ্জর' ইত্যাদি সর্ব্বত্র সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

পৃষ্ঠা	মুদ্রিত পাঠ	আদর্শপুথির পাঠ
১৫,১৬,১৭	তপস্যাএ	তপিস্সাএ
"	বিষ	বিস
২০	প্রভুর	পরভুর
২১	উপায়	উপাঅ
২৩	বিজয়া	বিজআ
"	জব জয়কার	জঅ জঅকাব
২৪	নির্ণয	নিন্নঅ
২৫	তাম্রব	তামব
২৬	বায়ুব	বাউব
২৮	পুষ্প +	পুপ্প +
৩০	উদযাব	উদআব
৩০,৮২	বিদ্যমান	বিদ্দমান
৩১	অর্ঘপূজা	অগ্ঘপূজা
", ৩৮, ৪৯, ৫৮	অনাদ্য	অনাদ্দ
৩১	কবিলা	করিলা
৩২	ভকিত্যা	ভকিতা
", ৩৬, ৩৭,	কল্যান	কল্লান
৩৪	বল্যে	বোলএ
৩৫	হংসপৃষ্ঠে	হংসপিঠে
"	সৃজ্য	সৃজ্জ
"	ধন্য	ধন্ন
"	পূর্ণিত	পুবিত

+ এইরূপ সর্ব্বত্র সংশোধ্য।

পৃষ্ঠা	মুদ্রিত পাঠ	আদর্শপুথির পাঠ
৩৫	দেবগণ	দেবগন
৩৬	পুণ্য	পুন্ন
৪৩	দ্রব্য	দব্ব
৫৬	ভাটাল*	ভাটালি
৫৯	পাটে	পাটব
৭০	নাশ	নাস
৭৩, ৯৪	সন্ন্যাসী	সন্নাসী
৮৭	দাপ	দীপ
৯০	তিথি	তীথ
৯৯	প্রবেশিল	পবেসিল
১০২	চবণ	চবন
১০৬	ঋষি	রিসি
১০৯	ভূম	ভূম
১১৩	বুলেন	বুনেন
১১৫	জন্ম	জাম
১১৬	থীব	নাব
১১৯	আছেএ	আছএ
১২০	জন্ম	জন্ম
১২৬	বৈতবণী	বৈতবনী
"	আকাশ	আঁকাস
১২৭	দ্বাবিক্যাকে	দুআবিকাকে
১৩২	পুষ্কবণীব	পুস্করনীর

——০——

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই পুস্তকের স্থানে স্থানে বন্ধনীর মধ্যে যে অংশ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা আদর্শ পুথিতে নাই, অপর পুথি হইতে পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্পাদক।

গ্রন্থসূচী

বিষয়				পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

সাধারণ সমক্ষে যে পুস্তকখানি উপস্থিত করিতেছি, এখানি ধর্ম্মপূজাপ্রবর্ত্তক রামাই*-পণ্ডিত রচিত বাঙ্গালাভাষায় একখানি আদিগ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় একাদশ বর্ষ হইতে চলিল সর্ব্বপ্রথমে এই গ্রন্থের কথা উপস্থিত করেন। পরে তাঁহারই চেষ্টায় এই সুপ্রাচীন গ্রন্থের দুইখানি হস্তলিপি সংগৃহীত হয়, সেই দুইখানি খণ্ডিত পুথি এসিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত হইয়াছে। এছাড়া বাঁকুড়া জেলা হইতে আমরা আর একখানি সংগ্রহ করিয়াছি. এই খানিই আদর্শরূপে গৃহীত হইল। পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি' নামে গ্রন্থের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক এই গ্রন্থখানি বহুকাল হইতেই রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি বলিয়াই পরিচিত হইয়া আসিতেছে, তাহা আমরা ঘনরাম, মাণিকগাঙ্গুলী প্রভৃতির ধর্ম্মমঙ্গল পাঠ করিলেই জানিতে পারি। কিন্তু এই গ্রন্থখানি মূলতঃ শূন্যপুরাণ নামেই পরিচিত। গ্রন্থসম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন কথা হইতেছে, আমরা এই গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালাভাষার একখানি আদিগ্রন্থ বলিয়া পরিচয় দিলাম, তাহার কারণ ও প্রমাণ কি?

প্রথমেই বলিয়াছি, গ্রন্থকারের নাম রামাই পণ্ডিত। রামাই

* অনেক স্থলে 'রমাই পণ্ডিত' নাম দৃষ্ট হয়, কিন্তু শূন্যপুরাণ পাঠ করিলে রামাই বা রাম নামই ঠিক মনে হইবে।

পণ্ডিত কে ছিলেন ? এবং কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, তাহাহইলে অনায়াসেই আমরা গ্রন্থরচনার কালও নির্ণয় করিতে পারিব।

গ্রন্থকারের পরিচয়

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে প্রকাশ করেন, "ধর্ম্মঠাকুরের পুথি পড়িতে গেলেই একজনের নাম সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার নাম রমাই পণ্ডিত। লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতী ইহারই আশ্রমে শালে ভর দিয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্মপূজার আদিগুরু।" * সুহৃদ্‌বর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধর্ম্মপূজার প্রধান পাণ্ডা রমাই পণ্ডিত বাইতিজাতীয় ছিলেন। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে দৃষ্ট হয়, রমাই পণ্ডিত মহারাজ ধর্ম্মপালের সময় বর্ত্তমান ছিলেন।" † রামাই পণ্ডিত যে বাইতিজাতীয় ছিলেন একথা আমরা কোন প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গলে পাইলাম না। বরং তিনি নিজ শূন্যপুরাণ বা পদ্ধতি মধ্যে আপনাকে দ্বিজ বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

১। "পণ্ডিত দ্বিজ রাম সকলি গুণধাম
জনম পশুন সাধনে।
অনাদি পদতল মধুকর-কমল
শ্রীরামপণ্ডিত ভনে॥" ৮৯ পৃষ্ঠা।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৪। ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (২য় সংস্করণ) ৫০ পৃষ্ঠা।

২। "সাঙ্গপূজা বরত কৈল দণ্ডবত
গাইল দ্বিজ রামাই।" ১২৮ পৃষ্ঠা।

এছাড়া মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় যে রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহারও ভণিতার মধ্যে রমাই পণ্ডিত দ্বিজ উপাধিতে ভূষিত। যথা—

'ধর্ম্মের মঙ্গলগীত পণ্ডিত রমাই গান।
এ কল রমাই দ্বিজ শয়াল অবধান॥' *

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে রামাই পণ্ডিতকে আমরা 'দ্বিজ' বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি। রামাই পণ্ডিত এছাড়া আর কিছু পরিচয় দেন নাই। তবে তাঁহার শূন্যপুরাণ হইতে আমরা আরও একটু পরিচয় পাই যে, ধর্ম্মপূজার যে চারিজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন, তন্মধ্যে রামাই পণ্ডিত একজন। এই চারিজনের মধ্যে প্রথম সেতাই বা শ্বেত পণ্ডিত, ইঁহার অধীনে ৪০০ শত গতি, ২য় নীলাই পণ্ডিত তাঁহার ৮০০ শত গতি, ৩য় কংসাই পণ্ডিত তাঁহার ১২০০ গতি এবং ৪র্থ রামাই পণ্ডিত, তাঁহার ১৬০০ গতি ছিলেন। রামাই পণ্ডিত চতুর্থ বা শেষ পণ্ডিত বলিয়া বর্ণিত হইলেও গতিপ্রাধান্যে তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া মনে হয়। শূন্যপুরাণে তাঁহার পিতামাতার বা তাঁহার নিজ সম্বন্ধে অপর কিছু পরিচয় না থাকিলেও, অপর স্থান হইতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল—

* শাস্ত্রীমহাশয় 'শয়েলব ধান' এই পাঠ তুলিয়াছেন, কিন্তু 'শয়াল অবধান' এই শুদ্ধ পাঠ। (সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা—১৩০৪, ৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

"নম দ্বারিকা-পুরী জয় বিজয় কয়তারে।
বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মেব পূজা করে॥
নানা মতে পূজা করে লয়ে আয়োজন।
প্রত্যাবধি পূজা করে ধর্ম্মের চরণ॥
চামর ঢুলাতে অঙ্গে লাগিল তবাস।
ধর্ম্মশাপে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী গেল বনবাস॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তখন হাহাকার করে।
কিহেতু অভিশাপ প্রভু দিলেন আমারে॥
ধর্ম্ম বলে যান তুমি পূজায় তরাস।
এই হেতু তব কার্য্য যাহ বনবাস॥
দ্বাদশ বৎসর কর পূজা বিষ্ণুর চরণ।
তবে তব পুত্র হবে বিদিত ভুবন॥
ধর্ম্মশাস্ত্র বেদবিধি করিবে প্রকাশ।
এই হেতু করিলাম তোমারে বনবাস॥
সাম ঋগ যজু অথর্ব্ব নিবে চুম্বক সারে।
আয়ুর্ব্বেদ মিশাইয়া পঞ্চম বারে॥
পঞ্চম বেদ পঞ্চ প্রবব বাখেন সদাই।
পুত্র হ'লে রেখো নাম পণ্ডিত রামাই।
আমি অনুবল তব না কর ভাবনা।
পুত্র হ'লে স্বর্গধামে যাবে দুইজনা॥
গোলোকে গমন করি থাকিবে আহ্লাদে।
না হবে মানব জন্ম আর পৃথিবীতে॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ ধর্ম্মের বচন।
দুইজনে বিপিনেতে করিল গমন॥

আগম বিপিনে দোঁহে প্রবেশন করে।
প্রথমে উত্তরিল গিয়া ময়ূর তীরে ॥
দ্বিতীয়াতে নর্ম্মদার কূলে দরশন।
তৃতীয়ে পুষ্করে পূজে ধর্ম্মের চরণ ॥
চতুর্থেতে চারি যুগ পূজে সরস্বতী।
পঞ্চমেতে ভ্রমে সদা যমুনায় স্থিতি ॥
এইরূপে এগার বর্ষ করে কালযাপন।
বার বর্ষে গর্ভবতী ব্রাহ্মণী তখন ॥
মুনির আশ্রম বন নামে বস্তাবতী।
সেই বনে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী অবস্থিতি ॥
মাসে মাসে বাড়ে গর্ভ শুনহ ভারতী।
চিন্তাযুক্ত হয়ে বলে ব্রাহ্মণের প্রতি।
দশমাস পরিপূর্ণ হৈল সেইখানে।
ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র শুভক্ষণ দিনে ॥
রথোপরে ধর্ম্মরাজ আনন্দিত মনে।
উপনীত হৈল প্রভু ব্রাহ্মণী যেখানে ॥
ধাত্রী মাতা আসি তখন নাভিচ্ছেদ করে।
নাভীচ্ছেদ করি স্নান করাইলা নীরে ॥
বনের পঞ্চ কাঠ আনি জালে হুতাশন।
অর্ক খদির ঔদম্বর সাই আর চন্দন ॥
একুশ দিনের হয় ব্রাহ্মণ সন্তান।
পঞ্চঋষি আনি ধর্ম্ম তার বিদ্যমান ॥
অঙ্গিরা ভৃগু ভরদ্বাজ লোমশ ব্রহ্মঋষি।
বসিলেন পঞ্চজনে শ্রীধর্ম্ম অগ্রে আসি ॥

জ্যোতিষাদি নানামত করিয়া বিচার।
পৃথিবীতে নাহি দেখি এমন কুমার॥
ধর্ম্মের লক্ষণ দেখি বালক শরীরে।
শ্রীধর্ম্মপদচিহ্ন আছে মস্তক উপরে॥
সুন্দর বরণ তার সদা দেখিতে পাই।
বিচার করিয়া নাম রাখেন রামাই॥
হিমালয় মধ্যে জন্ম ব্রহ্মকুমার।
বৈশাখীয় শুক্লপক্ষ জনম তাহার॥
পঞ্চমীর তিথি ছিল নক্ষত্র ভরণী।
রবিবার শুভদিনে প্রসব হইলা ব্রাহ্মণী॥
ধর্ম্মপূজা প্রচার যা হতে হইবে।
সেই প্রভু জন্মিলেন পূজার অভাবে॥
দেবগণ শিশু আগে আসিয়া তখন।
ছয়মাসে তাহার করিল অন্নাশন॥
অন্ন দিতে সকলে করিল শুভদিন।
পঞ্চমীর তিথি আর নক্ষত্র অশ্বিন॥
দশ দণ্ডে অন্নপূর্ণা অন্ন দেন মুখে।
শুভদিন শুক্রবারে দেবকীর্ত্তি রাখে॥
দেবগণ চলি গেল আপনার স্থানে।
শ্রীধর্ম্ম রহিল কেবল রক্ষার কারণে।
স্বর্গের কপিলা আসি করায় দুগ্ধপান
বালকের কাছে প্রভু সদা অধিষ্ঠান॥
শ্রীরামাই হইল যখন পঞ্চম বৎসর।
তার পিতা মাতা তখন ভাবিল অন্তর॥

পূর্ব্বকালে শ্রীধর্ম্মের অভিশাপ ছিল।
এই হেতু পিতা তার পরাণ ত্যজিল ॥
সেই কায়াতে করে মৃত্তিকা অর্পণ।
পিতৃকার্য্য রামাইর কবাল নিরঞ্জন ॥
ধর্ম্ম সাক্ষাতে মৃত্যু হয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
দশদিন অশৌচ বলেন চক্রপাণি ॥
দশদিন গতে কার শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
বিমানে চড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভবন ॥
বিষ্ণু অনুচর হয়ে থাকেন গোলোকে।
সদা সর্ব্বদা দোঁহে বিষ্ণুপদ দেখে ॥
সেই বালকে প্রভু দেন অন্ন জল।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম্ম করেন সকল ॥
পূজার পদ্ধতি হেতু ভাবেন গোসাঞি।
যজ্ঞসূত্র দিলে পূজা কলিকালে নাঞি ॥
কোলে করি লয়ে গেল ব্রাহ্মণের বেশে।
বালকে লইয়া প্রভু রহে গঙ্গাপাশে ॥
সাত বৎসরের তখন হইল কুমার।
আদ্যোতি চূড়াকরণ না হইল তাহার ॥
ব্রাহ্মণের চূড়াকরণ চারি বৎসর চারি মাস।
এই বিধি প্রজাপতি করেন প্রকাশ ॥
নয় বৎসরে উপনয়ন ব্রাহ্মণের বিধি।
বেদমতে ব্যবস্থা আছয় তদবধি ॥
ন্যায় স্মৃতি আগম বেদ করিয়া বিচার।
ভেদাভেদে তাম্র দিতে বিধি করেন তার ॥
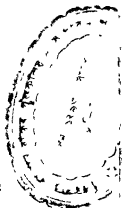
এই সব নিরঞ্জন ভাবি মনে মনে।
তাম্র দিতে বিধি তখন বিচারিল মনে॥
পনর বর্ষ বয়ঃক্রম হইল তার জন্ম।
চূড়াকরণ সংযোগে সারি তাম্র দেন ধর্ম্ম॥
গঙ্গার কূলেতে আসি যত্ত দেবগণ।
গণেশাদি নানা দেব করিয়া পূজন॥
পঞ্চ ঘট নিয়মেতে করিয়া স্থাপন।
চূড়াকরণ আভ্যোতি বেদের নিয়ম॥
গ্রীষ্ম বসন্ত ঋতু বিচার কবি মনে।
শ্রীরামায়েব তাম্র দিলেন শুভক্ষণে॥
পঞ্চশত হোম করে যজ্ঞের নিয়ম।
মার্কণ্ডমুনি আসিয়া সব করেন ক্রম॥
এই পঞ্চম বেদে পণ্ডিত হবে সর্ব্বজন।
গঙ্গাকূলেতে করে কায্য সমাপন॥
নিজ দেশে যাত্রা কবে শ্রীরামাই পণ্ডিত।
মার্কণ্ড সমভিব্যাহারে চলিল ত্বরিত॥
স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে।
শিক্ষা করে নানাশাস্ত্র শুনি বিদ্যমানে॥
রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজা করে নিরন্তর।
তখন বয়স হইল পঞ্চাশ বৎসর॥
তারপর দিকে দিকে রমাইর গমন।
সসাগরা পৃথিবী মধ্যে ধর্ম্মের স্থাপন॥
ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্ম্মের স্থাপন।
সবার পূজাতে হন তুষ্ট নিরঞ্জন॥

ধর্ম্মপূজা করে রামাই অনেক যতনে।
সসাগরা পৃথ্বী মধ্যে ধর্ম্মের স্থাপনে॥
ছত্রিশ জাতিব ঘবে ধর্ম্মের স্থাপন।
সদার পূজাতে তুষ্ট হন নিরঞ্জন॥
ধর্ম্মপূজা করে রামাই অনেক যতনে।
এই হেতু অহংকার হইল তার মনে॥
করিলাম আমি শ্রীপাদপদ্ম সৃজন।
এই হেতু অভিশাপ দেন নিরঞ্জন॥
তব জল বিষতুল্য হইল আজ হৈতে।
এই কথা শুনি রামাই লাগিল কাঁদিতে॥
অপরাধ মার্জ্জনা কর জগৎ গোসাঞি।
তুমি না তাবিলে আমাব আর কেহ নাই॥
ধাং ধীং ধং বলি চরণে পড়িল।
শান্ত মূর্ত্তি হয়ে প্রভু সেবকে বলিল॥
পালট হইবে যেহ জাহ্নবী তরঙ্গে।
সে দিন আসিবে আমাব শ্রীঅঙ্গে॥
পঞ্চম বেদ কর তুমি বেদের প্রমাণ।
তব কীর্ত্তি রহে যেন কলিতে সমান॥
কলিকালে হবে যবে পূজাব পদ্ধতি।
রামায়ের মত পূজা করে নিরবধি॥
আশী বৎসর হইল রামাই বলে।
আর পূজা কে করিবে তব চরণকমলে॥
দাস দাসী কেহ নাহিক প্রেয়সী।
কেবা সেবা করে ধর্ম্ম আমিতো সন্ন্যাসী॥
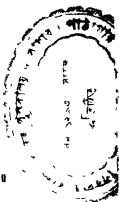
বৃদ্ধদশা হ'লো জীর্ণ শরীর।
আপনার কায়ভরে আপনি অস্থির ॥
তব সেবা আয়োজন কেবা কবি দিবে।
বিচার কবিয়া রামাই মনে মনে ভাবে।
চবণে মিনতি এই প্রভু নিরাকার।
কেমনে করিব পূজা চরণে তোমার ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে তখন বলে চক্রপাণি।
হাসিয়া ঈষদ্ বাক্য বলিলেন তিনি ॥
কি মানস তব বাছা বলহ সত্বর।
যাহা চাহ তাহা দিব না হব কাতর ॥
শ্রীবামাই পণ্ডিত বলে শুন মোর বাণী।
এই সময় সেবাযোগ্য পাত্র দেহ আনি ॥
এত শুনি ধর্ম্মরায় ভাবিল অন্তরে।
দক্ষিণ চবণে এক কন্যা জন্ম কবে ॥
জন্মমাত্র কন্যা বলে জুড়ি দুই কর।
কি কার্য্য করিব বল সংসাব ভিতর ॥
ধর্ম্মবলে কেশবতী নাম যে তোমার।
ধর্ম্মে মতি রবে তব সাধ্বী সতী সার ॥
রামাইয়ের সেবা কর যাবৎ জীবন।
অন্তকালে মম পদে মিশিবে তখন ॥
দাসী দিয়া প্রভু গেলা বৈকুণ্ঠভবন।
দাসী পেয়ে রামায়ের হরষিত মন ॥
রামাই বলে কোলে লহ তুমিত জননী।
ধর্ম্মসেবার আয়োজন দেহ সব আনি ॥

ফল ফুল যোগায় কন্যা মনে আনন্দিত।
যাহার কৃপায় হয় পুরাণ সংজাত ॥
তখন বামায়ের বয়স একশত পঁচিশ।
শুদ্ধচিত্ত কবে পূজা জীবন উদ্দিশ ॥
কেশবতী বলে আমি করি নিবেদন।
করিলাম তোমাব সেবা যাবৎ জীবন ॥
এক নিবেদন করি তব শ্রীচবণে।
তোমাব তুল্য চাই পুত্র সদা ভাবি মনে ॥
শ্রীধর্ম্ম বলিয়া বামাই কন্যার গর্ভে হস্ত দিল।
সেই গর্ভে তবে এক বালক জন্মিল ॥
দশ মাস দশ দিন হৈল তাহাব।
প্রসবিল সেই কন্যা উত্তম কুমার ॥
ধাত্রী আসি নাড়ীচ্ছেদ করিল তাহাব।
বটবৃক্ষতলে শিশু ব্রাহ্মণ কুমার ॥
দ্বিজের লক্ষণ দেখি বালক শরীরে।
করিবেন ধর্ম্মপূজা অবনী ভিতরে ॥
ধর্ম্মদাস নাম তবে রাখিল তাহার।
করিবে শ্রীধর্ম্মপূজা পঞ্চম বেদ সার ॥
দশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল তাহার।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু অতি চমৎকার ॥
তাম্র দিবে মম পুত্রে শুনিলাম এখন।
ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি কঠিন কেমন ॥
শ্রীরামাই পণ্ডিত বলে শুন কেশবতি।
শিক্ষা দিব তব পুত্রে পূজার পদ্ধতি ॥

স্মার স্মৃতি আগম করিয়া বিচার।
ভেদাভেদে তাম্র দিতে বিধি করেন তার॥
চৌদ্দ বর্ষ চৌদ্দ দিন ঊর্দ্ধ সংখ্যা তার।
বার বর্ষ বার দিন সংখ্যা করি আর॥
এই তিন বিধি করি ধর্ম্মপণ্ডিত প্রতি।
এই রহে গেল কলিকালে আদি॥
অন্য জাতি পণ্ডিত হ'ব ধর্ম্ম মানে নাই।
গ্রহ কাজে রত হয় ফেটে মরে তাই॥
পণ্ডিত হইয়া যেবা শূদ্রান্ন খাবে।
কলিকালে প্রভু তাবে অভিশাপ দিবে॥
এই শুন কেশবতি বিচার তাহার।
শুদ্ধ হইয়া করিবে পূজা তোমার কুমার॥
এই মতে পণ্ডিত কবি তোমার নন্দনে।
শিখিবেক ধর্ম্মশাস্ত্র বেদের বিধানে॥
ছত্রিশ জাতিকে দিবে তাম্র আমার বচনে।
গুরুপণ্ডিত নাম তার ঘুষিবে ভুবনে॥
শুনিলে কেশবতী পূর্ব্ব বিবরণ।
তাম্রধারণ কার্য্য করে সমাধান॥
বটবৃক্ষ তলে এক কুটীর বাঁধিল।
তিনপদ ভূমে দিয়া গৃহে প্রবেশিল॥
কুটীরেতে ব্রহ্মচারী থাকে তিনদিন।
দুগ্ধ রম্ভা ভক্ষণ করে অন্ন যে বিহীন॥
ছয় দণ্ড বেলা গতে সূর্য্য দেখাইল।
মঙ্গলাদি হস্তে সূতা তখন তুলিল॥

ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিল রামাই পণ্ডিত।
করিল শ্রীধর্ম্মপূজা হয়ে হরষিত॥
ধর্ম্মদাস বলে গোসাঞি করি নিবেদন।
কি রূপেতে বংশ মোর হইবে এখন॥
এত শুনি ক্রোধে বলে রামাই পণ্ডিত।
কলিকালে হবে তুমি ডোমের পুরোহিত॥
শক্তি বলে কন্যা বিভা করিবে যে দিনে।
সেই হইতে বংশ বৃদ্ধি হবে দিনে দিনে॥
করিতে সকল কর্ম্ম শ্রীধর্ম্ম সহায়।
হরষিত হয়ে তখন ধর্ম্মদাস শুধায়॥
কালিন্দী নাহিকো চিনি কেমন আকার।
কিপ্রকারে হ'ল বল জনম তাহার॥
শ্রীরামাই পণ্ডিত বলে জন্মবিবরণ।
শ্রীধর্ম্ম ঘামেতে জন্ম শাস্ত্র নিরূপণ॥
শ্রবণ নিলেন শ্রীধর্ম্ম পদতলে।
সদা বলি নাম তায় রাখিল সকলে॥
কালবতী কন্যা ছিল কালিন্দীর কূলে।
তাহাকে করিল বিভা কাল সন্ধ্যাকালে॥
সেই কন্যার হৈল তবে চারিটী নন্দন।
মাধব সনাতন শ্রীধর সুলোচন॥
চারি পুত্র এক কন্যা জন্মিল সদার।
সেই হইতে বাড়িল কালিন্দীপরিবার॥
একদিন ধর্ম্মদাস সদার মন্দিরে।
উপনীত হ'ল সেই পুষ্প তুলিবারে॥

ধর্ম্মপূজা করে সদা অতি ধীর মন।
সদাকে মন্ত্র বলান ধর্ম্মদাস তখন ॥
মন্ত্র বলাতে ডোমের পুরোহিত হইল।
এ কীর্ত্তি কলিকাল পর্য্যন্ত রহিল ॥
ধর্ম্মদাস হইতে ধর্ম্মপণ্ডিত জন্মিল।
এইরূপে পণ্ডিত বংশ বাড়িতে লাগিল ॥
সদার বংশেতে ডোমের উৎপত্তি হয়।
ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয় ॥”

উদ্ধৃত বিবরণটী যাত্রাসিদ্ধি-রায়ের পদ্ধতিতে বিবৃত হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে ময়নাপুর নামক গ্রামে যাত্রাসিদ্ধি নামক ধর্ম্মঠাকুর বিদ্যমান। তাঁহার সেবাইত ধর্ম্মপণ্ডিতের নিকট হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় উক্ত বিবরণটী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

উক্ত বিবরণ হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে, রমাই বা রামাই পণ্ডিত জাতিতে ব্রাহ্মণই ছিলেন। অব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা প্রকৃত নহে। দ্বারকা-পুরী নামক স্থানে বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য উক্ত দ্বারকা গুজরাতের অন্তর্গত সেই কৃষ্ণের দ্বারকা নহে। এ দ্বারকা বাঙ্গালায়, রাঢ়ে। কিন্তু সামান্য দোষেই বিশ্বনাথের উপর ধর্ম্মঠাকুরের রোষ হইয়াছিল। তাহাতেই তাঁহাকে নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক বনবাসে আসিতে হইল। সেই বনময় হিমালয় প্রদেশে বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষ প্রথমী তিথি ভরণী নক্ষত্রে রবিবার শুভদিনে

রামাই জন্মগ্রহণ করিলেন। যখন তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় রামাইর পিতৃবিয়োগ হইল; অবশ্য সেই অনাথ বালক অপর কাহারও দ্বারা পালিত হইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তির নাম জানা শুনা না থাকায় পদ্ধতিকার তাঁহাকে ধর্ম্ম-ঠাকুর বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামাইর সেই পালক জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণধর্ম্মবিরোধী ছিলেন। তিনি রামাইকে ব্রাহ্মণোচিত বৈদিকী দীক্ষা দিলেন না, এখন ডোম-পণ্ডিতদিগের মধ্যে যেরূপ তাম্রদীক্ষা প্রচলিত আছে, সেইরূপ তাম্রদীক্ষা দেওয়াইলেন।* তাম্রদীক্ষার পর তিনি ধর্ম্মপূজায় অধিকারী হইলেন। ময়ূরভট্ট প্রভৃতির ধর্ম্মপুরাণ বা ধর্ম্মমঙ্গল হইতে জানিতে পারি, রামাই নিজ পূজাপ্রভাবে এতদূর উন্নত হইয়াছিলেন যে দেবলোক ও নরলোকে সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতে লাগিল।

যাত্রাসিদ্ধিরায়ের পদ্ধতি হইতে জানা যায় যে, তিনি নিজ ধর্ম্মমত স্থাপন করিবার উদ্দেশে ও বংশরক্ষার নিমিত্ত বৃদ্ধবয়সে

* ব্রাহ্মণসমাজে যেরূপ উপনয়ন, ডোমপণ্ডিত বা ধর্ম্মপণ্ডিতদিগের মধ্যে সেইরূপ তাম্রদীক্ষা। সাধারণতঃ দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তাম্রদীক্ষা হয়। এই তাম্রদীক্ষার পূর্ব্বে চূড়াকরণ, গণেশাদির পূজা, ঘটস্থাপন, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, পঞ্চশত হোম প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাম্রদীক্ষার পর সেই ধর্ম্মপণ্ডিত নিম্নশ্রেণীর নিকট অনেকটা ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মানলাভ করিয়া থাকে। তাম্রদীক্ষা হইলেই ইঁহারা ধর্ম্মঠাকুরের পূজায় অধিকারী হয়। যে সে লোক তাম্র ধারণ করিলে পণ্ডিত হইতে পারে না। কেবল রামাই-পণ্ডিতের বংশীয়গণই তাম্রধারণে অধিকারী, কেবল তাহারাই পণ্ডিত হইবার যোগ্য। নিম্নশ্রেণী বিশেষতঃ ডোমের গৃহে শ্রাদ্ধ বিবাহাদি সকল কার্য্যে উক্ত ধর্ম্মপণ্ডিতেরাই পৌরোহিত্য করিয়া থাকে।

কেশবতী নামে এ কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। এই কন্যার সম্ভবতঃ জাতিকুল কিছুই ঠিক ছিল না, একারণেই ধর্ম্মের পাণ্ডাগণ তাহাকে ধর্ম্মের দক্ষিণচরণসম্ভূতা অযোনিসম্ভবা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। যাহা হউক এই অজ্ঞাতকুলশীলা কুমারীর গর্ভে বৃদ্ধ রামাই পণ্ডিতের ঔরসে ধর্ম্মদাস জন্মগ্রহণ করিলেন। রামাই ব্যবস্থা করিয়া যান কেবল এই ধর্ম্মদাসের বংশই একমাত্র ধর্ম্মপূজার অধিকারী, আর কেহ পূজা করিলে তাহাতে ধর্ম্ম নিরঞ্জন সন্তুষ্ট হইবেন না। অর্থাৎ ধর্ম্মপূজার ব্যাপারটা রামাই পণ্ডিতের বংশধরেরাই এক সময়ে এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। এ কারণ রামাই পণ্ডিতের বংশ-বিস্তার ঘটিলে এবং নানাস্থানে তাহারা বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িলে পাছে অপর কেহ ধর্ম্মপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করে, এ আশঙ্কায় ধর্ম্মদাসের বংশধরগণ স্ব স্ব বংশপত্রিকা ও কুলপরিচয় রক্ষা করিতে থাকেন। ধর্ম্মপণ্ডিতদিগের মুখে শুনিয়াছি, যতদিন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অক্ষুণ্ণ প্রভাব ছিল, ততদিন তাহারা বংশাবলী রীতিমত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। সেই সকল বংশপত্রিকায় ধর্ম্মপণ্ডিত সমাজের অনেক জ্ঞাতব্য কথা লিখিত ছিল। ধর্ম্মপণ্ডিতগণের পূর্ব্বপ্রভাব লোপের সঙ্গে অনাদরে ও অবহেলায় পণ্ডিতবংশধরগণ সেই সকল কুল গ্রন্থ অধিকাংশই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানে খণ্ডিত পাতড়ার সামান্যমাত্র সন্ধান হইয়াছে। আমরা ঐ পাতড়া হইতে জানিতে পারি যে বহুদিন হইতেই গ্রহাচার্য্যগণ ধর্ম্মপূজা করিতেন, কিন্তু তাহাদের প্রতি ধর্ম্মপণ্ডিতগণ কেহ সন্তুষ্ট ছিলেন না। এই কারণেই যাত্রাসিদ্ধির পদ্ধতিতে আভাস পাই—

"অন্য জাতি পণ্ডিত হবে ধর্ম্ম মানে নাই।
গ্রহ কাজে রত হব ফেটে মরে তাই।"

রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল হইতে জানিতে পারা যায় যে, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের সময় কর্ণসেন-পত্নী রঞ্জাবতী পুত্র লাভার্থ ধর্ম্মপূজা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য রামাই পণ্ডিতের আশ্রয়ে শালে ভর দিয়া অসম্ভব কৃচ্ছ্রসাধনের পরিচয় দিয়াছিলেন।

এদেশে গ্রহাচার্য্যগণ পূর্ব্বকালে ধর্ম্মপূজা করিতেন বলিয়াই ধর্ম্মমঙ্গলসমূহের নায়ক ও ধর্ম্মপূজার প্রচারক লাউসেনের নাম গ্রহাচার্য্যগণের সঙ্কলিত বঙ্গীয় পঞ্জিকাসমূহে স্থান পাইয়াছে। নচেৎ লাউসেনের নাম রাজচক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে স্থান পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভবতঃ হিন্দুধর্ম্মবিরোধী ধর্ম্মপূজায় রত ছিলেন বলিয়াই বৈদিক ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সঙ্গে গ্রহবিপ্রগণও ধর্ম্মপণ্ডিতদিগের ন্যায় নিন্দিত ও একপ্রকার সমাজবাহ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিরূপে এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মমূলক শূন্যপুরাণ সঙ্কলিত হইল, কিরূপ ধর্ম্মমতে প্রভাবান্বিত হইয়া রামাই এরূপ নূতন মত প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের সময় রামাই পণ্ডিতের অভ্যুদয়। কিন্তু প্রাচীন খোদিতলিপি ও নানা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে একাধিক ধর্ম্মপালের নাম পাওয়া যায়। কোন্ ধর্ম্মপালের সময় রামাই-পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন? তাহাই এখন বিবেচ্য। বিশেষতঃ তৎকালে গৌড়বঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইবে। তাহা

হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, রামাই পণ্ডিত কোথা হইতে তাহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়া অভিনব মত প্রচার করিয়াছিলেন।

১ম ধর্ম্মপাল

পালরাজগণের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে গোপালের পর তৎপুত্র ধর্ম্মপাল মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথমে পাটলীপুত্র নগরেই তাঁহার রাজধানী ছিল,[১] তৎপরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিয়া এখানেও তিনি রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে মহারাজ আদিশূর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই গৌড়মণ্ডলে কনোজীয় বৈদিক-বিপ্রাগমন ঘটে এবং সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। আদিশূরের সময় কান্যকুব্জই বৈদিকবিপ্রগণের লীলাস্থলী বলিয়া গণ্য ছিল। এ সময়ে বৈদিকধর্ম্মানুরাগী বাক্‌পতি ও ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবির প্রতিপালক মহারাজ কমলায়ুধ-যশোবর্ম্মদেব কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।[২] এদিকে সেই সময়ে মগধে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী বপ্যটের পুত্র গোপালদেব বৌদ্ধসাধারণের চেষ্টায় আধিপত্যলাভের প্রয়াসী। আদিশূর ও গোপালের পূর্ব্ববর্ত্তী মগধপতি আপনাকে গৌড়পতি বলিয়াও পরিচিত করিতেন। মহারাজ যশোবর্ম্মদেব দিগ্বিজয়ে আসিয়া ঐরূপ একজন গৌড়পতিকে পরাজয় ও বিনাশ করেন।[৩]

(১) Epigraphia Indica, Vol IV P 249

(২) সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা ১১শ বর্ষ ১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্য।

যেখানে গৌড়পতি পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন, সেই স্থানে মহারাজ যশোবর্ম্মদেব নিজ নামানুসারে 'যশোবর্ম্মপুর' স্থাপন করেন। এই স্থান এখন ঘোষরাবাঁ নামে খ্যাত, বর্ত্তমান বেহার সব্ ডিভিসনের অন্তর্গত। [৪]

যাহা হউক, পশ্চিমে যশোবর্ম্মদেব এবং পূর্ব্বে আদিশূর বৈদিক ধর্ম্মান্দোলনে যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের অধিষ্ঠানভূমি মগধে বৈদিকপ্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই। কনোজপতি যশোবর্ম্মদেব বা গৌড়পতি আদিশূর জয়ন্তদেব মগধে যে বৈদিক-ধর্ম্মপ্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখানে বরং বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রজাসাধারণ বরং তাহাতে উত্তেজিত হইয়া সকলে সমবেত হইয়া ছল এবং গোপালদেবকে অধিনায়ক করিয়া তাঁহারই শিরে রাজমুকুট প্রদান করিয়াছিল। [৫] এই গোপাল-দেবের পুত্রই ধর্ম্মপাল। আমরা গৌড়াগত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের প্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূরের অভিষেকের ও সাগ্নিকবিপ্র আনয়নের উদ্যোগ হইয়াছিল। এদিকে কনোজের ইতিহাস অনুসরণ করিয়া অধ্যাপক ভাণ্ডারকর স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে কনোজপতি যশোবর্ম্মদেব প্রাণত্যাগ করেন। [৬] আবার জৈন হরিবংশে বিবৃত হইয়াছে যে, ৭০৫ শকে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে)

(৪) Indian Antiquary, Vol XXI

(৫) খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন।

(৬) R G Bhandarkar's Search for the Sanskrit Mss during 1883-84, P. 15

ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধ উত্তরাপথ (পাঞ্চাল) শাসন করিতে-
ছিলেন।[৭] কনোজের আয়ুধরাজবংশের তালিকা হইতে অবগত
হই যে ১ম কমলায়ুধ যশোবর্ম্মা, তৎপরে তৎপুত্র চক্রায়ুধ
আমরাজ এবং তৎপরে তৎপুত্র ইন্দ্রায়ুধ বা ইন্দুক[৮] রাজা
হইয়াছিলেন। প্রভাবকচরিতাদি জৈনগ্রন্থমতে, ইন্দুক অতিশয়
পিতৃদ্বেষী ও অধার্ম্মিক ছিলেন। ধর্ম্মপাল ও তদ্বংশীয় নারায়ণ
পালের তাম্রশাসন হইতেও জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জ
পতি ইন্দ্ররাজকে বিনাশ করিয়া তাঁহার পিতা চক্রায়ুধকে
কনোজের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যাহাতে
পঞ্চাল ও কান্যকুব্জবাসী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল।
প্রবন্ধকোষাদি জৈনগ্রন্থমতে, আমরাজ বা চক্রায়ুধের সহিত
প্রথমে গৌড়পতি ধর্ম্মপালের বড়ই শত্রুতা ছিল। প্রথমে
তাঁহার সভায় প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য বপ্পভট্টি সূরি অবস্থান
করিতেন। এমন কি বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক যশোবর্ম্মার পৌত্র
আমরাজও শূরপালের নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।
কিন্তু শিষ্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া শূরপাল ধর্ম্মের সভায় চলিয়া
আসেন। এ সময়ে কবি বাক্‌পতি ধর্ম্মপালের সভা অলঙ্কৃত
করিতেছিলেন। বাক্‌পতির সাহায্যে শূরপাল গৌড়রাজসভায়
সসম্মানে রাজগুরুরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। কিছুদিন
পরে জৈনাচার্য্য শূরপাল আবার কনোজ-রাজসভায় ফিরিয়া

(৭) জৈন হরিবংশ ৬৬ সর্গ।

(৮) বপ্পভট্টিসূরিচরিত ও প্রভাবকচরিত নামক জৈনগ্রন্থের হস্তলিপিতে 'দন্দুক' নাম দৃষ্ট হয়, সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদে 'ইন্দুক' স্থানে 'দন্দুক' লিখিত হইয়াছে।

গেলেন। তাহাতে গৌড়পতি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া আমরাজের নিকট শাস্ত্রযুদ্ধের প্রস্তাব পাঠাইলেন। অতঃপর উভয়ে স্ব স্ব রাজ্য পণ রাখিয়া শাস্ত্রসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্দ্ধনকুঞ্জর নামে এক বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মপালের পক্ষ লইলেন। জৈনাচার্য্য শূরপাল আমরাজের পক্ষ হইয়া গৌড়সভায় আসিলেন। মহাকবি বাক্‌পতির কৌশলে শূরপাল অর্থাৎ জৈনধর্ম্মই জয়লাভ করিল। প্রতিজ্ঞানুসারে গৌড়পতি স্বীয় রাজ্য আমরাজকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু শূরপালের পরামর্শে আমরাজ (চক্রায়ুধ) ধর্ম্মপালকে গৌড়রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। তখন হইতে কনোজপতি ও গৌড়পতি মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন।

যাহা হউক, উক্ত বিবরণ হইতে পাওয়া যাইতেছে যে কনোজপতি যশোবর্ম্মদেব বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক ও তাঁহার সময় কান্যকুব্জ বৈদিক বিপ্রগণের কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও তৎপুত্র আমরাজ চক্রায়ুধের সময় তথায় জৈনধর্ম্মই রাজধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। এদিকে আদিশূর উপাধিধারী গৌড়পতি জয়ন্তদেবের যত্নে গৌড়মণ্ডলে বৈদিকপ্রতিষ্ঠা হইলেও মগধে তখনও বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল। আবার আদিশূরের তিরোধানের সহিত মগধপতি ধর্ম্মপাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিয়া গৌড়ে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারেরই উদ্যোগ করেন। প্রভাচন্দ্র সূরি রচিত প্রভাবকচরিতে* লিখিত আছে, পূর্ব্বোক্ত জৈনাচার্য্য শূরপাল পাটলীপুত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ৮০৭ সংবতে (৭৫১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার দীক্ষা হয়।[১]

* এই গ্রন্থ ১৩৩৫ সংবতে অর্থাৎ ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

[১] (১) প্রভাবকচরিত ১১।২৮-২৯।

রাজশেখরের প্রবন্ধকোষ মতে ৮১১ সংবতে (৭১১ খৃষ্টাব্দে) তিনি হরিপদ লাভ করেন।[১০] তৎপরেই তিনি কনোজ-রাজসভায় আগমন করেন এবং আমরাজ তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের আয়োজন চলিযাছিল, এসময়ে কান্যকুব্জই বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্র বলিয়া প্রথিত ছিল। কিন্তু ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্মদেবের তিরোধানের সহিত সম্ভবতঃ কনোজের বৈদিক-সমাজ পূর্ব্বপ্রভাব হারাইতে থাকেন। প্রায় ৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পর আমরাজের জৈনদীক্ষা-গ্রহণের সহিত এখানে জৈনরাই প্রবল হইয়া উঠে। যাহা হউক দেখা যাইতেছে, ৭৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই কান্যকুব্জ বৈদিক-লীলাস্থলী বলিয়া পরিগণিত হইলেও প্রায় ৭৫৮ খৃষ্টাব্দের কিছু পর হইতেই এখানে জৈন-ধর্ম্মই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। রাজতরঙ্গিণী হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, কাশ্মীরপতি কায়স্থবীর জয়াদিত্য প্রায় ৭৫১ হইতে ৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন।[১১] তিনি প্রায় ৭৬৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। এসময়েও পোণ্ড্রবর্দ্ধনের সিংহাসনে আদিশূর জয়ন্তদেব অধিষ্ঠিত। কাশ্মীর-পতির সহিত গৌড়রাজকন্যা কল্যাণদেবীর বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং দিগ্বিজয়ী জামাতার সাহায্যে মহারাজ আদিশূর পঞ্চ-গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সুতরাং এ সময়ে ধর্ম্মপালের

(১০) "একাদশাধিকে তত্র জাতে বর্ষ শতাষ্টকে।
বিক্রমাৎ সোহভবৎ হরিঃ কৃষ্ণচৈত্রাষ্টমীদিনে॥"

(১১) S Pandurang's Gaudavaha, intro p. 87

অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না? রাজতরঙ্গিণী হইতেও আমরা জানিতে পারি যে জয়াদিত্য মগধ ও কান্যকুব্জ জয় করেন এবং কল্যাণদেবীকে বিবাহ করিয়া ফিরিবার সময় কনোজের রাজসিংহাসন লইয়া যান? এসময়েও সম্ভবতঃ মগধ আদিশূরের এবং কনোজ কাশ্মীরের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। আদিশূরের ও জয়াদিত্যের তিরোধানের সহিত মগধ ও কান্যকুব্জপতি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এই সময়েই মগধে ধর্ম্মপালের অভ্যুদয় এবং কনোজে চক্রায়ুধ আমরাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তৎপুত্র ইন্দ্রায়ুধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? প্রায় ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপাল পাটলীপুত্রে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তৎপূর্ব্বেই তিনি নিজ বাহুবলে ইন্দ্রাধধকে পরাজয় করিয়া তাহার পিতা চক্রায়ুধকে কনোজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে সমস্ত উত্তরাপথের সৈন্য সামন্ত ধর্ম্মপালের অনুরক্ত হইয়াছিল এবং তাহারই বলে আদিশূরের বংশধরগণের নিকট হইতে গৌড়রাজশ্রী হরণ করিতে ধর্ম্মপাল সমর্থ হইয়াছিলেন।

তৎপুত্র দেবপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকুটাধিপ পরবলের কন্যা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ইতিবৃত্তলেখক ভোটদেশীয় পণ্ডিতের মতে রাজা ধর্ম্মপাল বিক্রমশিলা নামক বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তাঁহার ব্যয়ে চারি সম্প্রদায়ের প্রায় ২০০ ভিক্ষু ব্যাকরণ, দর্শন ও বলিকর্ম্ম শিক্ষা পাইতেন। ১০৮ জন বৌদ্ধাচার্য্যের ভরণপোষণের জন্যও তিনি বিস্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-

কুলগ্রন্থ হইতেও এরূপ দানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, ধর্ম্মপালের সাময়িক ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা স্থির করিয়াছি যে, মহারাজ ধর্ম্মপাল প্রায় ৭৮৫ হইতে ৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।[১২]

২য় ধর্ম্মপাল

১ম ধর্ম্মপালের প্রায় দুইশত বর্ষ পরে ২য় ধর্ম্মপালের নাম পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত ইহার কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে ইনিও যে একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থ, বারেন্দ্র চতুর্ভুজরচিত হরিচরিতকাব্য এবং দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়-গিরিলিপি হইতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছে। তিরুমলয়-লিপিতে বর্ণিত হইয়াছে, (প্রায় ১০১২ খৃষ্টাব্দে) রাজেন্দ্র চোল পূর্ব্বভারত আক্রমণ করেন। এ সময়ে দণ্ডভুক্তি বা বিহারে সম্ভবতঃ গৌড়মণ্ডলে ধর্ম্মপাল, উত্তর রাঢ়ে মহীপাল, দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর এবং বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। উক্ত নৃপতিগণ সংগ্রামে দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।[১৩] চতুর্ভুজের হরিচরিত কাব্যে লিখিত আছে,—বরেন্দ্রভূমে করঞ্জ নামে এক শ্রেষ্ঠ গ্রাম আছে, এখানে শ্রুতিস্মৃতিপুরাণকুশল ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। এই গ্রামে

(১২) বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ ৩১৭ পৃষ্ঠা।

(১৩) Hultzschs, South Indian Inscriptions, Vol. I.

বিপ্রপ্রবর স্বর্ণরেখ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ধর্ম্মপালের নিকট হইতে তিনি উক্ত সমগ্র গ্রামখানি লাভ করিয়াছিলেন।[১৪]

বারেন্দ্রকুলগ্রন্থ মতে, বারেন্দ্রকাশ্যপগোত্রের বীজপুরুষ সুষেণ, তৎপুত্র ব্রহ্ম ওঝা, তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র শান্তনু মহামুনি, তৎপুত্র জীগনি (জাকন), তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র হিরণ্যগর্ভ, তৎপুত্র বেদগর্ভ, এই বেদগর্ভের পুত্র স্বর্ণরেখ। সুষেণ আদিশূরের সভায় (৭৩২ খৃষ্টাব্দের সমকালে) বিদ্যমান ছিলেন, স্বর্ণরেখ তাঁহার ১০ম পুরুষ অধস্তন হইতেছেন। রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণকালে প্রায় ১০১২-১৩ খৃষ্টাব্দে মহীপাল উত্তর-রাঢ়পতি বলিয়া গণ্য হইলেও তাঁহার সারনাথলিপি হইতে মনে হইবে ১০৮৩ সংবত অর্থাৎ ১০২৭ খৃষ্টাব্দে কাশী পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। এদিকে ধর্ম্মপাল যখন বারেন্দ্রভূমে শাসন গ্রাম দান করিয়া গিয়াছেন, তখন স্বীকার করিতে হইবে ১০২৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল বেহার হইতে বারেন্দ্র বর্ত্তমান বাঙ্গালা

(১৪) "গ্রামোত্তমোঽস্তামলমঞ্জুগুণৈকপুঞ্জঃ
শ্রীমান্ করঞ্জ ইতি বন্দ্যতমো বরেন্দ্র্যাম্।
যত্র শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপদপ্রবীণাঃ
সচ্ছাস্ত্রকাব্যনিপুণা নবসন্তি বিপ্রাঃ॥
কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ
শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোঽবতীর্ণঃ।
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং
জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্ম্মপালাৎ॥
তদন্বয়ক্ষীরসমুদ্রচন্দ্রো বভুব পুন্দুরিতি ভূসুরেন্দ্রঃ।"
(হরিচরিতকাব্য ১৩শ কাব্য)

প্রেসিডেন্সীর সমস্ত উত্তর অংশ শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণে তিনি নিহত বা হীনবল হইয়া পড়েন। তৎপরে মহীপাল বলসঞ্চয় করিয়া তাঁহার অধিকারও গ্রাস করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই ২য় ধর্ম্মপাল বৌদ্ধপালরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও শ্রমণের সেরূপ সম্মান না করিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরই সম্মান করিতেন, কবঙ্গশাসন ও কামরূপে ভূমিদান তাহার প্রমাণ। বোধ হয়, এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসলেখক তিব্বতীয় তারনাথ বহুসংখ্যক পালরাজের নামোল্লেখ করিলেও এই ২য় ধর্ম্মপালের নামোল্লেখ করেন নাই।

এখন কথা হইতেছে, উক্ত দুইজন ধর্ম্মপালের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মপালের সময় শূন্যপুরাণরচয়িতা রামাইপণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন?

১ম ধর্ম্মপালের প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি,—তাঁহার অভ্যুদয়ের সময়ে সমস্ত উত্তর ও পূর্ব্বভারতে নানা সম্প্রদায়ের উত্থান ও পতন হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যেখানে বৈদিকধর্ম্মই সাধারণের উপর আধিপত্য করিতেছিল, অল্পদিন পরে সেখানেই আবার জৈনধর্ম্মই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যেখানে দুইদিন আগে জৈনধর্ম্মই প্রবল ছিল, দুইদিন পরে সেই খানেই হিন্দুধর্ম্ম সাধারণের হৃদয় অধিকার করিতেছে। যেখানে দুইদিন পূর্ব্বে যজ্ঞীয় হোমধূমে গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত, বেদধ্বনি মুখরিত, দুইদিন পরে সেই খানেই বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের উপাস্য নানা ভীষণ মহাকালের মূর্ত্তি প্রকাশিত—বলিকার্য্যের দৃশ্য প্রকটিত। এহেন নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল যুগে গৌড়াধিপ ১ম ধর্ম্মপাল শাসন বিস্তার করিতেছিলেন। উত্তরাপথের অধিপতি চক্রায়ুধ তাঁহার পরম মিত্র।

কেবল মিত্র বলিয়া নহে প্রভাবকচরিতে পাওয়া যায় যে, চক্রায়ুধ আমরাজের পুত্র ইন্দুক বা ইন্দ্রায়ুধ গৌড়মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরেই বিবাহ করিয়াছিলেন। ইন্দুকের পুত্র ভোজদেব পিতৃভয়ে অনেক সময়ে মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন।[১৫]

এদিকে মুঙ্গের হইতে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসনে পাইয়াছি যে, ধর্ম্মপাল দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সহিতও আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজবংশও কখন হিন্দু, কখন বা জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন। আত্মীয়তা সূত্রেই সম্ভবতঃ ধর্ম্মপাল কএকজন লাট ব্রাহ্মণ আনাইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে বাস করাইয়াছিলেন, খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে ঐ সকল লাট-ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ আছে। যাহা হউক গৌড়রাজসভায় বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আগমনে ও বহু ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত আত্মীয়তাসূত্রে ধর্ম্মপাল নিজে গোঁড়া বৌদ্ধ হইলেও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি সদ্ভাব রাখিতে ও বিভিন্ন ধর্ম্মে শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন ও সাময়িক শিলালিপি হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, তিনি নিজে একজন নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ও "বুদ্ধভট্টারকমুদ্রিত" তাম্রশাসন দান করিলেও বৈদিক ও পৌরাণিকদিগের প্রতি তাঁহার অনাস্থা ছিল না। তিনি কনোজাগত সাগ্নিক ভট্টনারায়ণপুত্র আদি গাঞি ওঝাকে ধামসার গ্রাম প্রদান করেন। তাঁহারই ১৬শ রাজ্যাঙ্কে গয়ার সুপ্রসিদ্ধ মহাবোধির নিকট মহাদেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখি।

(১৫) প্রভাবকচরিত ১১শ সর্গ।

এ সময়ে আমরা বৌদ্ধ, জৈন ও শৈবপ্রভাবের যেরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন পাই, তদনুরূপ শাক্ত প্রভাবের নিদর্শন পাই না। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের গ্রন্থে, তদ্রচিত নানাস্থানের ধর্ম্মপূজার পদ্ধতিতে এবং বহুসংখ্যক ধর্ম্মমঙ্গলে শাক্ত-প্রভাবেরই সুস্পষ্ট চিত্র দেখিতে পাই। ইত্যাদি কারণে ১ম ধর্ম্মপালের সময়ে নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মিলনে গৌড়ে এক অভিনব যুগের সূত্রপাত হইলেও এ-সময়ে রামাই পণ্ডিতের অভ্যুদয় হইয়াছিল কি না, তৎপক্ষে সন্দেহ উপস্থিত হয়।[১৬]

রাঢীয় প্রধান কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে যে আদিশূরের বংশীয়গণের হস্ত হইতে গৌড়রাজ্য স্খলিত হইবার পর (ধর্ম্মপালের পুত্র) দেবপাল গৌড়রাষ্ট্রে প্রবল প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি একজন অতিশয় বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ছিলেন।[১৭] কি বৌদ্ধ কি হিন্দু উভয়

(১৬) পালরাজগণের সমসাময়িক ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার অবসর না পাওয়ায় আমরা বিশ্বকোষে (১৮শ ভাগ ৩০ পৃষ্ঠায়) রামাই পণ্ডিতকে ১ম ধর্ম্মপালের সমকালের লোক বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আলোচনা দ্বারা আমাদের পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলাম। ১ম ধর্ম্মপালের সময় গৌড়ীয় বৌদ্ধসমাজে যে সকল তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির সূত্রপাত দেখা যায়, রামাই পণ্ডিতের সময় তাহার অনেকটা পরিপুষ্টি হইয়াছিল, ইহাতেও রামাই পণ্ডিতকে আমরা ১ম ধর্ম্ম-পালের পরবর্ত্তী সময়ের লোক বলিয়া মনে করিতে পারি।

(১৭) "শূরাপালপ্রতিভূর্ভুবঃ পতিরভূদ্ গৌড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ
রাজাঽভূৎ প্রবলঃ সদৈব শরণঃ শ্রীদেবপালস্ততঃ।
প্রজ্ঞাবাক্যশীলবিনয়শুদ্ধাশয় শ্রীযুতঃ
ধর্ম্মে চাস্য মতিঃ সদৈব রমতে স স্বীয়বংশোদ্ভবৈঃ॥" (হরিমিশ্র)

সমাজেই এই দেবপালের নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ পর্য্যন্ত ১৭।১৮ খানি ধর্ম্মমঙ্গলের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকল গ্রন্থেই বসাই পণ্ডিত, ধর্ম্মপাল, ও ধর্ম্মপূজাপ্রবর্ত্তক লাউসেনের কথা থাকিলেও যে ধর্ম্মপালের পুত্রের সময় সমস্ত রাঢ়বঙ্গ ও কামরূপে ধর্ম্মপূজা প্রচারিত হইয়াছিল, যে ধর্ম্মপালের পুত্রের শ্যালিকার গর্ভে লাউসেনের জন্ম, সেই ধর্ম্মপালপুত্র গৌড়েশ্বরের নাম নাই,[১৮] ইহার কারণ কি? মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনের মাতৃস্বস্পতি ধর্ম্মপালের ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া অভিহিত। কোন কোন ধর্ম্মমঙ্গলে তিনি সবিংশতিস্তত বলিয়াও আখ্যাত। কবিগণ সানন্দে ধর্ম্মপালের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলেও তাঁহার ক্ষেত্রজ পুত্র ভীক, স্ত্রী ও শ্যালকের আজ্ঞাধীন গৌড়েশ্বরের নামটী প্রকাশ করিতে কেন যে কুণ্ঠিত। এদিকে ১ম ধর্ম্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বর দেবপালের নাম দিগন্তবিশ্রুত, হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নর্ম্মদার তট পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতাপ বিস্তৃত[১৯] তাঁহার কনিষ্ঠ জয়পালের নামও কেবল পালরাজগণের শিলালিপি বা তাম্রশাসন বলিয়া নহে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপ্রবর নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশে বিঘোষিত। এরূপ স্থলে ২য় ধর্ম্মপাল বা তৎপুত্র দেবপালেরই সময়

(১৮) রূপরাম ও সীতারামের ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেন ধর্ম্মপালের শ্যালীপুত্র বলিয়া অভিহিত।

(১৯) মুঙ্গের হইতে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসন, ভাগলপুর হইতে আবিষ্কৃত নারায়ণ পালের তাম্রশাসন এবং মনহলী হইতে আবিষ্কৃত মদনপালের তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য।

শূন্যপুরাণ-রচয়িতা রামাইপণ্ডিত অথবা লাউসেনের অভ্যুদয় স্বীকার করিতে পারি না। তাহা হইলে অবশ্যই দেবপাল বা জয়পালের নাম কোন না কোন ধর্ম্মমঙ্গলে লিপিবদ্ধ দেখিতাম। তিরুমলয়-লিপি হইতে জানা যায় যে—

যে সময় (খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগে) রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয় উপলক্ষে পূর্ব্বভারতে আগমন করেন, তৎকালে দণ্ড-ভুক্তি বা গৌড়ে ধর্ম্মপাল, উত্তররাঢ়ে মহীপাল, দক্ষিণরাঢে রণ-শূর ও বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র আধিপত্য করিতেছিলেন। এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উক্ত নৃপতি-চতুষ্টয়ের মধ্যে মহীপালের নাম বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, আজও দিনাজপুর ও রঙ্গপুর অঞ্চলে যোগীজাতির মধ্যে 'মহীপালের গান' প্রচলিত। পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বেও যে গৌড়, রাঢ় ও বঙ্গভূমে মহীপাল, গোপীপাল ও যোগী-পালের গীত সর্ব্বত্র সংকীর্ত্তিত হইত, আমরা বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে তাহার প্রমাণ পাই।

বঙ্গপুর জেলায় ডিমলা থানার অন্তর্গত ধর্ম্মপুর নামক স্থানে এক ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেন। এখনও লোকে সেই ধর্ম্মপালের পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে। প্রবাদ রাজা মাণিক-চন্দ্রের শ্যালী ও রাণী ময়নামতীর ভগিনী বনমালার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন। রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল হইতে জানা যায়, ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে লাউসেনের পিতা সেনভূম ও গোপভূম অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। সোমঘোষের পুত্র ইছাই-ঘোষ কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে বিনাশ করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্ত-গত করেন, কর্ণসেন প্রাণভয়ে ধর্ম্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এখানে ধর্ম্মপালের উদ্যোগে রঞ্জাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই রঞ্জাবতীর গর্ভেই লাউসেনের জন্ম। রঙ্গপুর অঞ্চলে যোগীজাতি যে মাণিকচান্দের গান করিয়া থাকে, সেই সুপ্রাচীন গাথা হইতে ও স্থানীয় কিংবদন্তী হইতেও অবগত হই যে, উক্ত মাণিকচান্দের মহিষীর নাম ময়নামতী ও পুত্র গোপীচাঁদ (দুর্লভ-মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র) (চৈতন্যভাগবতের গোপীপাল)। এই গোবীচাঁদকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে রাণী ময়নামতী মন্ত্রিগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন। ত্রিস্রোতা বা তিস্তানদীতীরে উভয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে ধর্ম্মপাল পরাস্ত হইয়াছিলেন। ময়নামতী স্বামীর রাজ্য উদ্ধার করিয়া প্রিয়পুত্র গোপীচাঁদের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই গোপীচাঁদের অপূর্ব্ব বৈরাগ্যগাথা দুর্লভমল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রগীতে ও মাণিকচান্দের গানে বিবৃত হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গলের নায়ক লাউসেনের মাতা রাণী রঞ্জাবতী যেরূপ রামাই পণ্ডিতের আশ্রমে পুত্র পাইবার আশায় শালে ভর দিয়া অসাধারণ সাধনার পরিচয় দিয়াছিলেন, রাণী ময়নামতীও সেইরূপ হাড়িসিদ্ধের উপদেশে পুত্রলাভাশায় তপশ্চর্য্য করিয়া যমাদি দেববৃন্দকে পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়াছিলেন। রাণী ময়নামতীর ন্যায় তাহার ভগিনী বনমালাও একজন সামান্য মহিলা ছিলেন না, উক্ত ডিমলা থানার অন্তর্গত ধরমপুরে ধর্ম্মশীলপত্নী বনমালার তেজস্বিতার প্রবাদ প্রচলিত আছে। মাণিকগাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলেও কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, লাউসেন প্রথমে কামতা বা কাঙুরের অধিপতি কর্পূরধবলকে কোন মতে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই, অবশেষে ধর্ম্মপালের রাণীর নিকট অজয়-

কাটারি পাইয়া তবে কর্পূরধবলকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাণী ময়নামতী ও রঞ্জাবতী যেমন কঠোর তপশ্চর্য্যায় সকলকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বনমালা মাণিকগাঙ্গুলীর সাফুলা ও সীতারাম ও ঘনরামের সামুলা) অসাধারণ ভক্তিপ্রভাবে ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। [২০]

(২০) রাজা ধর্ম্মপালের পত্নী রাণী সমুলা বা সাফুলা কিরূপে অঙ্গকাটারি লাভ করেন, সে সম্বন্ধে মাণিকগাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে একটী উপাখ্যান পাওয়া যায়। এই উপাখ্যানে ২য় ধর্ম্মপালের ও রাণী সাফুলার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কতকটা পরিচয় আছে, এ কারণ প্রয়োজনীয় মনে করিয়া এখানে কতকাংশ উদ্ধৃত হইল—

ধন্ম কন ধরণীতে ধর্ম্মপাল রাজা।
কেবল কর্ণের তুল্য করে কৃষ্ণপূজা॥
দিবানিশি ব্রাহ্মণভোজন দানধ্যান।
ভক্তিভাবে করে শুনে ভারত পুরাণ॥
পুত্র নাই পূর্ব্বকালে ছিল কিছু পাপ।
অতুল ঐশ্বর্য্য ঘর আনন্দে বিলাপ॥
প্রজার পালন করে পুত্রের সমান,
কৃষ্ণকথা রামকথা করে সদা গান॥
একদিন মৃগয়া করিতে হৈল মন।
সাফুলাকে কয় ডেকে সুপ্রিয় বচন॥
মৃগয়া করিতে যাই কতক্ষণে আসি।
ঘরবাসে রহিলে তুমি শুন গো রূপসী॥
পাপপুণ্য সুখদুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম লাগি।
অর্দ্ধঅঙ্গ জায়া হয় অর্দ্ধেকের ভাগী॥
আজি কর কৃষ্ণসেবা আমার বদলে।
শুদ্ধভাবে পুরাণ শুনিবে সন্ধ্যাকালে॥

ময়নামতী যেমন ধর্ম্মের থান দিয়াছিলেন ও তৎপুত্র গোপীচাঁদ

গরিব কাঙ্গাল দেখে দিবে কিছু ধন।
করাইবে এক লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন॥
এতেক কহিয়া রাজা মৃগয়ায় গেল।
সৈন্য সনে গর্জ্জনে গহন প্রবেশিল॥
তথা গায় নৃপতি ভায্যার যশ গুণ।
এথা সফুল্লার প্রতি কৃষ্ণ নিদারুণ॥
লঙ্ঘিল নাথের বাক্য না করিলা কিছু।
এই অপরাধে কষ্ট ভুঞ্জিবেক পাছু।
আপনি করিয়া স্নান ভোজন সকালে।
দাসী সঙ্গে পালঙ্কে বসিয়া পাশা খেলে॥
পাশায় মজিল মন হত হল জ্ঞান।
না করে কৃষ্ণের সেবা না শুনে পুরাণ॥
হেনকালে রাজা এল মৃগয়া করিয়ে।
নত হয়ে সফুল্লা নিকটে এল ধেয়ে॥
জিজ্ঞাসা করেন রাজা বসাইয়া কাছে।
কি দান দিযাছ দ্বিজে কাঙ্গালে কি ধন।
কোন অধ্যা ভারতেব করেছ শ্রবণ॥
শুনে বাক্য সাযুল্লাব সুখাল বয়ান।
পড়িল চবণে কেঁদে উড়িল পরাণ॥
বাজা কয় তোর পারা কে আছে চণ্ডালী।
না ক'রে কৃষ্ণসেবা অন্ন জল খেলি॥
নফরে কহেন রাজা শুন বলিরে।
সফুল্লা চক্কেরশ্বালী বনবাস দে॥
শুনে শোকে সর্ব্বলোক করে হায় হায়।
সফুল্লা রাজার রাণী বনবাস যায়॥...

যেমন ধর্ম্মের ভক্ত ছিলেন, রঞ্জাবতী ও তৎপুত্র লাউসেনকেও সেইরূপ ধর্ম্মভক্ত দেখি।

ধর্ম্ম কন শুন বাছা পবনকুমার।...
কাননে আমার সেবা করে এক মনে॥
কঠোর করিল কত ক্ষীণ হল কায়া।
দয়া ক'রে দিলাম দক্ষিণ পদছায়া॥
চর্ব্যচোষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য বহুতর।
বিলক্ষণ বিপিনে হৈল বাড়ী ঘর॥
গৌতম মুনির কন্যা তার সনে সই।
রাজা গেল মৃগয়ায় কতদিন বৈ॥
সৈন্য সনে গরজনে গহনে প্রবেশিল।
শরভ অষ্টপদ পশু সম্মুখে দেখিল॥
শূন্যপথে শরভ উঠিলা তখনে।
না পান দেখিতে রাজা অরুণ কিরণে॥
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে চারি পানে চায়।
বনবাসে বীতবাস দেখিবারে পায়॥
অরণ্যে ঈশ্বর সখা পেয়ে আপ্যায়িত।
সাঙ্কুলার সদন সমীপে উপনীত॥
বসিতে আসন দিয়া বলে সুপ্রভাত।
এতদিনে অভাগীকে মনে হল নাথ॥
নৃপ কয় ক্ষুধায় নির্জ্জল হল আঁখি।
অন্ন দেও রন্ধন করিয়া রাজামুখী॥
স্বামিবাক্যে সঙ্কুলা সইয়ের ঘরে গেল।
বিরলে বসিয়া কথা বিশেষ কহিল॥
বিমলা বলেন শুন বচন সুরস।
আছে এক ঔষধ স্বামীকে কর বশ।...

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ধর্ম্মপাল এক সময়ে বেহার হইতে

ভোজন করিয়া রাজা সেরে আচমন।
সফুল্লাকে না কহিয়া দেশেতে গমন ॥...
সফুল্লার মনে হেথা সন্দেহ জন্মিল।
সেই অন্ন সরিৎ সলিলে ফেলে দিল ॥
ভাসিয়া ভুবন ভঙ্গে নিশীথিনী কালে।
পড়িল ওদন গিয়া সমুদ্রের জলে ॥
ঔষধ ধরিল গুণ জ্ঞান হৈল হত।
বিয়োগে সমুদ্র হল বাউলের মত ॥
যোগবলে জানিল যতেক বিবরণ।
ধর্ম্মপালের মূর্ত্তি সেই ধরিল তখন ॥
স্বামী ভেবে সফুল্লা দিলেন আলিঙ্গন।...
স্বামীর যতেক তেজ সীমন্তিনী জানে।
সন্দেহ বড়ই হল সফুল্লার মনে ॥
সাগরের করে ধরে করে মহাসোর।
কে তুমি কহিবে সত্য কান্ত নয় মোর ॥
কুলটা কামিনী নই হই পতিব্রতা।
সাগরের ভয় হল কয় সত্যকথা ॥...
মমৌরসে তব পুত্র হবে মনোহর।
বাছিয়া থুইবে নাম রায় গৌড়েশ্বর ॥
চিহ্ন লহ জপমালা অজয় কাটারি।
অসিদ্ধ হইবেক সিদ্ধ রসাতল ভরি ॥

*　　*　　*　　*

গৌড়েশ্বরের জন্ম হল এইরূপে ॥
ধর্ম্মপাল রাজা মহা অরাজক দেশ।
পাত্রমিত্র প্রজালোক পায় বড় ক্লেশ ॥

রঙ্গপুর দিনাজপুর পর্য্যন্ত শাসন করিতেন। বৈদ্যদেব তাম্রশাসন

পাটহস্তী রাজার আছিল পুরন্দর।
পুণ্যাযোগ পেয়ে হস্তী প্রবেশিল ঘর॥
সাফুলার সদন সমীপে দরশন।
গজপৃষ্ঠে গৌড়েশ্বর গউড় গমন॥
আনন্দের সীমা নাই অনুদিন পরে।
উপনীত হল সবে গউড় নগরে॥"

(সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত মাণিকগাঙ্গুলির
ধর্ম্মমঙ্গল ১২৪-১২৫ পৃঃ)

উদ্ধৃত অতীত কাহিনী হইতে বলা যাইতে পারে রাজা ধর্ম্মপাল কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীর ঐ ধর্ম্মে কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। সম্ভবতঃ তিনি পতিকে উপেক্ষা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সেবা করিতেন বলিয়াই তাঁহার অদৃষ্টে নির্ব্বাসন ঘটিয়াছিল। ২য় ধর্ম্মপাল ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন, কবি চতুর্ভুজের হরিচরিতকাব্য হইতে প্রমাণ পাইয়াছি। তাঁহার বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি বারেন্দ্রব্রাহ্মণপ্রবর স্বর্ণরেখকে করঞ্জ গ্রাম দান করিয়াছিলেন। স্বর্ণরেখ ও তাহার বংশধরগণ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তাহা স্বর্ণরেখের বংশধর চতুর্ভুজের হরিচরিতকাব্যে প্রকটিত। মাণিক-গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল হইতে জানিতেছি যে, রাজা (২য়) ধর্ম্মপাল প্রত্যহ ভাবতপুরাণ শুনিতেন ও তাঁহার পুরমহিলাগণের প্রতিও ভাবতপুরাণ শুনিবার আদেশ ছিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ধর্ম্মপালের এইরূপ ব্রাহ্মণভক্তি থাকায় ও বৌদ্ধধর্ম্মে সেরূপ আস্থা না থাকায় বৌদ্ধ-ঐতিহাসিকগণ এই ২য় ধর্ম্মপালের নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি রাজপরিবার মধ্যে যে প্রথা চালাইয়া গিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী বৌদ্ধপালরাজ-পরিবার মধ্যেও প্রচলিত ছিল। দিনাজপুরজেলায় মনহলী-গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত মদনপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, মদনপাল নিজে গোঁড়া বৌদ্ধ হইলেও তাঁহার গৃহে নিয়ত মহাভারত পাঠ হইত। মদনপালের প্রধানামহিষী চিত্রমতির দেবী

হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে পালরাজের শাসন প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত হইয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রের তীরে ধর্ম্ম-

প্রত্যহ মহাভারত শুনিতেন। ভারতপাঠের দক্ষিণাস্বরূপ রাজা মদনপাল বটেশ্বর শর্ম্মাকে তাম্রশাসনদ্বারা বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৫ম ভাগ ১৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

২য় ধর্ম্মপাল দেবব্রাহ্মণভক্ত হইলেও এ সময়ে গৌড়বঙ্গের সর্ব্বত্রই তান্ত্রিক-বৌদ্ধপ্রভাব। রাণী সাফুলাও ধর্ম্মে (বৌদ্ধধর্ম্মে) অনুরক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই প্রজাসাধারণের যত্নে তৎপুত্র গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অল্পকাল রাজ্যহেতু তাঁহার নামটী পালরাজাদের তালিকায় সম্ভবতঃ গৃহীত হয় নাই। 'অল্পকাল' বলিবার কারণ এই যে, দীর্ঘকাল রাজত্ব করিলে কোন না কোন স্থল হইতে তাঁহারও প্রকৃত নামটী উদ্ধার করিবার উপায় থাকিত। তাঁহার মাতা ধর্ম্মভক্ত এবং তাঁহার জন্ম অপ্রাকৃত ঘটনামূলক ছিল বলিয়া তাঁহারই সময়ে ধর্ম্মপূজাপ্রচার ও লাউসেনের কথা রটনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ২য় ধর্ম্মপাল ও তৎপত্নী সাফুলার সময়ই লাউসেনের অভ্যুদয়। ধর্ম্মমঙ্গলকবিগণ গৌড়েশ্বরমন্ত্রী মাহম্ম্যাকে ধর্ম্মের শত্রু বলিয়াই আখ্যাত করিয়াছেন, অথচ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মভক্ত ছিলেন কি না, এ কথা প্রচার করিতে সাহসী হন নাই।

লাউসেন গৌড়মন্ত্রীর কৌশলে পদে পদে যেরূপ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্মের প্রতি গৌড়েশ্বরের কখন অনুরাগ ছিল বলিয়া মনে হইবে না। ২য় ধর্ম্মপালের পত্নীর নাম মুদ্রিত মাণিকগাঙ্গুলির পুস্তকে 'সাফুলা' বা 'সফুরা' এবং হস্তলিখিত পুথিতে 'সামুলা' পাইয়াছি। রূপরাম, ঘনরাম ও সীতারামের ধর্ম্মমঙ্গলের পুথিতে লাউসেনের মাসীর নাম 'সাফুলা' ও 'সামুলা' উভয় পাঠ দেখিয়াছি। মুদ্রিত ঘনরামে সর্ব্বত্রই 'সামুলা' নাম আছে। লিপিকরপ্রমাদে যে 'সামুলা' বা 'সাফুলা' এইরূপ পাঠান্তর ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপস্থলে আমরা ২য় ধর্ম্মপালকে লাউসেনের 'মেসো' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। সাফুলা বা সামুলার ভাল নাম ঘনমালা হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

পাল কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন, তাহা তাহার মহিষীর কথা হইতেই বুঝা যায়। ব্রহ্মপুত্রলব্ধ মহিষীর সেই অস্ত্রশক্তিপ্রভাবে কাঙুর বা কামরূপপতি পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন, তাহাও ধর্ম্মমঙ্গলে প্রকাশ। এরূপ স্থলে ডিমলা থানার ধর্ম্মপাল ও রাজেন্দ্র-চোলের শিলালিপি-বর্ণিত ধর্ম্মপালকে[২৩] অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হইতেছে। সুতরাং উত্তররাঢ়ে যে সময়ে ১ম মহীপালের অভ্যুদয়, তাহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজা ২য় ধর্ম্মপাল, রামাইপণ্ডিত, মাণিকচান্দ, গোবীচান্দ বা গোবিন্দচন্দ্র ও লাউ-সেনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। তৎকালে সমস্ত গৌড়বঙ্গে শাক্ত তান্ত্রিকগণের প্রভাবের সঙ্গে অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন হাড়িপা, কানিপা, সেতাই, নীলাই, রামাই প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণের আবির্ভাব। তাহারই ফলে গৌড়বঙ্গের রাজভবনে সর্ব্বত্রই বৈরাগ্যের ও অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের পরিচয় সুপ্রকাশিত। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্ন অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই তিনের মধ্যে ধর্ম্ম পুরুষরূপ পরিগ্রহ করিয়া বুদ্ধদেবের দক্ষিণপার্শ্বে এবং সঙ্ঘ দ্বিভুজ রমণীমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া বুদ্ধের বামপার্শ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজা পাইতে লাগিলেন। ত্রিরত্নের এইরূপ পরিবর্ত্তনচিত্র

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে লিখিত আছে—ইনি ধর্ম্মের সেবার্থ দুইটী স্তন ছেদন করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন।

"সামুলা সুন্দরী মোর কেটে দুই স্তন।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল—পশ্চিমোদয়পালা)

২৩) আসাম বুরঞ্জীতে ধর্ম্মপাল নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। ইনি গৌহাটীর নিকটস্থ শোয়ালকুচিগ্রামে অনেক ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমিদান করিয়াছিলেন, শুনা যায়। ইঁহাকে এবং ২য় ধর্ম্মপালকে আমরা অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারি।

গয়ার মহাবোধি হইতে আবিষ্কৃত তখনকার ভাস্কর্শিল্প হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।২৪

এ সময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজে মহাকালের পূজাও বিশেষ প্রচলিত ছিল। এ সময়কার শাক্ততান্ত্রিকগণের মহাকালমূর্ত্তি মগধ ও বাঙ্গালার নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।২৫

১ম ধর্ম্মপালের সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের পুনরভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইলেও ২য় ধর্ম্মপালের সময়ই প্রকৃত প্রস্তাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। শূন্যবাদই মহাযান সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র এবং নানা দেবদেবীর উপাসনা এই সম্প্রদায়ভুক্ত তান্ত্রিকধর্ম্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

আমরা শূন্যপুরাণ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, মহাযান-দিগের শূন্যবাদই শূন্যপুরাণের লক্ষ্য। রামাইপণ্ডিত লিখিয়াছেন —

"নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল অঁাবর ॥ ৭
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধকার ॥৯
দসদিকপাল নহি মেঘ তারাগণ।
আউ মিত্তু নহি ছিল জমর তাড়ন ॥১০
সুন্নত ভরমন পরভুর সুন্নে করি ভর।"১৩ ইত্যাদি।

রামাই পণ্ডিতের এই উক্তি কোন প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রমূলক

(২৪) Cunningham's Mahabodhi. p. 55 Plate XXVI
(২৫) Cunningham's Mahabodhi, p. 55.
সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা ১৩১৪ সালের ১ম সংখ্যায় উদ্ধরণপুরের যে ভৈরব-মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই তান্ত্রিক বৌদ্ধযুগের মহাকালমূর্ত্তি।

নহে, উহা মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শূন্যবাদমূলক, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়েন। ২য় ধর্ম্মপালের সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দের শেষভাগে যে সকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, ঐ সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি গৌড়, মগধ ও উৎকল হইতে আবিস্কৃত হইয়াছে, শূন্যপুরাণেও আমরা ঐ সকল দেবদেবীর প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। সাধনমালা, সাধনসমুচ্চয়, সাধনকল্পলতা প্রভৃতি সাধনসম্বন্ধীয় বৌদ্ধতন্ত্রেও বিভিন্ন দেবদেবীর সাধনার প্রারম্ভে শূন্য ভাবনা করিবার বিধান আছে[২৬]। রামাইপণ্ডিতের গ্রন্থেও এই প্রণালী দেখিতে পাই :—

"হৃদে পূজএ হরিচন্দ্র বিসাদ ভাবিআ মতি।" (৬০ পৃঃ)

পালরাজগণের সময় মহাদেব, লোকেশ্বর ও মহাকালের উপাসনা তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল, এই দুই দেবতাই শূন্যপুরাণে বিশেষ স্থান পাইয়াছে। শূন্যপুরাণে মহাকাল ধর্ম্মনিরঞ্জনের দ্বারপালরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন—

"পরভুর মালঞ্চএ জাগন্তি নন্দি মহাকাল।" (২৮পৃঃ)

এদিকে পালরাজগণের সমসাময়িক যে সকল তান্ত্রিক বৌদ্ধকীর্ত্তি বাহির হইয়াছে, তাহাতেও ভীষণ মহাকালমূর্ত্তি দ্বারপালরূপেই প্রতিষ্ঠিত।[২৭]

এ সময়ে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব। তাই রামাইপণ্ডিতও লিখিয়াছেন—"সিংহলে শ্রীধর্ম্মরাজ বহুত সম্মান।"

(২৬) A. Foucher's L'Iconographie Bouddhique de L'Inde, (2' part) p. 53,

(২৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৪শ ভাগ ১ম সংখ্যায় উদ্ধারণপুরের মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য।

আমাদের বিশ্বাস এ সময়ে সিংহলের সহিত বাঙ্গালার বিশেষ সংস্রব ছিল। তাহারই ফলে বাঙ্গালীব্রাহ্মণ বৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী সিংহলে গিয়া বৃদ্ধশতকের রচয়িতা হইয়াছেন। এ সময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজে নানা ক্রিয়াকাণ্ডের সাধনা প্রচলিত হইলেও তাহার মূল লক্ষ্য কেহ বিস্মৃত হয় নাই। রামাইপণ্ডিত "ধর্ম্মরাজ যজ্ঞনিন্দা করে" এইরূপ ঘোষণা করিয়া সেই আদি বুদ্ধপ্রসঙ্গই উত্থাপন করিয়াছেন।

বাস্তবিক পালরাজগণের অভ্যুদয়কালে গৌড়রাজসভায় নানা সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণের সমাগমে নিয়তই নানাপ্রকার তর্কসংগ্রাম চলিতেছিল, বিবিধ তর্কের ফলে শেষ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে 'বস্তুনির্ব্বান' (ব্রহ্মনির্ব্বাণ) লাভই শ্রেষ্ঠ জীবের উচ্চতম ও চরম লক্ষ্য। তাই শূন্যপুরাণেও প্রচ্ছন্নভাবে সেই 'বস্তুজ্ঞান' বা ব্রহ্মজ্ঞানের তত্ত্বই বিবৃত দেখা যায়। তাই রামাইপণ্ডিত বহুস্থলেই 'বস্তুজ্ঞানে'র কথাই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

রামাই পণ্ডিতের আশ্রম

রামাই পণ্ডিত কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহার সময়ে গৌড়বঙ্গের ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, উপরে তাহার কথঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়াছি। এক্ষণে রামাইপণ্ডিতের নিবাস বা আশ্রম বাহির করিতে হইবে। যে স্থানে রাণী রঞ্জাবতী লাউসেনকে লাভ করিবার আশায় শালে ভর দিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যায় জীবন উৎসর্গ করিতে গিয়াছেন, গৌড়-রাজমহিষী সামুলার মুখে ধর্ম্মমঙ্গলকবিগণ যে স্থানের মাহাত্ম্য

কীর্ত্তন করিয়াছেন, ধর্ম্মভক্ত ও ধর্ম্মপূজকদিগের নিকট যে স্থান 'গুপ্তবারাণসী' বলিয়া পরিচিত ছিল,[২৮] সেই প্রাচীন পবিত্র চাঁপাই স্থানটী কোথায়? তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব বাঙ্গালার কোন্ স্থান হইতে ধর্ম্মপূজা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কবিবর ঘনরাম লিখিয়াছেন—

"বহিছে কালিন্দীগঙ্গা, প্রবল তরঙ্গভঙ্গা,
বহিপুর রাখে রাজবাটী।
ধর্ম্মজয় বলি ডাকে, রম্যাপুর বামে থাকে,
কাম্যদহে বহে জল ভাটী॥
ব্রহ্মদহ রাখি দূরে, ঝুমঝুমি দাবিকেশ্বরে,
বেয়ে পাইল চাঁপায়ের ঘাট।
নারদ কপিল তপে, কতকাল ছিল জপে,
মহামুনি দুর্ব্বাসার পাট॥"

ঘনরাম ময়না হইতে রাণী রঞ্জাবতীর রামাই পণ্ডিতের

(২৮) "ইহারে চাঁপাই নাম, এই মহাপুণ্যস্থলী
সাধনা বলিল ইতিহাস।
মহিমা দেখিয়ে ফলে, অপরঞ্চ এই স্থলে
পূজ ধর্ম্ম পূর্ণ অভিলাষ॥৫
এই গুপ্তবারাণসী, সুরঙ্গে সলিল আসি,
ভাগীরথী উপনীত ইথে।
মৃকণ্ড মহামতি, জায়া যাঁর চাঁপাবতী
চাঁপাই খেয়াতি যাহা হতে॥৬
সেই রাণী মহা যত্নে, ঘাট বান্ধাইল রত্নে,
সেই দিল দেহরা চত্বরে।"
(ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল—শালেভর পালা)

আশ্রমে যাত্রাকালে এবং তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে ঐ রূপেই চাঁপায়ের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে দ্বারিকেশ্বর নদীর তীরে চাঁপাই পণ্ডিতের আশ্রম হইতেছে।

প্রবন্ধারম্ভে আমরা যে ময়নাপুরের উল্লেখ করিয়াছি, এই ময়নাপুরে যাত্রাসিদ্ধি রায় নামে এক ধর্ম্মঠাকুর বিদ্যমান। গৌড়বঙ্গে যত ধর্ম্মঠাকুর আছে, সর্ব্বাপেক্ষা যাত্রাসিদ্ধি রায়ের সম্মান অধিক। আব্রাহ্মণচণ্ডাল সকলেই প্রত্যক্ষ দেবতা ভাবিয়া উক্ত ধর্ম্মঠাকুরের পূজা দিয়া থাকেন। এই ধর্ম্মঠাকুরের পুরোহিতবংশ ডোমপণ্ডিত। আজও তাঁহারা রামাইপণ্ডিতের সাক্ষাৎ বংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই ঘরে রামাইপণ্ডিতের পূর্ব্বপরিচয় এবং যাত্রাসিদ্ধিরায়ের পদ্ধতি বা রামাইপণ্ডিতের শূন্যপুরাণ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, রামাইপণ্ডিতের বংশধর উক্ত ধর্ম্মপণ্ডিতগণের নিবাসভূমি ময়নাপুর বাকুড়াজেলার অন্তর্গত এবং বিষ্ণুপুর-রাজধানী হইতে পূর্ব্বদিকে ১২।১৩ মাইল দূরবর্ত্তী। উহা ৮৭° ৩১´ পূর্ব্বদ্রাঘিমাংশে এবং ২৩° ১´ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। উক্ত ময়নাপুরের ৩৷৷০ ক্রোশ উত্তরে দ্বারিকেশ্বরনদীর তীরে (অক্ষা° ২৩° ৬´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩১´ পূঃ মধ্যে) 'চাঁপাতলার ঘাট' বিদ্যমান। ধর্ম্মঠাকুরের ভক্তগণের নিকট এই স্থান আজও অতি পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য। যাত্রাসিদ্ধি-রায়ের গাজনের সময় আজও সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে স্নান করিতে আসিয়া থাকে। স্থানীয় প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বকালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চম্পাইনগরে এক রাজা রাজত্ব করিতেন, তিনি প্রতি পর্ব্বোপলক্ষে এই ঘাটে সস্ত্রীক আসিয়া

স্নানদান করিতেন। তিনি যেখানে স্নান করিতেন, সেইস্থানে পূর্ব্বে অতি সুন্দর পাথরে বাঁধা ঘাট ছিল, নদীর স্রোতে সে সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়াছে। পরে এই চাঁপাতলার ঘাট হইতে নদীও একটু সরিয়া গিয়াছে। উক্ত চাঁপাতলাই ধর্ম্মমঙ্গল-বর্ণিত চাঁপাইর ঘাট। সুদূর অতীতের স্মৃতি সাধারণের হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইলেও ঐ স্থানের নিকট যে রামাইপণ্ডিতের ধর্ম্মা-শ্রম ছিল, তাহা আমরা অনায়াসেই স্বীকার করিতে পারি। স্বচ্ছসলিল দ্বারিকেশ্বরের তীরস্থ এই সুপ্রাচীন স্থান হইতেই বাঙ্গালার অন্যতম আদিম গ্রন্থ শূন্যপুরাণ বা ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি প্রচারিত হইয়াছিল। এজন্য কেবল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বলিয়া নহে, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের নিকটও সুপ্রাচীন 'চাঁপায়ের ঘাট' পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

পশ্চিমোদয়পালাপ্রসঙ্গে সীতারাম, মাণিকরাম ও ঘনরাম প্রভৃতি ধর্ম্মমঙ্গলকবিগণ লিখিয়াছেন যে, হাকন্দে লাউসেন যখন সূর্য্যদেবকে পশ্চিমে উদয় করাইতে না পারিয়া ধর্ম্মের উদ্দেশে নিজ দেহ নবখণ্ড করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে রামাইপণ্ডিত হাকন্দ নামক স্থানেই যোগবলে দেহত্যাগ করেন।[২৯] পূর্ব্বোক্ত চাঁপাতলা ও ময়নাপুরের মধ্যে সেই প্রাচীন হাকন্দ গ্রাম বিদ্যমান। এখানে বহু প্রাচীন শাক্ত-কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান। এই প্রাচীন স্থান দর্শন আমাদের সৌভাগ্যে ঘটে নাই। এখানে অনুসন্ধান করিলে রামাইপণ্ডিতের সমাধি এবং বহু পুরাকীর্ত্তি উদ্ধার হইতে পারে।

(২৯) "রমাই পণ্ডিত তনুত্যাগ কৈল যোগে।
সঘৎস কপিলা মোল সেনের বিয়োগে॥" (ঘনরাম)

পূর্ব্বোক্ত ময়নাপুরে আর দুইটী প্রবাদ শুনা যায়। কেহ বলেন, ধর্ম্মসেবার কালে ময়নাগড়ের রাণী রঞ্জাবতী ও তাঁহার লোকজন এখানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের "ময়নাপুর" নাম হয়। আবার কাহারও মুখে শুনি, ময়নামতী নামে এক রাণী এখানে কিছু দিন ছিলেন, তাহারই নামে এখানে পুরপত্তন হইয়াছিল।

গ্রন্থবিচার

কবিরত্ন ঘনরাম তাঁহার শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের পালা আরম্ভে লিখিয়াছেন—

"সবে বল হরি হরি, সঙ্গীত আরম্ভ করি,
শ্রবণে পাতকী ত'রে যায়।
হাকন্দপুরাণমতে, ময়ূরভট্টের পথে,
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম্মসভায়॥"

ঘনরামের উক্ত বচন হইতে অনেকে অনুমান করেন যে হাকন্দপুরাণই ধর্ম্মমাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় আদিগ্রন্থ এবং ময়ূরভট্টই তাহার রচয়িতা। কারণ ঘনরাম এরূপও লিখিয়াছেন—"ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত-আদ্যকবি।" আবার কাহারও মতে 'হাকন্দ' শব্দ সপ্তখণ্ডের অপভ্রংশ। সুহৃদ্বর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "ধর্ম্মমঙ্গলকাব্য যে পুঁথিকে বেদ বলিয়া মান্য করিয়াছেন, সেই পুঁথির নাম 'হাকণ্ডপুরাণ'। ইহা কোন হিন্দুপুরাণ বলিয়া মনে হয় না।...এই লুপ্ত বৌদ্ধ-পুরাণটীর উদ্ধার হইলে ধর্ম্মমঙ্গল সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক-রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে।"[৩০]

[৩০] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৩ সাল ১৩ পৃঃ।

সম্প্রতি চট্টগ্রাম হইতে ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ খানিই কি সেই আদিগ্রন্থ হাকন্দপুরাণ? তাহাত বোধ হইল না। ময়ূরভট্টও যে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হাকন্দপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপস্থলে ময়ূরভট্টকে কি করিয়া হাকন্দ-পুরাণ-রচয়িতা বলা যায়? আর ঘনরাম তাঁহাকেই বা "সঙ্গীতের আত্মকবি" বলিলেন কেন?

আমরা রামাইপণ্ডিতের পরিচয়প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে 'হাকন্দ' নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যেখানে রাণী বল্লাবতী শালে ভর দিয়াছিলেন, সেই চাঁপাই নামক স্থানের নিকটই হাকন্দ গ্রাম। অধিক সম্ভব, এই হাকন্দ গ্রামই রামাইপণ্ডিতের যোগস্থান বা বাসস্থান ছিল, এই হাকন্দেই তাঁহার শূন্যপুরাণ রচিত হয়। এ কারণ শূন্য-পুরাণের যেমন অপর নাম 'আগমপুরাণ', তেমনি প্রচারের আদি-স্থান-নামানুসারে 'হাকন্দপুরাণ' নাম হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে। বিভিন্ন ধর্ম্মমঙ্গল আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, শূন্যমূর্ত্তি নিরঞ্জনের মাহাত্ম্য-ঘোষণাই আদি হাকন্দপুরাণের উদ্দেশ্য। ঘনরাম বা সীতারাম তাঁহার সঙ্গীতের আরম্ভে যে স্থাপনপালা বা সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হাকন্দ-পুরাণ হইতে গৃহীত। আমাদের আলোচ্য শূন্যপুরাণে প্রথমেই শূন্যবাদের সঙ্গে সেই সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। শূন্যপুরাণের প্রথমেই যেরূপ বিস্তৃতভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, অপর কোন ধর্ম্মমঙ্গলে এরূপ পাওয়া যায় না। সকল ধর্ম্মমঙ্গলকারই যে এই শূন্যপুরাণ বা হাকন্দপুরাণ অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থে স্থাপনাপালার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা শূন্যপুরাণের ও

বিভিন্ন ধর্ম্মমঙ্গলের ভাষা, ভাব ও বিষয়ের তুলনায় সমালোচনা করিলে সহজেই জানিতে পারা যায়। এখন কথা হইতেছে, যদি আমাদের আলোচ্য শূন্যপুরাণকেই হাকন্দপুরাণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কবি ঘনরাম ময়ূরভট্টকে "সঙ্গীত-আদ্য-কবি" বলিলেন কেন ? ধর্ম্মমঙ্গলসমূহের প্রধান লক্ষ্য লাউসেনের চরিতঘোষণা করা। সম্ভবতঃ ময়ূরভট্টই সর্ব্বপ্রথমে লাউসেনের পালা রচনা করিয়া গান করিয়াছিলেন, একারণ তাঁহাকেই সঙ্গীতের আদ্য-কবি বলা হইয়াছে। কিন্তু হাকন্দপুরাণ বা শূন্যপুরাণ সঙ্গীত গ্রন্থ বলিয়া প্রথমে গণ্য ছিল না, বরং ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি গ্রন্থ বলিয়াই গণ্য ছিল, তবে পরবর্ত্তীকালে এই পুরাণমধ্যে অপর কোন কোন বিষয় সংযোজিত করিয়া সঙ্গীতের উপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের আলোচ্য এই শূন্যপুরাণমধ্যে দুই একস্থলে রাগরাগিণী দেখিলেই তাহা মনে হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এখানি তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত হইলেও কখনও সঙ্গীত গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হয় নাই। বরং ঘনরাম প্রভৃতি ধর্ম্মকবিগণ এই শূন্যপুরাণকে "পণ্ডিতপদ্ধতি" বলিয়াই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যেখানেই ধর্ম্মের পূজা, সেখানেই এই পদ্ধতির কথা। যথা—

"পণ্ডিতপদ্ধতি কাছে, জাগাল গামার গাছে
গণেশাদি পূজিয়া দেবতা।
বৃক্ষের বরণ করি, সংঘাত সহিত ধরি
বান্ধিল সবার করে সূতা॥

কামারে গামার কাটি, . ঘরে আসি পরিপাটী
গাঁথিছে সন্ন্যাসকাটি তায়।
জয় জয় নিরঞ্জন, ডাকে যত ভক্তগণ
মহোৎসবে গাজনে গোঁয়ায়॥
অপর দাদুড়ঘাটা, . পূজিয়া সন্ন্যাসীঙ্গাটা,
ঘটা করি চাঁপাএর ঘাটে।" ইত্যাদি

এতদ্ভিন্ন—

"পুথি হাতে পূজাবিধি পণ্ডিত প্রকাশে"
"তবে রঞ্জাবতী বলে করি নিবেদন।
পণ্ডিত গোঁসাই গ্রন্থে কহিল যেমন॥" (ঘনরাম)

যাহা হউক, রামাইপণ্ডিতের গ্রন্থই ধর্ম্মপূজার আদি বাঙ্গলা গ্রন্থ, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। আলোচ্য শূন্য-পুরাণকেই আমরা ধর্ম্মপূজার সেই আদিগ্রন্থ বলিয়া মনে করি। মাণিকচান্দের গান, গোপীচান্দের গান বা মহীপালের গান ইত্যাদি বঙ্গভাষার সুপ্রাচীন গাথাগুলিকে আমরা শূন্যপুরাণের পরবর্ত্তী বলিয়াই জানি। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় নেপাল হইতে কানুভট্ট রচিত 'বোধিচর্য্যসমুচ্চয়' নামে একখানি অতি প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। ভাষা, বিষয় ও লিপি হইতে সেখানি বাঙ্গালাভাষার আদিযুগের গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের এই শূন্যপুরাণখানি সেইরূপ আদিযুগের গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে কানুভট্টের গ্রন্থ বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে নেপালে গিয়া অজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত পুথির অবস্থায় পড়িয়া থাকায় তাঁহার গ্রন্থের উপর হস্তক্ষেপ করিতে কোন জয়গোপালই সুবিধা পান নাই, তাই গ্রন্থ

খানি প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য শূন্য-পুরাণের ভাগ্যে সেরূপ অযত্ন ঘটে নাই, বহুশত বর্ষ ধরিয়া বহুলোকের হাতে পড়িয়া জয়গোপালী দোষাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক সময়ে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে রামাইপণ্ডিতের এই গ্রন্থখানি যখন ধর্ম্মপণ্ডিতগণের নিকট বেদমন্ত্রবৎ পূজ্য, তখন এই গ্রন্থের ভাষার উপর লেখনী ধারণ করিতে হয়ত কেহ সাহসী হন নাই। কিন্তু এখন নানা স্থানের তিনখানি পুথির পাঠ মিলাইতে গিয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিন পুথির উপরই তিনটী জয়গোপালের ছায়া পড়িয়াছে। এখানে দুই একটী উদাহরণ দিতেছি—

টীকাপাবনপ্রসঙ্গে বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে সংগৃহীত আদর্শ পুথিতে—

"আইদগাঁঠি উরধগাঁঠি বস্তগাঁঠি মূলে।
আইঠ থানে লইবু ফোটা ধম্মপূজার কালে॥
ঘুরি ঘুম্নি চন্দন পুরন্ত কৈল থুরি।
ধুপে দীবে গন্ধপুষ্পে পূজন অধিকারী॥
সোল সাস্তি লব লাভ বাহাত্তরি কোঠা।
সনিবারে নিত্য এহি নিঅমর ফোটা॥"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সংগৃহীত ৫৪২৪ নং এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথির ৩।২-৪।১ পৃষ্ঠায়—

"আদ্যগাঁঠি উদ্ধগাঁঠি ব্রহ্মগাঁঠি মূলে।
অষ্টস্থানে লৈয়া ফঁটা ধর্ম্মপূজায় কালে॥
সোল সাস্তি লব লাভ বাহাত্তরি কোঠা।
সোনিবারে নিয় এই নিয়ম ফোটা॥"

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সংগৃহীত ৫৪২৪ নং পুথির ২।২ পৃষ্ঠায়—

"আদ্যগ্রন্থি ব্রহ্মগ্রন্থি শিবগ্রন্থি মূলে।
বত্রিশ সংখ্যা কুকুরে ধর্ম্ম তবনদীর কূলে॥
সেন সাস্তি নব নাস্তি খাহান্তরি কুঠারি।
ঘুরিব চন্দন যে সারিয়া টীকা খুরি॥
তেত্রিশকোটি দেবতা অম্বর চন্দনে ঘুরি।"

উদ্ধৃত একস্থানেই দেখিতে পাইবেন, প্রাচীন পুথির প্রাচীন ভাষা পরবর্ত্তী লেখক বা জয়গোপালগণের হাতে কিরূপ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর একটী স্থান তুলিয়া দেখাইতেছি—

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের আদর্শ পুথিতে—

"আইদ ভূপতি নিমাষ দেহারা ধর্ম্ম জথা আইদ থান।
নবখণ্ড পৃথিবী ঠেকেছে মেদনী ধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান।
চানক দিল মানিকভাণ্ডার পুখুর আডর উপর।
চিত্রগড়র কামিনা বিসান্তর॥
চিরিআ বাঅতি পার্থ পাসান চিরিআ।
কন বলিএ ধরিলা স্তর ধার।"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত পুথিতে—

"আদ্য ভূপতি নিমার দেহারা ধর্ম্ম যথা আদিস্থান।
নবখণ্ড পৃথিবী ঠেকেছে মেদিনী।
শ্রীশ্রীধর্ম্মদেবতা। সিংহলে বহুত সনমান।
চাপক দিন মানিক ভাণ্ডার।
পুখুর আড়ের উপর।
চিত্রগড়ের কামিলা বিশ্বম্ভর।"

বেঙ্গলগবর্ণমেন্টের সংগৃহীত ৫৪২৪ নং পুথির এই-রূপ পাঠ—

"আদ্য রাজা ভূপতি :দেহারা নির্ম্মায় তথি
ধর্ম্ম যথা অধিষ্ঠান।
রেকনা মেদনি করিছে গঠনি
সিংহলে বহুত সনমান॥
গঠন বিস্তার মাণিক ভাণ্ডার
পুষ্করনীর আড়ির উপর।
কামিল্লা সত্বর গড়ে ধর্ম্মঘর
চিরিয়া রেইটী পাথর॥
পাসান চিরিণ্যা ধরিল সূত্রের ধার।
মধ্য চাল পরে দর্পন শোভা করে
বিচিত্র করিল সার॥"

যে দুইটী উদাহরণ দিলাম, তাহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে শূন্যপুরাণের পুথিখানি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের হাতে ক্রমেই কিছু কিছু রূপান্তর হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন-ভাষা ক্রমশঃ সময় ও লোকের রুচি অনুসারে আধুনিক ভাষায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপে শূন্যপুরাণের আদিমূর্ত্তি উদ্ধার করা এখন একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বলিতে কি স্থানে স্থানে এরূপ পাঠবিকৃতি দাঁড়াইয়াছে যে কোন্‌খানি আদর্শ ও কোন্‌খানি নকল তাহা বাছিয়া লওয়া অসম্ভব। ইত্যাদি কারণে আমরা বাঁকুড়া জেলা হইতে সংগৃহীত বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুথিখানিই আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিলাম। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে আলোচ্য অপর দুইখানি পুথি হইতেও পাঠান্তর দেওয়া হইবে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পাঠান্তর

দিলে ও খানি পুথিই অবিকল ছাপাইয়া গ্রন্থের কলেবর অযথা বৃদ্ধি করিতে হইত। এ কারণ দুই একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থান ভিন্ন আর কোথাও পাঠান্তব দেওয়া হইল না। আমাদের আলোচ্য পুথিখানি যে ভাবে পাইয়াছি, ঠিক সেই ভাবেই ছাপান হইল। তবে মুদ্রাকরপ্রমাদে ছাপার যে দুই একটী শুদ্ধিপাঠ ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা শুদ্ধিপত্রে আবার শোধন করিয়া দেওয়া হইল। সাধারণে এখন যেটী ভুল মনে করেন, পূর্ব্বে তাহাই হয়ত শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। এরূপস্থলে অতি প্রাচীন পুথিগুলির পাঠের উপর হস্তক্ষেপ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। বাস্তবিক আপাতঃ ভ্রম মনে করিয়া এরূপ অনেক পুথিই সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইয়া থাকে, আমাদের সংশোধনকারী পণ্ডিত মহাশয়ও সেই নিয়ম ব্যতিক্রম করিতে সাহসী হন নাই। এ কারণ তাঁহার সংশোধনের উপরও পুনরায় আমাদিগকে ভ্রমসংশোধন করিয়া পুথিতে গৃহীত আদিপাঠ আবার রক্ষা করিতে হইয়াছে। শুদ্ধিপত্রে তাহা দেখিতে পাইবেন।

আমাদের আলোচ্য পুথিখানিকে অপর দুইখানি হইতে কেন প্রাচীনতব বলিয়া গ্রহণ করিলাম, এ সম্বন্ধেও এখানে প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক মনে করি। আদর্শপুথির প্রথমেই আছে—

"নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।
রবি সসী নহি ছিল নহি ছিল রাতি দিন ॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার নহি ছিল ন ছিল কইলাস ॥"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত পুথিতে—

"নাই রেক নাই রূপ নাই ছিল বর্ণ চিহ্ন।
রবি শশী নাই ছিল নাই রাত্রি দিন॥
নাই ছিল জল স্থল নাই ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার না ছিল না কৈলাস॥" [৩১]

উক্ত দুই পুথির পাঠ মিলাইলে প্রথম পাঠটী বহু প্রাচীন বাঙ্গালার পাঠ বলিয়া গ্রহণ করিতে আর কাহারও আপত্তি থাকিবে না। সুপ্রাচীন বাঙ্গালাভাষা প্রাকৃত নামেই অভিহিত ছিল। আমরা স্থানান্তরে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে বাঙ্গালা ভাষার অতি প্রাচীন পুথিগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অনেকটা প্রাকৃতরূপ ধারণ করিত, যেমন সংস্কৃত 'য' স্থানে প্রাকৃতে 'জ', 'শ' ও 'ষ' স্থানে 'স' ইত্যাদি। [৩২] আদর্শপুথিতে অনেকটা সেই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে, অবশ্য মধ্যে মধ্যে দুই একস্থানে লিপিকর প্রমাদে এ নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু অপর পুথিতে সেই প্রাচীন নিয়ম এককালেই রক্ষিত হয় নাই, উহা ইদানীন্তনকালে সংস্কৃত প্রভাবের ফলে নকল করা, তাহা দেখিলেই জানা যায়। এই কারণেই আমাদের সংগৃহীত পুথিখানিকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি। এ পুথিখানিতে সন, তারিখ অথবা সমাপ্তিসূচক কোনরূপ পুষ্পিকা পাইলাম না। এরূপস্থলে এখানি কোন্ সময়ের নকল তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না, তবে অক্ষরবিন্যাস ও পুথির অবস্থা দৃষ্টে আনুমানিক তিন শত বর্ষের প্রাচীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই আদর্শপুথিতে

(৩১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৪ সাল ৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩২) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫ সাল ১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যেরূপ ভাষা ও শব্দবিন্যাস দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনেকটা প্রাচীনা বঙ্গভাষাব মূর্ত্তি থাকিলেও রামাইপণ্ডিত যে ভাষায় ও যেরূপ শব্দবিন্যাসে পুথিখানি লিপিবদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন, সেই আদিরূপ আলোচ্য পুঁথিতে রক্ষিত হইয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। তবে এই পুথিব মধ্যে মধ্যে রামাইপণ্ডিতেব মূল অবিকৃত অবস্থায় না আছে, এমন নহে। এই পুথির বিশেষত্ব এই ণ, য, ষ এবং শ এই কয়টী বর্ণেব তেমন প্রযোগ নাই। কেবল 'পূর্ণিত', 'অনাদ্য', 'তুষ্ট', 'বিষ্টু' ও 'শ্রী' এই কএকটী শব্দ মধ্যে উক্ত চারি বর্ণেব প্রয়োগ আছে, অন্যত্র 'ণ' স্থানে 'ন', 'য' স্থানে 'জ' এবং 'ষ' ও 'শ' স্থানে 'স' প্রযুক্ত হইয়াছে। এ ছাড়া বহু শব্দ ও পদে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার রূপই দৃষ্ট হইবে। যথা—

প্রাচীন রূপ	বর্ত্তমান রূপ
আহ্মর, আহ্মার, মোব, মোহর	আমাব
কামেক	কামকে
জাক	যাহাকে
জাহাত	যাহাতে
তুলিবাক	তুলিবাবে
তুহ্মাব, তোহ্মার, তুমাব	তোমাব
দেহ্	দেহ, দাও
নহি	নাহি, নাই
পূজিবাক	পূজিবাব
পুরন্ত	পূর্ণ, পূরণ
বোলিবাক	বলিবে

প্রাচীন রূপ	বর্ত্তমান রূপ
মুখর	মুখের
মো	মোর, আমার

অপরাপর শব্দপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত শব্দসূচী মধ্যে দ্রষ্টব্য।

এ ছাড়া এই পুথির মধ্যেই কোন কোন স্থানের ভাষা অতি প্রাচীন ও কোন কোন অংশ নিতান্ত অপ্রাচীন বলিয়াও মনে হয়। যেমন মুদ্রিত পুস্তকের ১০৭ পৃষ্ঠায় ধান্যের জন্মপ্রসঙ্গ এবং ১০৩ পৃষ্ঠায় 'ধর্ম্মপূজা'প্রসঙ্গ মিলাইলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। যথা—

ধর্ম্মপূজা প্রসঙ্গে—

"দেব নিরঞ্জন পূজার কারন
ডাক দিয়া হনুমানে।
করিয়া তুষিত পুখরি নির্ম্মিত
দেহ মোর সন্নিধানে ॥" (১০৩ পৃঃ)

এই অংশের সহিত—ধান্যজন্ম প্রসঙ্গের

"জত দুর ধম্মর ওঁকার জান।
গারস্তর মহাপাপ দুরত পলান ॥
সাম জজু ঋক অথর্ব্ববেদ—
ওঁকার লইআ ধম্মর পঞ্চম বেদ।
সুন সুন পণ্ডিত আগমর ভেদ ॥" (১০৭ পৃঃ)

উদ্ধৃত দুইটী অংশ মিলাইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে একই হস্তলিখিত পুথির মধ্যেই কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। উদ্ধৃত ধর্ম্মপূজার প্রসঙ্গটী তিন শত বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ধান্য-জন্মের অংশ ৬ শত বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হইবে।

শূন্যপুরাণের রচনা বহু স্থলেই পুনরুক্তি দোষ-দূষিত অনেক

স্থলের ভাষা গদ্য কি পদ্য তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন। যেমন ৮১-৮২ পৃষ্ঠায় ঘাটমুক্তা প্রসঙ্গ। ৬৯ হইতে ৭৩ পৃষ্ঠায় বারমাসি প্রসঙ্গে প্রাচীন গদ্য সাহিত্যের নমুনা। এরূপ সুপ্রাচীন গদ্যের নমুনা পূর্ব্বে আর পাওয়া যায় নাই। উহার ভাষাকে আমরা ৬৷৭ শত বর্ষের প্রাচীন মনে করিতে পারি।

আর একটী বিশেষ বক্তব্য এই যে তিন চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে উৎকলে প্রচলিত যে ভাষায় গ্রন্থ লিখিত হইত, আদর্শপুথির ভাষার সহিত সেই উৎকল ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় অপর দুইখানি পুথিতে এরূপ রীতি অবলম্বিত হয় নাই। শেষোক্ত দুইখানির পাঠ ঠিক আধুনিক বঙ্গভাষার বলিয়াই মনে হইবে। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, গ্রন্থের শেষাংশ মুদ্রণকালে আমি স্থানান্তরে থাকায় ও পদে পদে সতর্ক করিয়া দিলেও প্রুফসংশোধনকারী পণ্ডিত মহাশয় আদর্শপুথির সহিত মিল রাখিবার অভিপ্রায়ে আধুনিক পুথির দুই একটী পাঠ পরিবর্ত্তন করিতে বিচলিত হন নাই। যাহা হউক এ সামান্য পরিবর্ত্তনের জন্য সেরূপ ক্ষতি হইবে না। পাঠক মহাশয সহজেই ধরিয়া লইতে পারিবেন। তবে এইটুকু বলিয়া রাখি যে এরূপ পুথি সম্পাদন করা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, আদর্শ পুথির অনুবর্ত্তী হইয়া অবিকল পাঠ মিলাইয়া লওয়া কিরূপ বিরক্তিকর, ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারিবেন না। বলিতে কি এরূপ কার্য্যভার অপর কাহারও উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না। ছাপিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে ফর্ম্মাটী দেখিয়া না দিয়াছি, তাহাতেই যেন কিছু দোষ রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য তজ্জন্য সম্পাদকই দায়ী।

আলোচ্য পুথি ছাড়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত পুথি হইতে কতকটা অতিরিক্ত অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১৩২ পৃষ্ঠা হইতে ১৪২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। এখন গ্রন্থালোচনা করিয়া মনে হইতেছে যে, তিনখানি পুথির সাহায্যে এই সুপ্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেও এখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ কিনা, তৎপক্ষে সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। ঘনরাম, সীতারাম প্রভৃতি ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ যে দাহুরবাটা ও সন্ন্যাসীকাটার উল্লেখ করিয়াছেন, আলোচ্য শূন্যপুরাণ মধ্যে সে অংশ পাইলাম না। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় রামাইপণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল-প্রসঙ্গে রামাইপণ্ডিতের রচিত যে ধ্যানের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও তিনখানি পুথিতেই পাওয়া গেল না। যাহা হউক শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্ধৃত অংশ প্রয়োজনবোধে এখানে উদ্ধৃত করা হইল—

"স্বর্ণ যুগপতি সর্ব্ব গুণধাম।
শুন শুন সর্ব্বজন যুগের বিধান।
যে দিনেতে ভূমণ্ডার আছিল মণ্ডলে।
আদ্য বাসুকী নাগের জন্ম সেই কালে।
যোড় করিয়া নাগে জিজ্ঞাসে বারতা।
এক মুণ্ডে ছিল তার সহস্রেক মাথা।
নির্ম্মাইলেন প্রেম হংসের বাতাসে।
আসন করিয়া প্রভু মনের হরিষে।
জলেতে ডুবিল হংস আহার কারণে।
কিছু না পাইয়া উঠে প্রভু সন্নিধানে।
গরল মুখের বিন্দু থাকে মস্তকের দেশে।
নাগের নিশ্বাস কৈল ভাঁটার জোয়ার।
রাত্রদিন সকিলেন অনার দয়িতার।
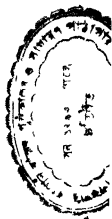
তাহার উপরে রুধির প্রকাশ।
দ্বিজ মুরতি কৈল আরম্ভ কৈলাস ॥
যোগেতে মঙ্গল সৃজিলেন ভক্তীভার।
অনন্ত কোটীদিগের কে করে বিচার ॥
কে করিতে পারে প্রভু আদ্যের জেয়ান।
ঘটে আসি পূজা লও স্বরূপনারাণ ॥
হীন নয় জন্ম মোর জাতির নাহি স্থিতি।
লহ লহ জল পুষ্প যুগেব যুগপতি ॥
গাছের বাকল নহি পত্রে নহি ছায়া।
আগে আগে নিরঞ্জন নির্ম্মাইলেন কায়া ॥
তাঁহার ভকতে প্রভু করিলেন ভার।
বিষ্ণুর কারণে ভ্রমেণ নৈবাকার ॥
আগেতে ছিলেন প্রভু ললিত অবতাব।
তিনরূপ হইলেন ভ্রমিলেন সংসার ॥
তবেতো ভ্রমণ কৈল পশ্চিম মুরতি।
দক্ষিণে ভ্রমণ কৈল পূর্ব্বে আইলেন স্থিতি ॥
অঙ্গে হাত বুলাইতে সৃজিলেন পার্ব্বতী।
দেখিতে সুন্দররূপ মনোহর জ্যোতি ॥
টলিল ধর্ম্মের বিন্দু দেবী নিল করে।
ধর্ম্ম সমরিয়া মাতা পুরিল উদরে ॥
তিজ্ঞ প্রমাণ হৈয়া পড়িল বসুমতী।
দিনে দিনে পার্ব্বতীর বাড়িল উদর ॥
চলিতে শকতি নাহি যুড়ে দুই কর।
কে জন্মিল বলিয়া বলেন যজ্ঞেশ্বর ॥
ব্রহ্মতালু দিয়া হৈল ব্রহ্মের জনম।
ব্রহ্মজ্বালে বিষ্ণুর দহিছে তখন ॥

ক্ষীণকটি কুপিল কুমণ্ডল লৈয়া।
হাতে বিষ্ণুর জন্ম হৈল কর্ণমূল দিয়া॥
মনেতে বিচারি ত্রিদশেশ্বর।
জীবত্রি শীতল কৈল ভূমিষ্ঠ মহেশ্বর॥
তিনবার জনমিল এইত্তো উদরে।
অপার মহিমা লীলা কে বুঝিতে পারে॥
ধর্ম্মের মঙ্গলগীত পণ্ডিত রমাই গান।
একল রমাই দ্বিজ শয়ে লব খান॥"

গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শূন্যবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞানবর্ণনা করাই শূন্যপুরাণের প্রধান লক্ষ্য। রামাইপণ্ডিত প্রথমেই শূন্যমূর্ত্তি নিরঞ্জন ধর্ম্ম হইতে কিরূপে বিশ্বসৃষ্টি হইল, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ অপূর্ব্ব সৃষ্টিতত্ত্বকথা রামাইপণ্ডিতের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখি নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা ধর্ম্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের জনক; আত্মশক্তি তাঁহারই অর্দ্ধাঙ্গ বা ঘাম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। ধর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানবলেই যে সৃষ্টিবীজ উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সে কথা রামাইপণ্ডিত বার বার ঘোষণা করিয়াছেন—

"চৌদ্দজুগ গেল পরভুব এক বম্ভগেআনে।". (৯)

পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল-কবিগণ সকলেই এই উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। মাণিকদত্তের এই প্রাচীন মঙ্গলচণ্ডীর গীতেও ঠিক এইরূপ—

'চৌদ্দজুগ গেল প্রভুর এক ব্রহ্মজ্ঞানে' ইত্যাদি উক্তি দেখা যায়। কেবল মাণিকদত্ত বলিয়া নহে, বঙ্গভাষার অনেক প্রাচীন

হিন্দু কবিও রামাইপণ্ডিতের সৃষ্টিকথা প্রায়শঃ গ্রহণ করিয়াছেন। বাউল সম্প্রদায়ের আদি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহেও ঐরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের আভাস দেখা যায়। তাহা সম্ভবতঃ সমাজের উপর ধর্ম্মপণ্ডিতগণের প্রভাবের ফল। রামাইপণ্ডিতের উক্ত মতটী কেবল বাঙ্গালাদেশ বলিয়া নহে, সুদূর উৎকলেও প্রচলিত হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের দুর্ভেদ্য জঙ্গলাবৃত প্রদেশ হইতে আমরা শূন্যমূর্ত্তি নিরঞ্জনের মাহাত্ম্যসূচক কএকখানি গ্রন্থ পাইয়াছি। ময়ূরভঞ্জের যে অঞ্চল হইতে উক্ত পুথিগুলি আবিষ্কৃত হইযাছে, তাহার উত্তরাংশ আজও "রাঢ" নামেই খ্যাত। উৎকল-ভাষায় রচিত উক্ত প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে "সিদ্ধান্ত-উড়ম্বর" নামে একখানি গ্রন্থের আরম্ভে লিখিত আছে—

"অনাকাব মুখং শূন্যং শূন্যং মধ্যে নিবঞ্জনঃ।
নিরাকার অঙ্গজ্যোতিঃ সংজ্যোতিঃ ভগবানয়ম্॥ ১॥

ঐ গ্রন্থের আবার ১৯ অধ্যায়ে আছে—

"জাতি মধ্যে সমুদ্র সে বুদ্ধি মধ্যে ধীর।
একাগুরু তাহাঙ্কব প্রভু নিরাকাব॥" ৯।

অনাকাবসংহিতা নামে আব একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও প্রচ্ছন্নভাবে এইরূপ তত্ত্ব নিহিত—

"একা ব্রহ্ম দেখ জগতেরি পুবেহি
খিদ্র কলে পাই খেদ।
জাতি অজাতি জেনেহো প্রতিষ্ঠা
তাহারে নাহি অভেদ।"
"অব্যক্ত হরি অনাকার পুরি
তেসু পদ পুর অছি।"

শূন্যপুরাণে ও ধর্ম্মমঙ্গলে আদ্য বা অনাদ্য নিরঞ্জনই যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরেরও উপরিস্থ বলিয়া অবধারিত আছেন, উক্ত অনাকার-সংহিতায়ও সেইরূপ—

"ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তাপরে দুর্গএ পড়ান্তি আত্তর গুরু।
সাম জজু ঋক্ অথর্ব্বএ আদি পড়ান্তি আদ্যঠাকুর ॥"

আর একটী কথা এই—এক্ষণে এদেশে ডোমজাতি অস্পৃশ্য নীচজাতি বলিয়া পরিগণিত হইলেও এক সময়ে যেমন তাহা-দেব উচ্চাসন ছিল এবং কোথাও কোথাও ডোমপণ্ডিতগণ আজও যেমন ধর্ম্ম-পূজার সময় ব্রাহ্মণকেও টেক্কা দিতে প্রস্তুত,—উৎকলের বাউবিদিগের মধ্যেও ঠিক সেইভাব বর্ত্তমান। এক সময় এই বাউরিজাতি যে ব্রাহ্মণ-সমাজের সহিত টেক্কা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, সিদ্ধান্ত-উড়ম্বব গ্রন্থ হইতেও আমরা কতকটা সেইরূপ পরিচয় পাইয়াছি—

উক্ত গ্রন্থে ১২ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"নিরাকার অঙ্গ স্করি অছন্তি সমূলে।
প্রতি প্রতি কহি বাপু কহি দেবা তোতে ॥ ৮ ॥
নিরাকার দক্ষিণরু বিপ্র হোএ জাত।
উত্তর অঙ্গরু জান গোপাল সম্ভূত ॥ ১৭ ॥
তাহাস্থু অঙ্গরে বাউরি জাত হোই ॥" ১৮ ॥

এমন কি, উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"পদ্মালয়াপুত্র ছুলি বাউরি অটন্তি। ব্রাহ্মণসঙ্গে বেদ পড়ুথান্তি। ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ, বাউরি কনিষ্ঠ। এ পড়ুথিলে রাজা প্রতাপরুদ্র ঠারু গোপ্য করি রখি অচ্ছন্তি। কলুযুগে ন ছুইবে। বাউরিকে ছুইলে সকল পাতক ক্ষয় হব বলি বিষ্ণু মায়া করি গোপ্য করি রাখি অচ্ছন্তি।"১২ অ°

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে বাউরিরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ বলিয়াই মনে করিত। এক সময়ে তাহাদের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। রাজা প্রতাপ রুদ্রের সময় তাহারা গুপ্ত বা অতি নীচজাতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এখন তাহারা এখানকার ডোমজাতির ন্যায় শূন্যমূর্ত্তি ধর্ম্ম নিরঞ্জনকে বিষ্ণুভাবে পূজা করিতেছে। গয়ার মহাবোধিতে বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্নের অন্যতম ধর্ম্ম দ্বিভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উক্ত সিদ্ধান্ত উডুম্বর গ্রন্থে বাউরিজাতির গায়ত্রী ও ইষ্ট ধ্যানে সেই দ্বিভুজ ধর্ম্মমূর্ত্তির সন্ধান পাই—

"ওঁ সিদ্ধদেবঃ সিদ্ধধর্ম্মো বরেণ্যমস্ত ধীমহি।
ভর্গদেবো ধীয়ো যো ন সিদ্ধধর্ম্মঃ প্রচোদয়াৎ॥"
"ওঁ শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥"

উড়িষ্যার ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে রাজা প্রতাপরুদ্রের শাসনপ্রাক্‌কালে বৌদ্ধগণই প্রবল ছিলেন, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবল হইলে বৌদ্ধগণ রাজনিগ্রহে সকলেই স্বসম্মান হারাইয়া কেহ বা দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে পলাইয়া গিয়াছিল, কেহ বা নীচজাতিতে পরিণত হইয়াছিল। বাঙ্গালার ডোমজাতির ন্যায় বাউরিদিগকেও আমরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া মনে করি। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালার ডোম ও যোগিজাতির যে হীনদশা ঘটিয়াছে, উৎকলে বাউরিজাতিরও সেই অবস্থা উপস্থিত। যাহা হউক—দেশ,কাল, পাত্রভেদে মহাযান সম্প্রদায়ের শূন্যবাদ

রামাইপণ্ডিতের অনুবর্ত্তী ধর্ম্মভক্তদিগের মধ্যে এবং উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বাউরিজাতির মধ্যে বিশেষত্বলাভ করিলেও উভয় সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, তাহা শূন্যপুরাণে যেরূপ দৃষ্ট হয়, বাউরিদিগের সিদ্ধান্ত-উডম্বর গ্রন্থেও সেইরূপ বিবৃত দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এদেশে বাউল-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল তত্ত্ব প্রচলিত, তাহা অনেকটা শূন্যপুরাণ হইতে গৃহীত। আশ্চর্য্যের বিষয় উক্ত সিদ্ধান্ত উডম্বর, অনাকারসংহিতা ও অমর-পটল, এই কয়খানি উৎকলগ্রন্থেও ঠিক যেন সেই বাউল সম্প্রদায়ের কথাই পাইতেছি, তবে কি বাউরি ও বাউল সম্প্রদায় এক?

শূন্যপুরাণে অপর মুনির কথা না থাকিলেও "মার্কণ্ড মুনির" কথা পাইতেছি,—অনাকারসংহিতায়ও সেইরূপ মার্কণ্ড মুনির প্রসঙ্গ রহিয়াছে। বাঙ্গালার যোগিজাতির নিকট মীন, চৌরঙ্গী প্রভৃতি যোগিগণ পূজিত, রামাইপণ্ডিতের অপ্রাচীন পুথিতে তাঁহাদের নাম পাইয়াছি। * রামাইপণ্ডিতের অনুবর্ত্তী সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলেও উক্ত যোগিগণের পরিচয় রহিয়াছে, উৎকলের অমরপটল গ্রন্থেও উক্ত যোগিগণের সন্ধান পাইতেছি। ইত্যাদি নানা কারণে আমরা বলিতে চাই, কেবল গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, রামাইপণ্ডিত অথবা তদনুবর্ত্তী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রভাব উৎকল পর্য্যন্ত একসময়ে বিস্তৃত হইয়াছিল।

যাহা হউক, শূন্যপুরাণের প্রথমাংশ—সৃষ্টিপত্তন প্রসঙ্গে আমরা অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। সৃষ্টিপত্তনে একটী নিজস্ব আছে, যাহা ধর্ম্মমঙ্গল ছাড়া আর কোথাও পাইতেছি না,—

* শূন্যপুরাণ ১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহা উলূক ও বল্লুকানদী। রামাইপণ্ডিত এ দুইটাকে কোথা হইতে বাহির করিলেন, তাহা অনুসন্ধেয়।

সৃষ্টিপত্তনের প্রসঙ্গের পর ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি আরম্ভ। উত্তর রাঢ়ে এখনও ধর্ম্মের গাজন বা উৎসব শূন্যপুরাণের পদ্ধতি অনুসারেই সম্পন্ন হয়। এতন্মধ্যে রাজা হরিচন্দ্রের ধর্ম্মপূজা, যমপুরাণ (যমদূতসংবাদ ও যমরাজসংবাদও যমপুরাণের অন্তর্গত), ধান্যের জন্ম, ছাগজন্ম ও নিরঞ্জনের রুষ্মা এই কয়টী প্রসঙ্গ, পদ্ধতির বাহিরের স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

প্রাচীন গ্রন্থগুলি প্রায়শঃ দ্বিরুক্তি দোষাক্রান্ত, আমাদের আলোচ্য শূন্যপুরাণখানি পাঠ করিলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। পদ্ধতি মধ্যেও ক্রমভঙ্গদৃষ্ট হয়। কোন্‌টী আগে কোন্‌টী পাছে, তাহা ঠিক করা কঠিন। তবে ধর্ম্মপণ্ডিতগণ গাজনের সময় বা ধর্ম্মের কোন উৎসবের সময় স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারেই পূজাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

শূন্যপুরাণের পদ্ধতি হইতেও আমরা ধর্ম্মপূজার চারিজন প্রধান পাণ্ডা ও তাঁহাদের অনুষঙ্গিগণের পরিচয় পাই। এই চারিজনের নাম সেতাই পণ্ডিত, নীলাই পণ্ডিত, কংসাই পণ্ডিত ও রামাইপণ্ডিত। এই চারি পণ্ডিতের অধীন কোটাল, ঘটদাসী বা আমিনী ও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গতি আছে। নিম্নে তাহাদের ক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল—

পণ্ডিতের নাম	কোটাল	ঘটদাসী	গতিসংখ্যা
১। সেতাই	চন্দ্র বা চান্দ	বসুধা বা বিজয়া	৪০০
২। নীলাই	হনূমান্	চন্দ্রিকা	৬০০

পণ্ডিতের নাম	কোটাল	ঘটদাসী	পতিসংখ্যা
৩। কংসাই	সূর্য্য বা ভানু	গঙ্গা	১২০০
৪। রামাই	গরুড়	দুর্গা	১৬০০

উক্ত তালিকা হইতে মনে হইবে যে রামাইপণ্ডিত সর্ব্বত্র ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক বা প্রধান পণ্ডিত বলিয়া পবিচিত থাকিলেও তাঁহার উক্তি ধরিলে সেতাইপণ্ডিতকেই প্রথম বা আদিপ্রবর্ত্তক বলিয়া মনে হয়। তবে উক্ত চারিজন ধর্ম্মপণ্ডিতই এক সময়ের লোক হইতেছেন, যেখানে বেশী ধূমধামে ধর্ম্মপূজা হইত, সেখানে চারিজনেই স্বস্ব দলবল লইয়া উপস্থিত হইতেন এবং স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দিকে আসন পাইতেন। সেতাই পশ্চিমে, কংসাই পূর্ব্বে, রামাই উত্তরে এবং নীলাই দক্ষিণে অবিষ্ঠিত হইতেন। তাঁহাদের কোটালগণও ঐরূপ স্ব স্ব দিক্ রক্ষা করিতেন। এই পূর্ব্বপ্রথা এখনও একবালে বিলুপ্ত হয় নাই। ময়নাপুব ও জামাল-পুরেব প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোৎসবের সময় ঐ সকল নিয়ম পালনের কথা শুনা যায়।

রাজা হরিচন্দ্র বা হ[illegible]ন্দ্রকেও আমরা রামাইপণ্ডিতের সমসাময়িক লোক বলিয়া মনে করি। শূন্যপুরাণ পাঠ করিলে সেইরূপই মনে হয়। কিন্তু তিনি কোন্ স্থানের রাজা ছিলেন, তাহা জানা যায় না। পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকাবগণ ধর্ম্মের জন্য হরিশ্চন্দ্রের পুত্র-বলিদানের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু শূন্যপুরাণে এ প্রসঙ্গ নাই। পরবর্ত্তী কবিগণ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ পুত্রবলিদানের প্রসঙ্গ যোগ করিয়া থাকিবেন।

বেঙ্গলগবর্মেণ্টের সংগৃহীত শূন্যপুরাণের অপ্রাচীন পুথির

মধ্যে আদিনাথ, মীননাথ, সিদ্ধা, চরঙ্গী বা চৌরঙ্গীনাথ, দণ্ডপাণি ও কিন্নরি এই কয়জন যোগীর উল্লেখ আছে, বর্ত্তমান গ্রন্থের ১৩৫ পৃষ্ঠায় পাঠকগণ এই অংশ দেখিতে পাইবেন। আমাদের আদর্শ পুথিতে কিন্তু ঐ অংশ নাই। মুদ্রিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে শূন্যপুরাণে যখন ঐ সকল যোগীর উল্লেখ রহিয়াছে, তখন উক্ত সাধুপুরুষগণকে রামাই-পণ্ডিতের সমকালীন অথবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত,রামাইপণ্ডিতের রচিত নহে, আদর্শ পুথিতেও সেইজন্য গৃহীত হয় নাই। এই কয়জন যোগীর মধ্যে সিদ্ধা ও দণ্ডপাণিকে রামাইপণ্ডিতের সম-সাময়িক বলিয়া মনে করি। সিদ্ধা মাণিকচাঁদের মহিষী ময়না সতীর গুরু। কিন্তু অপর যোগিগণ রামাইপণ্ডিতের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে এক সময়ে ঐ সকল মহাত্মার ধর্ম্মমত ও উপদেশ সাদরে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়াই এই সম্প্রদায়ের প্রায় সকল ধর্ম্মগ্রন্থে ঐ সকল মহাত্মার নাম কীর্ত্তিত দেখা যায়।

বেঙ্গলগবর্মেণ্টের সংগৃহীত উক্ত পুথিতে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামে একটী অংশ আছে, বহুদিন হইল মহামহোপাধ্যায় হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই অংশ প্রকাশ করেন। এই অংশটীও আদর্শপুথিতে নাই। বর্ত্তমান পুস্তকের শেষাংশে এই অংশ মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠ করিলেই মনে হইবে যে, এই অংশ মুসলমান প্রভাবের ফল। রামাইপণ্ডিতের নাম দিয়া পরবর্ত্তী লেখকের রচনা। কিন্তু উহা হইতে অতীত রাজনৈতিক ইতি-হাসের ক্ষীণালোক পাইতেছি। তাহা এই—বৌদ্ধেরা কখন আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিত না। আপন ধর্ম্মকে

'সদ্ধর্ম্ম' ও স্বসাম্প্রদায়িকগণকে 'সদ্ধর্ম্মী' বলিত। নিরঞ্জনের রুস্মায় তাই 'সদ্ধর্ম্ম' বা 'সদ্ধর্ম্মী' শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। মালদহ বা প্রাচীন গৌড় অঞ্চলে 'সম্ভবতঃ পালরাজ্য লুপ্ত ও সেনরাজ্য প্রবর্ত্তিত হইলে' বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সদ্ধর্ম্মিদিগের উপর যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তৎকালে সেনরাজবংশ বৈদিক ব্রাহ্মণের বশীভূত ছিলেন, এই নিমিত্ত বৈদিকগণেরও অদম্য প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুবিধা পাইয়া বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রজাসাধারণের উপর অন্যায় কর আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা না দিত বা অসম্মান করিত, সমবেত বহু বৈদিক কর্ত্তৃক তাহারা যথেষ্ট নিগৃহীত হইত। তখনও ধর্ম্মভক্ত সদ্ধর্ম্মিগণের প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। কাজেই উভয়দলে যথেষ্ট সংঘর্ষ চলিত। তাহার ফলে অনেক সধর্ম্মী প্রাণবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই দারুণ অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় তাহারা সকলে একত্র হইয়া মুসলমানগণের শরণাপন্ন হইয়াছিল। মুসলমানগণ আসিয়া মালদহ বা প্রাচীন গৌড় লুট করিয়া এবং তত্রত্য হিন্দু দেবদেবী ও দেবালয় ভাঙ্গিয়া ধর্ম্মপণ্ডিতগণের মনস্কামনা সিদ্ধ করিল। জাজপুরেই মুসলমান কর্ত্তৃক দেবতানিগ্রহ কিছু চরম মাত্রায় উঠিয়াছিল। এখানকার প্রাচীন মঠমন্দিরাদি কিছুই রক্ষা পায় নাই। ঐ জাজপুর উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ যাজপুর নহে, এ জাজপুর রাঢ়দেশে হুগলী জেলায়। এখানকার ধর্ম্মঠাকুরের দেহারা সম্বন্ধে মাণিকগাঙ্গুলি লিখিয়াছেন—

"জাড়া গ্রামে কালুরায় কামিল্যা সহিত।
জাজপুরে দেহারে বন্দি দাঢ্য করি চিত ॥" (ধর্ম্মমঙ্গল)

'নিরঞ্জনের রুস্মা' পাঠ করিলে বেশ মনে হয় যে বৈদিক ব্রাহ্মণের অত্যাচারেই ইতর সাধারণ অনেকটা উত্তেজিত হইয়া মুসলমানের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। এই ঘটনার সহিত মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলজীর নদীয়া আক্রমণের কোন সংস্রব আছে কিনা, তাহা কে বলিতে পারে? প্রকৃত কথা এই, দেশের জনসাধারণ কতকটা রাজদ্রোহী না হইলে মুষ্টিমেয় মুসলমানসৈন্য আসিয়া গৌড়রাজ্য সহজে অধিকার করিয়া বসিবে ইহা সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মণগণের অত্যাচারেই যে সদ্ধর্ম্মী ও তাহাদের আচার্য্য ধর্ম্মপণ্ডিতগণ হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, মুসলমান-শাসন আরম্ভ হওয়াতেই ধর্ম্মপূজা এককালে লোপ হইতে পারে নাই। ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা ও ধর্ম্মের গান হীনাবস্থাপন্ন যোগী, ডোম, প্রভৃতি জাতির মধ্যে রহিয়া গেল। ধর্ম্মের গানে ব্রাহ্মণবিরোধী কথা স্থান পাইয়াছিল বলিয়াই পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সমাজ দেশীয় সাহিত্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এই ঘৃণার ভাব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজ বহুদিন পোষণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন ধর্ম্মমঙ্গলের ন্যায় শূন্যপুরাণ খানিকেও কতকটা সংশোধিত আকারে আনিয়া তান লয় যোগে পালায় গান করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সুবিধা হয় নাই। এ কারণ পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্মমঙ্গল গান, যখন সর্ব্ব সাধারণের শুনিবার জিনিস হইয়া পড়িল, যখন ভাল ভাল ব্রাহ্মণকবিও গৌড়কাব্য বা ধর্ম্মমঙ্গল গীত রচনায় লেখনী ধারণ করিলেন, সেই সময় শূন্যপুরাণের আদর্শ লইয়া কোন কোন কবি অভিনব ধর্ম্মমঙ্গল রচনায় অগ্রসর হইলেন। ঐ সকল গ্রন্থ 'ধর্ম্মপুরাণ'

'আদিপুরাণ', 'অনিলপুরাণ' ও 'অনাদিমঙ্গল' প্রভৃতি নামেও পরিচিত হয়। অধুনা এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে কেবল সহদেব চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।* কবি সহদেবের হাতে শূন্য-পুরাণের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি কিরূপ বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছে, তাহা সহদেবের রচিত গ্রন্থের নিম্নলিখিত বিষয়সূচী পাঠ করিলে সহজেই ধারণা হইবে—

১ ধর্ম্মমঙ্গল, ২ ভগবতীবন্দনা, ৩ সরস্বতীবন্দনা, ৪ লক্ষ্মী-বন্দনা, ৫ চৈতন্যবন্দনা, ৬ তারকেশ্বরবন্দনা, ৭ কবির সমসাময়িক গ্রাম্যদেবদেবী ও ধর্ম্মবন্দনা, ৮ তাঁহার সমকালীন জীব প্রভৃতি কবি ও কবির পিতামাতার বন্দনা, ৯ সৃষ্টিপত্তন, ১০ ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাদির জন্মকথা, ১১ শিবের বিবাহ, ১২ কামদা নামক ক্ষেত্রে শিবের কৃষিকার্য্য, ১৩ আদ্যার ডোমনীবেশে শিবকে ছলনা, ১৪ শিবশিবার মাছধরা, ১৫ কৃষিজাত শস্যাদি লইয়া শিবের কৈলাসযাত্রা, ১৬ শিবের নিকট ভগবতীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, ১৭ উভয়ের বল্লুকাতীরে আগমন, ১৮ ভগবতীকে উপদেশ দান, ১৯ তৎকালে শিবমুখনিঃসৃত তত্ত্বকথা শ্রবণে মৎস্যগর্ভশায়ী মীন-নাথ যোগীর মহাজ্ঞান লাভ, ২০ মীননাথের ভগবতী নিন্দা, ২১ মীননাথের প্রতি ভগবতীর অভিশাপ, ২২ শাপহেতু কদলী পাটনে রমণীর মোহনমন্ত্রে মীননাথের মেষরূপে অবস্থান, ২৩ শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধার, ২৪ কালুপা, হাড়িপা, মীন, গোরক্ষ ও চৌরঙ্গী এই পঞ্চ যোগীর একত্র মিলন, ২৫ হর গৌরী স্তুতি, ২৬ মহানাদে মীননাথের রাজ্যলাভ, ২৭ সগর-বংশের উপাখ্যান, ২৮ গঙ্গার উৎপত্তি, ২৯ ডোমবেশে অমরা-

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪র্থ অধ্যায় ২৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

নগরে শিবের ধর্ম্মপূজা, ৩০ অমবা নগরপতি ভূমিচন্দ্রকর্তৃক উক্ত ডোমের নির্য্যাতন, সেই অপরাধে রাজার সর্ব্বাঙ্গে শ্বেতকুষ্ঠসঞ্চার ৩১ ধর্ম্মপূজান্তে রাজার মুক্তি, ৩২ জাজপুরবাসী রামাই পণ্ডিতের পুত্র শ্রীধরের ধর্ম্মনিন্দা, তজ্জন্য বরদাপাটনে তাঁহার প্রাণনাশ, ৩৩ রামাই পণ্ডিত কর্ত্তৃক শ্রীধরের পুনর্জ্জীবনদান, ৩৪ জাজপুরবাসী ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মদ্বেষ, ৩৫ ধর্ম্মসেবকদিগের রক্ষার জন্য মুসলমানরূপে ধর্ম্মের জন্মগ্রহণ, ৩৬ ভূমিচন্দ্র রাজার নিজ মুণ্ড উৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মপূজা ও তাঁহার স্বর্গারোহণ, ৩৭ হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্ম্মনিন্দা, ৩৮ অপুত্রক হেতু মহিষী সহ রাজার বনগমন, ৩৯ তাঁহার নানা দেবদেবীর উপাসনা, ৪০ বনমধ্যে রাজার পিপাসায় প্রাণত্যাগ, ৪১ রাণীর ধর্ম্মস্তুতি, ৪২ ধর্ম্মের অনুগ্রহে রাজার প্রাণলাভ, ৪৩ ধর্ম্মের বরে রাণীর গর্ভে লুইচন্দ্রের জন্ম, ৪৪ রাজা ও রাণীকে ধর্ম্মের ছলনা, ৪৫ রাজহস্তে লুইচন্দ্রের শিরশ্ছেদ, ৪৬ রাণী কর্ত্তৃক পুত্রমাংস রন্ধন, ৪৭ ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম্মের মাংসভোজনকালে লুইচন্দ্রের প্রাণদান।

উপসংহারে বক্তব্য—শূন্যপুরাণে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার আছে, যাহার অর্থগ্রহ করিতে পারিলাম না। ঐ সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে রামাইপণ্ডিতের আশ্রমস্থান অথবা ধর্ম্মপূজার আদিস্থান সমূহ পরিদর্শন করা আবশ্যক। অতি অল্পদিন হইল, আমরা চাঁপাই, হাকন্দ, জাজপুর প্রভৃতি ধর্ম্মপূজার আদিস্থানগুলির বর্ত্তমান অবস্থান ঠিক করিতে পারিয়াছি; ইচ্ছা ছিল, ঐ সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া তমসাচ্ছন্ন ধর্ম্মেতিহাস

উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু পুস্তক প্রকাশে অযথা বিলম্ব ঘটায় এবং বর্ত্তমান সময়ে পুস্তকখানি প্রকাশ করিবার জন্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ তাগিদ আসায়, ইহা এইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই প্রকাশ করিতে হইল। ভবিষ্যতে উক্ত স্থানসমূহ দর্শন ও রামাইপণ্ডিতের বংশধরগণের সহিত দেখা করিয়া শব্দার্থ ও অজ্ঞাত তত্ত্ব-সমূহ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

রটন্তী চতুর্দ্দশী
১৩১৪। ১৮ মাঘ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমঃ

শূন্য-পুরাণ

সৃষ্টি-পত্তন

১

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
ববি সসী নহি ছিল নহি বাতি দিন ॥ ১
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দাব ন ছিল ন ছিল কৈলাস। ২
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পববত সকল ॥ ৩
দেবতা দেহারা নছিল পূজিবাক দেহ।
মহাসূন্য মধ্যে পবভুর আর আছে কেহ ॥ ৪
রিসি জে তপসী নহি নহিক বাম্ভন।
পাহাড পববত নহি নহিক থাবর জঙ্গম ॥ ৫
পুন্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগব সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥ ৬
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর ॥ ৭

বাঁঝ-বরত নহি ছিল রিসি জে তপসী।
তীথ থল নহি ছিল গঙ্গা বরানসী ॥ ৮
পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার।
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার ॥ ৯
দস দিকপাল নহি মেঘ তারাগন।
আউ মিত্তু নহি ছিল জমের তাড়ন ॥ ১০
চারি বেদ নহি ছিল সাস্তর বিচার।
গুপত বেদ করিলেন্ত পরভু করতার ॥ ১১
জীব জন্তু নহি ছিল ন ছিল বিম্বুপাত।
দেব থল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ ॥ ১২
সূন্যত ভরমন পরভুর সূন্যে করি ভর।
কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মাঝাধর ॥ ১৩
মহাসূন্য মধ্যে পরভুব জনমিল পবন।
তাহা হইতে জনমিল অনিল দুই জন ॥ ১৪
অনিল হইতে পরভুর হএ গেল দআ।
ঠাকুরের পারিসদ হইল কত মাআ ॥ ১৫
আসন ছাড়িআ পরভু বৈসেন চুমুক উপরে।
পরভুর আসন বিম্বু সহিতে না পারে ॥ ১৬
ভাঙ্গিল জলের বিম্বু হইল ভাগ ভাগ।
সূন্যেত বেড়াঅন পরভু কাউর নহি পান লাগ ॥ ১৭
সুখেত বেড়াঅন পরভু লাগাল না পাইআ।
তথা হইতে রহিলেন্ত আসন করিআ ॥ ১৮

বিসার উপরে পরভুর উপজিল দআ।
আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ ॥* ১৯
দআর সাগর পবভু হএ গেল থিত।
দেহ হইতে পুনর্জ্জন্ম জন্মে আচম্বিত ॥ ২০
জনমিল পুরুস তার নহিক হাত পাও।
বজ বীজে জনম তার নহিক বাপ মাও ॥ ২১
জনমিল পুরুষ তার নহিক দুটী আঁখি।
আপনার কলেবর আপুনি সে দেখি ॥ ২২
দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন।
পরভু সঙ্গতি কেহ নহ একজন ॥ ২৩
শ্রীধর্ম্মচরনারবিন্দে করিআ পনতি।
শ্রীজুত রামাই কঅ সুন বে ভারতী ॥ ২৪

২

দআর আসনে ধর্ম্ম বসিল আপনে।
চৌদ্দ জুগ গেল পরভুর এক বস্ত জানে ॥ ২৫
চৌদ্দ জুগ বই পরভু তুলিলেন হাই।
উর্দ্ধনিস্বাসে জনমিলেন পক্ষ উল্লুকাই ॥ ২৬

---

* "কায়া রূপ দেখিয়া তার দয়া উপজিল।"
ইতি বেঙ্গল গবর্নেণ্টের পুথির অধিক পাঠ।

জনমিআ উল্লূক পক্ষ উড়িআত জাএ ।
সূন্যে বৈসি নিরঞ্জন দেখিবারে পাএ ॥ ২৭
উল্লূক বলিআ পরভু ডাকে উচ্চ স্বরে ।
কেবা ডাকে আন্ধারে সে ভাবিল অন্তরে॥ ২৮
উড়িতে উড়িতে পক্ষ বুলে সূন্য ভরে ।
পরভুর বচনে পক্ষ উড়ে জাইতে নারে ॥ ২৯
জাইতে জাইতে পক্ষ বলহীন হইল ।
পলাইতে নাবে সেই উড়িয়া আইল ॥ ৩০
পরভুর সাক্ষাতে বসি উল্লূক মুনিবর ।
ফিরিআ আইলাঞ পরভু তুমার গোচর ॥* ৩১
এতেক বুলিআ উল্লূক করে পনিপাত ।
অষ্টাঙ্গে লোটাঅ মুনি বুকে দুই হাত ॥ ৩২
কুন আজ্ঞা মহাপরভু বুলিব সত্বর।
কিসের কারনে মোহর ডাকিল মাআধর ॥ ৩৩
কুথা হইতে আইল পক্ষ কুথা তুহ্মার ঘর ।
কেবা তুহ্মার মাতা পিতা কহ না উত্তর ॥ ৩৪
দুই কর জুড়িআ মুনি কহেন্ত সেই কালে ।
বচন এক বলি পরভু তব পদতলে ॥ ৩৫
জনমর নহিক থান স্থুন করতার ।
রক্ত বীজে জনম পরভু না হইল আহ্মার ॥ ৩৬

---

* তব বরাবর—পাঠান্তর বে, গ, পু।

সূন্য ভরে তুহ্মি জখন তুল্যাছিলা হাই ৷
তাহাতে জনমিলাম আহ্মি নাম উল্লূকাই ॥ ৩৭
তুহ্মি মাতা তুহ্মি পিতা তুহ্মি নারাঅন।
তুআ উর্দ্ধ নিসাসঅ জনম হইল এখন ॥ ৩৮
জীঅ জীঅ উল্লূক বাছা হওবে চিরাই।
দআ হইতে জনমিআ আহ্মি বড দুখ পাই ॥ ৩৯
আইস আইস ওরে বাছা উল্লূক থাক মোব দৃষ্টে।
তিলেক বিবাম আহ্মি কবি তব পৃষ্ঠে ॥ ৪০
ধেআনেত সুনিল পক্ষ পরভুর বচন।
পিঠা পেতে দিল পক্ষ কবিতে আসন ॥ ৪১
উল্লূকেব পৃষ্ঠে প্রভু বৈসে জোগ-ধেআনে।
চৌদ্দ জুগ গেল পরভুব এক বস্তু জানে ॥ ৪২
খুধায় তৃসায় পক্ষব দহেন্ত কলেবব।
উল্লূক বলেন্ত পরভুব সহিতে নারি ভব ॥ ৪৩
খুধায় আহার নহি কণ্ঠাগত পানী।
আর কত কাল বইব দেব গুনমনি ॥ ৪৪
ধেআনেত জানিলাঞ পবভু উল্লূক বাবতা।
আহার দেখন্তি নহি জল পাব কুথা ॥ ৪৫
উল্লূক বলন্তি সুন উপাঅ কাবন।
মুখর অমৃত দিআ রাখহ জীবন ॥ ৪৬
মোহর মুখে দেও পরভু বদনের নাল।
পিঠে করি বহিব পরভু জীব কতকাল ॥ ৪৭

ধেআনেত শুনিলেন্ত পরভু উল্লূক বচন।
মুখর অমৃত পরভু দিলেন্ত ততখন ॥ ৪৮
মুখ পাতি উল্লূক আহার খাএ সুখে।
বদনের লাল দিল উল্লুকের মুখে ॥ ৪৯
কিছু সংহারিল কিছু সূন্যে হইল থিতি।
পরভুব বিম্বুকে জল হইল আচম্বিতি ॥ ৫০
নীরেত নিরমল কাআ নাম নিরঞ্জন।
মহাতেজে ভইল জল ভাসে দুই জন ॥ ৫১
দুহুত ভাসিল জলে করন্তি টলমল।
উল্লূক সহিতে নারে জায় রসাতল ॥ ৫২
জলের হিল্লোলে দুহে করে লাট পাট।
দুহেত পড়িলন্তি জলে বাঢ়িল বিসম্বাদ ॥ ৫৩
উল্লূকের বীর পাক খসিআ পড়িল।
জনমিল পরমহংস জলেত ভাসিল ॥ ৫৪
ছুটিল পরমহংস জোজন সত জাঅ।
ঠাকুর উল্লূকে দুহু উঠিআ রহাঅ ॥ ৫৫
পলাইতে নারে হংস বুলে সূন্য ভরে।
কেবা ডাকে আহ্মারে সে ভাবিল অন্তরে ॥ ৫৬
ফিরিআ আইল হংস পরভু দরসনে।
পরনাম করিল হংস ধরিআ চরনে ॥ ৫৭
কিবা আজ্ঞা মহাপরভু বলিবা সত্বর।
কি লাগিআ আহ্মারে ডাকিলা মাআধর ॥ ৫৮

কুথা থাকে আইলেন হংস কুথা তুহ্মার ঘর।
কেবা তুহ্মার মাতা পিতা কহনা উত্তর ॥ ৫৯
পরনাম করিআ হংস বলন্তি সেই কালে।
বার্ত্তা এক বলি পরভু তব পদতলে ॥ ৬•
জনমের নাহিক থল স্থন নিরঞ্জন।
বজ বীজে জনম নহি স্থন সনাতন ॥ ৬১
তুহ্মি মোহব মাতা পিতা স্থন নারাঅন।
উল্লুকেব বীব পাকে জনমিলাম এখন ॥ ৬২
এত স্থনি নিরঞ্জন আনন্দিত মন।
হংসবে চাহিআ কিছু বলন্তি তখন ॥ ৬৩
জীঅ জীঅ হংস বাছা হওরে চিরাই।
জলেব হিল্লোলে আহ্মি বহু কিলেস পাই ॥ ৬
আইস বাছা পরমহংস থাক মোব দিঠে।
তিলেক বিরাম আহ্মি কবি তব পিঠে ॥ ৬৫
ধেআনেত জানিল হংস পরভুর বচন।
পিঠ পেতে দিলা হংস করিবা আসন ॥ ৬৬
হংসেব পিঠে পবভু জলেত বসিল।
ধেআনেত বসিল পবভু কত জুগ গেল ॥ ৬৭
সহিতে পারেনা হংস পবভুর জে ভার।
ফেলিআ পলাএ হংস সূন্যের উপর ॥ ৬৮
ধর্ম্ম পদরঙ্গে মধুলুব্ধ বারমতি।
শ্রীজুত রামাই গাএ মধুর ভারতী ॥ ৬৯

৩

উডিআ পলাঅ হংস পরভু জলে ভাসে।
আচ্ছাদন দিআ মুনি ফিরে তাব পাসে ॥ ৭০
প্রলঅ হইলাক জল বড় বলবান।
পদ্ম হস্ত দিলা জলে স্বরূপ-নারান ॥ ৭১
পদ্ম হস্ত দিআ পরভু বোলে থির থির।
পদ্ম হস্তে জনমিল জে কূর্ম্মর সরীর ॥ ৭২
জনম হইআ কূর্ম্ম পালাইআ জায।
ঠাকুব উল্লুকে তবেত ডাকিআ ফিরাঅ ॥ ৭৩
ফিবিআ আইল কূর্ম্ম পবভুর বচনে।
পরনাম কবিআ কূর্ম্ম ধবিল চরনে ॥ ৭৪
কুন আজ্ঞা মহাপরভু বলিব সত্বর।
কি কাবনে আহ্মারে ডাকিলেন্ত মাআধব ॥ ৭৫
কুথা হইতে আইলেক কূর্ম্ম কুথা তোহ্মাব ঘব।
কেবা তুহ্মার মাতা পিতা কহতনা উত্তব ॥ ৭৬
জনমর নহিক থল স্থনগো করতার।
বজবীজে জনম পবভু ন হইলাক আহ্মাব ॥ ৭৭
তুহ্মি মাতা তুহ্মি পিতা বস্তু নারাঅন।
তবঁ পদ্ম হস্তে জনম হইল জে এখন ॥ ৭৮
তুহ্মি জনম দিএ কেন হইলেক বিস্মরন।
এতেক স্থনিআ পরভু আনন্দিত মন ॥ ৭৯

জীঅ জীঅ কূর্ম্ম বাছা হওরে চিরাই।
জলের হিল্লোলে আহ্মি বড় দুখ পাই ॥ ৮০
আইস বাছা কূর্ম্মরাজ থাক মোহর দিঠে।
তিলেক বিস্রাম আহ্মি করি তুহ্মার পিটে ॥ ৮১
এত সুনি কূর্ম্মরাজ পিট পেতে দিলা।
কূর্ম্মের পিঠে পরভু জলেত বসিলা ॥ ৮২
কুর্ম্ম উল্লুকে দুহে করিল আচ্ছাদন।
মধ্যস্থলে বসিলেন্ত দেব নারাঅন ॥ ৮৩
মহাসূন্যে পেএ পরভু বসিলা ধিআনে।
কত সত জুগ গেল এক বস্ত-গেআনে ॥ ৮৪
বড় কাতর কূর্ম্মরাজ সহিতে নারে ভর।
কূর্ম্মরাজ পালাইল ভাসে মাআধর ॥ ৮৫
পুনর্ব্বার ভাসে দুহে জলের উপর।
জলের হিল্লোলে পরভু সহিতে নারে ভর ॥ ৮৬
উল্লুক বলন্তি গোসাঞি সুনহ উপাঅ।
দেবতা হইআ কতই ভাসিঞা বেড়াঅ ॥ ৮৭
উল্লুক বলন্তি গোসাঞি উপাঅ কারন।
জলের উপরে কর ছিষ্টির সাজন ॥ ৮৮
তুহ্মার বচনে এই কহিলু্ঁ নিবেদন।
তবে সে হইব পরভু ছিষ্টির পত্তন ॥ ৮৯
আহ্মা হইতে বুঁদ্ধিমান্ পুত্র উল্লুকাই।
কেমনে করিব ছিষ্টি থল নহি পাই ॥ ৯০

তুহ্মার মুখামৃত খাইএ আহ্মি মহাতেজা।
জেরূপে করিব ছিষ্টি স্থন ধর্ম্মরাজা ॥ ৯১
এক জুক্তি বোলি আহ্মি তব পদতলে।
কনক পৈতে ছিঁড়ে ফেলি দেহ জলে ॥ ৯২
উল্লূকের বাক্য স্থনি পরভু নিরঞ্জন।
কনক পৈতা খুলিআ লইল ততখন ॥ ৯৩
ছিঁড়িআ ফেলেন্ত জলে কনক পৈতা।
জনমিল বাসুকি নাগ সহস্রেক মাথা ॥ ৯৪
জনমিআ বাসুকী পুন খাইবারে ধাএ।
ঠাকুর উল্লূক দুহে পলাইআ জাএ ॥ ৯৫
কি হইব উপায় মুনি কুথাকারে জাইব।
নাগের আহার আহ্মি কুথা গেলে পাইব ॥ ৯৬
উল্লূক বলেন্ত পরভু স্থন মন দিএ।
কানেব কুণ্ডল জলে দেহ ফেলাইএ ॥ ৯৭
উল্লূকের বাক্য স্থনিএ পরভু নারাঅন।
কানের কুণ্ডল জলে ফেলিলেন্ত তখন ॥ ৯৮
ফেলাইআ দিল জলে হীরে জনম কড়ি।
জনমিল ভেক তার হইল চাইর ভরি ॥ ৯৯
জনমিআ মণ্ডুক জলে লাফালাফি জাএ।
অনন্ত বাসুকি তারে খেদাড়িআ খাএ ॥ ১০০
লাফ দেখি পরভু স্থখী স্বরূপ নারান।
আহ্মা হইতে অধিক পুত্র তুহ্মি বুদ্ধিমান্ ॥ ১০১

আহার পাইএ সুখী হইলা বাসুকি কলেবর।
দণ্ড তুলিআ ধাএ মাথার উপর ॥ ১০২
শ্রীধর্ম্মচরণে মহাভক্তি নিজোজিত।
সুনিআ ভারতী রচিল রামাই পণ্ডিত ॥ ১০৩

৪

সুনহে উল্লূক মুনি কজ্জের বিধান।
দুই জনে করিবু ছিষ্টি ইথে নহিক আন ॥ ১০৪
ছিষ্টির কারন হেতু ত্রিদসব নাথ।
আপুনার গলেত পরভু দিলা পদ্ম হাত ॥ ১০৫
গলার মলা লএ পরভু ভাবেন্ত তখন।
বাখিব বাসুকি মাথে বোলে নিবঞ্জন ॥ ১০৬
তিলেক পরমান মলা নিল নারাঅন।
ঠাকুর উল্লূক দুহে কহিল বচন ॥ ১০৭
সেই অঙ্গ মলা দিল বাসুকির মাথে।
ছিষ্টির সাজন পরভু কৈল হেন মতে ॥ ১০৮
বাসুকির মাথে পরভু রাখিল বসুমতী।
নঅদীব বসুমতী রাখিল খিআতি ॥ ১০৯
বাখিল বাসুকি মাথে বোলে নিরঞ্জন।
তিলেক পরমান মলা নিল নারাঅন ॥ ১১০
ঠাকুর উল্লূক দুহে হইলেন্ত স্থিতি।
বসুমতী বোলে নাথ হইল খিআতি ॥ ১১১

বাসুকির মাথে বসু বাড়িতে লাগিল।
ঠাকুর উলূকে দেখি আনন্দিত হইল॥ ১১২
নিরঞ্জন বোলেন্ত বসু সুন গো বচন।
মোহর এক বাক্য তুমি কর গো পালন॥ ১১৩
জনম হইলা বসুমতী হও গো চিরাই।
আহ্মি জাক জনমাইব তাক দিও ঠাঁই॥ ১১৪
এত সুনি বসুমতীব হরসিত মন।
জল ছাড়িএ পাড়েত উঠিল দুই জন॥ ১১৫
উলূক আসন কৈলেন পবভু নাবাঅন।
তিন কোন পৃথিবীর জল করিলা থাপন॥ ১১৬
উলূকের মাথএ পরভু আসীস করিআ।
নঅদীব পৃথিবীর ভাল নাম থুইআ॥ ১১৭
শ্রীধর্ম্ম বোলেন মুনি সুনহ বচন।
পৃথিবী দেখিআ আইস করিঞা গমন॥ ১১৮
উলূকের বাক্য ধরি চলিল নাবাঅন।
পৃথিবী দেখিতে দোহে চলে নিরঞ্জন॥ ১১৯
ভরমিতে ভরমিতে দুহে চলে ঠাঞি ঠাঞি।
বেগেত বাড়িআ চলে দেবী বসুমাই॥ ১২০
পৃথিবী ভরমিআ দুহে পরিসরম হইঞা।
অর্দ্ধ অঙ্গের ঘাম পরভু ফেলিল মুছিঞা॥ ১২১
তাহে আদ্যাশক্তির জনম হইল আচম্বিতে।
ঘামেত জনমিল শক্তি চলিল তুরিতে॥ ১২২

উল্লূক বোলেন্ত আর স্থনহ নারাঅন।
দুই জনে ভরমন করি কিসেব কারন ॥ ১২৩
জগজনে জনম দেহু স্থন কর-তার।
জগৎকর্ত্তা বোলে নাম রহুক তুহ্মার ॥ ১২৪
ছিসৃটি কর ছিসৃটি কর্ত্তা বোলিগো তুমাকে।
ভেবে দেখন কার জনম দিআ আইলা কাকে ॥১২৫
আপ্ত বিস্মৃত মাআধর মাআতে মোহিত।
পাছু গোডাইযা সক্তি চলিল তুরিত ॥ ১২৬
কেবা জনম দিল মোকে কেবা মাতা পিতা।
কাহারে স্থধাব আমি আর জাব কুথা ॥ ১২৭
বেগেত চলিল সক্তি পাছু নাহি চাএ।
আগে জান দুই জন দেখিবারে পাএ ॥ ১২৮
উল্লূক বোলেন স্থন পরভু কর-তাব।
সরগ মরত পাতাল পরভু তব অধিকার ॥ ১২৯
ভবমিতে ভরমিতে পরভুর পড়ে গেল ঘাম।
তাহাত জনমিল আদ্যা দুর্গা জার নাম ॥ ১৩০
জনম হইআ ঠাকুরানী পাছুতে গোডাএ।
পথ বাহুডিয়া মুনি দেখিবারে পাএ ॥ ১৩১
উল্লূক কহেন্তি বাক্য স্থন নারাঅন।
আহ্মার অগোচরে জনম দিলা কুন জন ॥ ১৩২
ঠাকুর বোলেন স্থন পক্ষ উল্লূকাই।
জদি জনম দিলাম আমি তুহ্মি ছাডা নহি ॥১৩৩

দুই জনা পৃথিবীত করিতে নিরীখন।
পাছুতে গোড়াঅ দেখ আইল কুন জন ॥১৩৪
ঠাকুর বোলেন ভদ্র লহ জিজ্ঞাসিএ।
কেবা জনম দিআ আইল কুথাঅ থাকিএ ॥ ১৩৫
মুখ চাইএ সেখানে রহিল দুইজন।
ঠাকুরানী গিএ তথা দিলা দরসন ॥১৩৬
কুথা থাকি আইলেক তুহ্মি কুথা তুহ্মার ঘর।
কেবা তুহ্মার পিতা মাতা কহনা উত্তর ॥ ১৩৭
পরভু তুহ্মি মাতা তুহ্মি পিতা তুহ্মি নারাঅন।
তব অর্দ্ধ অঙ্গ হইতে জনম লইলাম এখন ॥১৩৮
এত বাক্য সুনি তথা হাসিল নিরঞ্জন।
ঝিআরি বলিআ তাক করিল সম্ভাসন ॥ ১৩৯
দুই জনা জুক্তি করি বোলে দুইজন।
আদ্যাসক্তি বোলে নাম রাখিল ততখন ॥১৪০
ঠাকুর উল্লুকে দুহে বাজিল জে কথা।
উল্লুক তুহ্মার খুড়া আহ্মি তুহ্মার পিতা ॥১৪১
উল্লুক বোলেন্ত জুকতি সুন নারাঅন।
আদ্যা রাখিঞা কুথা থাকিব এখন ॥১৪২
তপিস্‌সাঅ বঞ্চিব আদ্যাঅ তুলিআ দিএ ঘর।
ছিস্‌টির সিরজন কৈল ছিসৃটি জল কর ॥১৪৩
আদ্যাসক্তি বোলে বাপা সুন মন দিআ। +
আহ্মারে তপিস্‌সাএ পাছু থাক বিসোঁরিআ ॥১৪৪

এত সুনি [illegible]রে কহেন্ত কিছু পরভু।
ভুক্ষা ছাড়া এক তিল না রহিব কভু ॥১৪৫
পিতাক খুড়াক আছ্যা কৈল সম্ভাসন।
বল্লুকা সিরজনে দুহে করিল গমন ॥১৪৬
তিল মাত্র পৃথিবীক সিরজন করিআ।
বল্লুকা স্বজন কৈল গণ্ডীরেখা দিআ ॥১৪৭
সিরজিল বল্লুকা নদী বল্লুকার জল।
উল্লুক বলিআ দিলা সে তপস্যার থল ॥১৪৮
তপিস্যার থলে পরভু বসিল খিআনে।
চৌদ্দ জুগ গেল পরভু এক বস্ত-গেআনে ॥১৪৯
ঠাকুর রহিলাঞ্ তথা দহে কলেবরে।
আদ্যাসক্তি বার্ত্তা পাইল আপনার ঘরে ॥ ১৫০
একে আদ্যাসক্তি তাহে প্রথম জৌবন।
আদ্যার জৌবন দেখিএ মোহিত ভুবন ॥১৫১
সহিতে ন পাবে গৌবী জৌবনের ভার।
এত দিনে পিতা খুড়া আইল না ঘর ॥১৫২
আদ্যাসক্তি বোলে মোর কুথা হব থিত।
কামদেব ঠাকুর বলি জনমিল তুরিত ॥১৫৩
জনম হঞা কামদেব জোড় কৈল হাথ।
ঠাকুরানী বোলে জাহ জেথা জগন্নাথ ॥১৫৪
কামদেব মনোহর দেবীর আজ্ঞা পাইএ।
তরাতুরি বল্লুকায় উত্তরিলা গিএ ॥১৫৫

জেথানে তপস্যাএ দেব করেন্ত মাআধর।
পবভুর নিঅড়ে গিআ দিলাক তার সর ॥১৫৬
আচ্ছাদিলা কামদেব ঠাকুবর গাএ।
ফুটিল কামর বিন্দু লাফালাফি জাএ ॥১৫৭
তপিস্‌সা ভগন পরভু হইল মাআধর।
উল্লূক বলিআ ডাক জে দিলেন্ত সত্বর ॥১৫৮
ঠাকুর বোলন্তি মুনি বাক্যে দেহু মন।
আমার তপিস্‌সা ভগন কৈল কুন জন ॥১৫৯
উল্লূক বোলন্তি পবভু সুনহ বারতা।
আদ্যাকে জনম দিএ রেখে আইলে কুথা ॥১৬০
তুহ্মারে ন দেখিএ আদ্যা কামে জনমাইল।
তপিস্‌সার ভঙ্গ হেতু কামেক পঠাইল ॥১৬১
তুহ্মি নহি জান পবভু কামের বিধান।
মৃত্তিকাব ভাণ্ড মুনি কবিল নিরমান ॥ ৬২
কামদেব মনোহরে জতন করিএ।
মৃত্তিকাব ভাণ্ডে মুনি বাখিল লুকাইএ ॥১৬৩
মৃত্তিকাব ভাণ্ড মুনি ভরপুব করিল।
বল্লুকায কালকূট বিষ উপজিল ॥১৬৪
উল্লূক বোলেন্ত পরভু সুনহ উত্তব।
তপিস্‌সা ছাড়িআ বাপা চল জাইব ঘর ॥১৬৫
কেমন কপেত আদ্যা আছে নিজপুরে।
পাত্র কবে বিভা দিব চল জাইব ঘরে ॥১৬৬

ঠাকুর বোলেন্ত বাবা শুন উল্লুকাই ।
তপিস্‌সা ছাড়িআ তবে চল ঘরে জাই ॥১৬৭
তপিস্‌সা ছাড়িআ পরভু বাঢাইলা পা ।
আছ্যার মন্দির গিআ তুলিলেক পা ॥১৬৮
পিতাক খুড়াক আদ্যা করিলেন্ত নমস্কার ।
আছ্যার জৌবন দেখিএ ভাবিলা বিচার ॥১৬৯
পহড়া দেখিলুঁ কন্যা সুন নারাঅনে ।
বল্লুকাঅ বরঞ্চিত করহ এখনে ॥১৭০
উল্লূকর বাক্য সুনি বোলে মাআধর ।
আহ্মা হৈতে বুদ্ধিমান্ তুহ্মি মুনিবর ॥১৭১
নিরঞ্জন বোলন্ত ঝিআরি তুহ্মি থাক ঘরে ।
বল্লুকাতে জাই তুহ্মার পাত্র আনিবারে ॥১৭২
এত বোলি দুই জনে কবিলা গমন ।
ডাক দিআ বোলে আছা মধুর বচন ॥১৭৩
কি দিএ রাখিআ গেলে বোলেন্ত পার্ব্বতী ।
বিস মধু রাখিলাম বোলে জুগপতি ॥১৭৪
ঠাকুর বোলেন মুনি কি বুদ্ধি করিব ।
নব জৌবনী আদ্যার কুথা বর মিলব ॥১৭৫
এত বোলি তপিস্‌স্যাএ গেলেন্ত ভগবান্।
এথা নিত্য চিন্তা দেবী কইরে অনুমান ॥১৭৬
জৌবন হইল ভার ভাবেন্ত অন্তরে ।
কি দোখএ রহিব আহ্মি এহি বাপ ঘরে ॥১৭৭

বিস রেখে গেলেন্ত আপুনি জুগপতি।
বিস খাইএ তেআগিব তন্থু ভাবেন পার্ব্বতী ॥১৭৮
বিস মধু খেঅনাক বোলেন নারাঅন।
বিস মধু খাইলে তুহ্মি তেজিব জীবন ॥১৭৯
উল্লূক বোলেন্ত পরভু কঁবিলুঁ নিবেদন।
এহি গবভে জনমিবেন তিন পুরুস রতন ॥১৮০
গাইল রামাই পণ্ডিত সুন সর্ব্বজন।
ছিস্টির কারন হেতু বোলি নারাঅন ॥১৮১

৫

গর্ভ হইতে বাহির হইলে সব ভাল হঅ।[+]
ছিস্টির ভার দেহ তিন সুন মহাসঅ ॥১৮২
উল্লূকের বাক্য সুনি বোলেন নারাঅন।
বাহির হইআ কর ছিস্টির পালন ॥১৮৩
গর্ভে থাকি তিন দেব ভাবিতে লাগিল।
বস্তুতেল ভেদ করিএ বস্তা বাহিরিল ॥১৮৪
তাহা দেখিএ বিষ্টু ভাবে মনে মন।
বিষ্টু বাহির হইলেন্ত নাভি করিএ ছেদন ॥১৮৫
সদাসিব বোলে আহ্মি কি বুদ্ধি করিব।
জোনিছেদ করিএ আহ্মি বাহির হইব ॥১৮৬
বজ্রনখ দিয়া সিব জোনিছেদ কৈল।
জোনিদুআর দিআ সিব বাহির হইল ॥১৮৭

ভূমিসৃটি হইআ তিনি তপিস্যাঅ গেল।
সব কপ হৈএ পরভু ছলিতে চলিল ॥১৮৮
দুই চক্ষু অন্ধ বস্তা জোগে বোসে আছে।
ভাইসিতে ভাইসিতে পরভু গেলা তার কাছে ॥১৮৯
দুর্গন্ধ পাইআ বস্তা ভাইসিতে লাগিল।
তিন অঞ্জলী জল দিআ ভাসাইআ দিল ॥১৯০
তথা হইতে মহাপরভু ভাইসিতে ভাইসিতে।
সবব রূপ হএ গেল বিষ্টুর আগুতে ॥১৯১
দুর্গন্ধি পাইএ তবে বিষ্টু মহাবলী।
ভাসাইআ দিআ দিলা তাবে দিআ তিন অঞ্জলী ॥১৯২
ভাসিআ ভাসিআ পবভু করিল গমন।
সিবেব নিকটে গিআ ভাসে নাবাঅন ॥১৯৩
দুর্গন্ধি পাইআ সিব ভাবে মনে মন।
কুথা কার জম্ম নহি মরিল কুন জন ॥১৯৪
ধেআনেত জানিল এহি পবভু নাবাঅন।
বুঝিতে তিনজনাব মন আসিলা সনাতন ॥১৯৫
দুহাতে ধবিআ মডা তুলিআ লইল।
দুর্গন্ধিত সব লএ সিব নাচিতে লাগিল ॥১৯৬
পচা গন্ধ মডা হএ আইলা নাবাঅন।
চিনিতে নাবিল আক্ষার ভাই দুই জন।১৯৭
শ্রীধর্ম্ম বোল্লেন তুন্ধি আন্ধারে চিনিলে।
দুহি চক্ষু অন্ধ ছিল ত্রিলোচন হইলে ॥১৯৮

চক্ষু দান পাইএ সিব আনন্দিত মন।
চরনে ধরিআ সিব করন্তি স্তবন ॥১৯৯
আর এক নিবেদন করি নারাঅনে।
চক্ষু দান দেহ তুহ্মি ভাই দুহি জনে ॥২০০
এত সুনি পরাৎপর বোঁলে ত্রিলোচনে।
তব মুখামৃতে চক্ষু পাইব দুহি জনে ॥২০১
মুখর অমৃত দিআ দুহার চক্ষু দিল।
অমৃত পাইএ দুঁহার দিব্য চক্ষু হইল ॥২০২
ত্রিলোচন বোলেন সুন আহ্মার বচন।
সব রূপী হএ ভেসে আসিল নারাঅন ॥২০৩
এত সুনি বস্তা বিষ্টু বিস্ময় মানিল।
পরাৎপর বোলে মুরা চিনিতে নারিল ॥২০৪
তপিস্স্যা করিব তিনে হরিস অন্তরে।
তিন ভাইএ চলিলন্তি আন্তার কুটীরে ॥২০৫
উল্লুক আন্তাসক্তি তথা বসিল নিরঞ্জনে।
পরনাম করিল সিব ধরি প্রভুর চরনে ॥২০৬
শ্রীধর্ম্ম কহন্তি তবে ভাই তিন জনে।
ভূমিসৃটি হইআ গেলা তপিস্সার কারনে ॥২০৭
তিন ঠাঁই তপিস্সা করিল তিন ভাই।
কি দরবব পাইলা তথা কহ মোর ঠাঁই ॥২০৮
বস্তা বিষ্টু বোলে গোঁসাই চিনিতে নারিলাম।
আচম্বিতে পচা গন্ধ নাসাতে পসিলাম ॥২০৯

ত্রিলোচন বোলে পরভু স্ুন ভগবান্ ।
তুহ্মারে চিনিআ নাম হইল ত্রিনআন ॥২১০
এত স্ুনি নিরঞ্জন হৈল আনন্দিত মন ।
বম্ভারে বোলিল কর ছিসৃটির পত্তন ॥২১১
বম্ভা ছিসৃটি করিব জে বিষ্টু করিব পালন ।
ত্রিলোচনে দিল ভার সংহারর কারন ॥২১২
আত্তাসক্তি পানে চাইএ কহে মাআধব ।
+ স্ুনু স্ুনু আত্তাসক্তি আহ্মার উত্তর ॥২১৩
নরলোকর জনম হেতু তুহ্মি দেহ মন ।
তুহ্মা হইতে হঅ জেন ছিসৃটির পত্তন ॥২১৪
আত্তাসক্তি বোলে পবভু স্ুন মাআধর ।
কেমনে করিব ছিসৃটি সংসার ভিতর ॥২১৫
অজোনিসম্ভবা ভোগ নাহিক আহ্মার ।
কেমন উপায় করি কহ করতার ॥২১৬
মহাপরভু বোলে স্ুনু আহ্মার বচন ।
জে রূপে করিব তুহ্মি ছিসৃটির স্হজন ॥২১৭
জোনিরূপা হএ তুহ্মি সর্ব্ব জীবে ববে ।
মানুস আদি জীব জন্তু গর্ভেত জনম্মিবে ॥২১৮
মৃত্তিকার ভাণ্ডে বিস মধু জে রাখিএ ।
বিস মধু খাইএ ন গেল গো মরিএ ॥২১৯
বিস মধু খাইলে তুহ্মি মরিবার তরে ।
বম্ভা বিষ্টু মহেঁস্সর জনমিল উদরে ॥২২০

এহি রূপে কর ছিসৃটি কহি জে তুমারে।
মহেস করিব বিভা জম্ম জম্মান্তরে ॥২২১
চাবিজনে ছিসৃটির ভার দিল জুগপতি।
পুরুস প্রকৃতি বোলিঅ হইব খিআতি ॥২২২
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ বোলি৹বোলিবাক সর্ব্বজন।
ছিসৃটিকর্ত্তা হএ বস্তা করিব সিরজন ॥২২৩
চারি জনাঅ ছিসৃটির ভার দিলা পরাৎপর।
উল্লূক আসনে রহু সূন্যর উপর ॥২২৪
গাইল পণ্ডিত রামাই ছিসৃটির ভারতী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে তার পরলোকে গতি ॥২২৫

সৃষ্টিপত্তন সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমঃ

অথ জলপাবন

১

সুনার কলসি নিল নেতর বসন।
জল আনিতে বসুআ আপনি করিলা গমন ॥১
তুরিতে গমন হইল বিজয়া গমন।
বল্লুকার তটে গিআ দিলা দরসন ॥২
আগম নিগম জল তুলিল ছাঁকিআ।
জল লইএ আইল তবে আপুনি বিজয়া ॥৩
আইস বইস সতের আপুনি মোর পাসে।
আগম নিগম কথা কহিব বিসেসে ॥৪
কেমন বরন আপুনি কেমন তুমার নাম।
কেমন আসনেত তুম্মি করহ বিহরাম ॥৫
কেমন বরন আপুনি কেমন পরিছ ধৌতি।
কেমন জল ঘট গো তুম্মার কেমন ফুলর পাতি ॥৬
মন[illegible]কেল পাবন পাবন কৈল ধৌতি।
আত্ম[illegible]না ঘট মন্ন ফুলর পাতি ॥৭
জল [illegible]হইল পরভুর বরত হইল সার।
পরভুর গাজনে[illegible] জয় জয়কার ॥৮

পূবর ভানু আইলা পচ্চিমর চাঁন।
উত্তরর গরুড় আইল দক্ষিনর হনুমান ॥৯
গআর গদাধর আইলা পৈরাগের মাধব।
সরস্বতী গঙ্গা আইলা মানস সরোবর ॥১০
গোমতী লইআ আইল মানস সরোবর।
সাগরসঙ্গম তথাএ আইল সত্বব ॥১১
একে একে দেবগন হরসিত মন।
ধর্ম্মব গাজনে সভে করিলা গমন ॥১২
ঢোলসমুদ্র আইলাক নির্ণয় না জানি।
তরাতুরি আইলা তীর্থ বরানসীর পানি ॥১৩
গোমতী লইআ আইলাক সাগরসঙ্গমে।
একত্তর হইলা সভে নিরঞ্জনর ধামে ॥১৪
সুনাব কেতকী আনেন করন্তি আসিস্থা।
চাবিদিকে নিবঞ্জন সারিন্থা ধর্ম্ম কিন্থা ॥ ১৫
তীর্থচূড়ামণি গঙ্গা করন্তি প্রস্তুতি।
মাইঝখানে স্নান করন্তি জুগর জুগপতি ॥ ১৬
সেতাই পণ্ডিত আইল চারিসত্ত্ব গতি।
চন্দ্র কটাল আইল বসুআ ঘটদাসী ॥ ১৭
পঞ্চ তীর্থের জলে পরভুকে স্নান করাইল।
বসুআ আপুনি পরভুর অঙ্গ মার্জ্জনা কৈল ॥ ১৮
স্নান করি বসাইল রত্নসিংহাসনে।
অখণ্ড তুলসী দিল ধর্ম্মর চরঁনে ॥ ১৯

নীলাই পণ্ডিত আইল আটসত্ত গতি।
হনুমন্ত কোটাল আইল চরিত্রা ঘটদাসী ॥ ২০
নারিকেল জলে পরভুক সিনান করাইল।
চরিত্রা আমনি পরভুর অঙ্গমার্জ্জনা কৈল ॥ ২১
সিনান করি বসাইল রূপার সিংহাসনে।
অখণ্ড তুলসী দিল ধর্ম্মর চরনে ॥ ২২
কংসাই পণ্ডিত আইল বারসত্ত গতি।
সূরজ কোটাল আইল গঙ্গা ঘটদাসী ॥ ২৩
ত্রিপিনীর জল পরভুক সিনান করাইল।
গঙ্গা আমনি পরভুর অঙ্গমার্জ্জনা কৈল ॥ ২৪
বসাইল নিরঞ্জনে তাম্রর সিংহাসনে।
অখণ্ড তুলসী দিল ধর্ম্মর চরনে ॥ ২৫
রামাই পণ্ডিত আইল সোলসত্ত গতি।
গরুড় কোটাল আইল দুর্গা ঘটদাসী ॥ ২৬
কপিলার খীরত পরভুক সিনান করাইল।
দুর্গা আমনি পরভুর অঙ্গমার্জ্জনা কৈল ॥ ২৭
বসাইল নিরঞ্জনে সেইত সিংহাসনে।
অখণ্ড তুলসী দিল ধর্ম্মর চরনে ॥ ২৮
চারি দুআরে পরভুর চারি মহারথী।
মাঝখানে সিনান করেন জুগর জুগপতি ॥ ২৯
সিনান-পাবন কথা পণ্ডিত রামাই গাএ।
হাসিতে খেলিতে ধর্ম্ম অমরাবতী পাএ ॥ ৩০

অথ টীকা-পাবন

ঘূরি ঘূরি[1] চন্দন লহ সারিআ লইব টীকা।
এক মনে পূজা কর[2] শ্রীধর্ম্মপাদুকা ॥ ১
তিন খুরি বিসকর্ম্মা নির্ম্মাইল জে পীড়ি।
সোলস আমিনী মেলি এহি চন্দন খুবি ॥ ২
মলআর পর্ব্বতে জেথা আছএ চন্দন।
বাযুর বেগে আনিআ দিল পবননন্দন[3] ॥৩
তিন খুবেত চাবি জুগে পীড়িব বন্ধন।
সবর্গে বিসাই পীড়ির কবিল নিরমান ॥ ৪
চন্দনর কাইঠ জদি আনিল আপনি হনুমান্।
চন্দন ঘসিব ধর্ম্ম দেবতার বিদ্যমান ॥ ৫
থালি খুবি ডাবরে পূরিআ লহি চন্দন।
সেইত চন্দনেত পূজিব জে নিবঞ্জন ॥ ৬
চন্দনর গন্ধেত জতেক দূর জাঅ।
চন্দনব গন্ধেত মোহিত দেবরাঅ ॥ ৭
গঙ্গাব মিত্তিকা আন সাগরর পানি।
চন্দন খুবিতে দেহু জঅ জঅ ধ্বনি ॥ ৮

(১) 'ঘসিব'—পাঠান্তর।
(২) 'হরিসে আনন্দে পূজিব'—পাঠান্তর।
(৩) "ধন্য সে মলআগিরি উপজে চন্দন।
সেইত চন্দনে জে পূজিব নারায়ন।" বে০ গ০ পু০

আইদ গাঁঠি উরধ গাঁঠি বস্তুগাঁঠি মূলে।
আইট থানে লইবু কোটা ধর্ম্মপূজার কালে[৪] ॥ ৯
ঘুরি ঘুরি চন্দন পূরস্তু কৈল খুরি।
ধূপ দীপে গন্ধ পুষ্পে পূজন অধিকারী[৫] ॥১০
সোল সাস্তি লব লাভ বাহাত্তরি কোঠা।
সনিবারে নিঅ-এহি নিঅমব[৬] ফোঁটা ॥১১
নিঅমর ফোঁটা লব মন হএ সুচি।
পরিধান সুকুলবস্ত্র ইন্দু মন রুচি ॥ ১২
লোহ মোহ কাম কোধ দূরত তেআগিআ।
কবহ ধর্ম্মর পূজা একান্তিক হইআ ॥ ১৩
চন্দন ঘুরিতে জেবা করেন্তি সম্বর ধ্বনি।
মহাভক্তি[৭] দিবেন ধর্ম্ম তারিবেন আপুনি ॥ ১৪
গঙ্গার মিত্তিকা লইল পঞ্চতীর্থর জল।
টীকাপাবন করেন দুর্গা হইআ নিরমল ॥ ১৫
উত্তব দক্ষিণ পূব জে পচ্চিম পুরব ভাল জানি।
রামাই পণ্ডিত টীকা সারিল আপুনি ॥ ১৬

৪) "আদ্যগ্রন্থি ব্রহ্মগ্রন্থি শিবগ্রন্থি মূলে।
বত্রিশ সংখ্য কুকুরে ধর্ম্ম ভবনদীর কূলে ॥" বে° গ° পু°

(৫) "খুরির চন্দন জে সারিআ টীকা খুরি।
তেত্রিস কোটী দেবতা অগোর চন্দনে ঘুরি ॥" ইত্যধিক পাঠ বে°গ°পু°

(৬) 'নিমের'—বে° গ° পু°

(৭) 'বিষ্ণুভক্তি'—পাঠান্তর। বে°গ°পু°

এমন্ত ধর্ম্মর বরত ন করিব হেলা।
সংসার তরিবাত জদি বাইন্ধ হেন ভেলা ॥১৭
এমত ধর্ম্মর বরত অবহেলে জেহি জন।
চৌরাসি কুণ্ডেত জম তা পেলে ততখন ॥১৮
গাইল পণ্ডিত রামাই ধর্ম্মপদসার।
চন্দন ঘুরিতে দেহু জঅ জঅকার ॥১৯
টীকাপাবন আপাবন পাবন কৈল সার।
টীকা পাবনে দেহু জঅ জঅকার ॥২০

অথ পুষ্পতোলন

পুষ্প তুল বড়ু হরসিত মন।
পুষ্পর স্বগন্ধেত[১] মোহিত দেবগণ ॥ ১
জেহি ফুলে মানাইব অনাদি দেবনাথ।
স্বর্গর পুষ্প তুল বড়ু তুল পারিজাত ॥ ২
স্বনার জে সাজি হাথে স্বনার আকুড়ি।
পুষ্প তুলিবাক পচ্চিম গেলা মালুঞ্চার বাড়ি ॥ ৩
পরজুর মালঞ্চএ জাগন্তি নন্দি মহাকাল।
পরনাম করিঞা বুলে ফুল লহত সকাল ॥ ৪
সাজি লএ ফুল পাড়ে জাএসি মালঞ্চে।
সত্তেক ভার পদ্ম ফুল নিরীখন করি তুলে ॥ ৫

(১) "জত পুষ্পের আঘ্রাণে"—বে৽গ৽পু৽।

প্রথমে কোঙর পুষ্পে দিল হাত।
বাছিআ তুলিল অখণ্ড তুলসীব পাত ॥ ৬
প্রথমেত কোঙব বক নাপালি সিঅলি।
কালা কাসন্দর ইন্দীবর ফুল লইল তুলি ॥ ৭
অসোক কিংসুক জাতি দুবটী কুরুবক।
কববী লবঙ্গলতা কদম্ব কনক ॥ ৮
সহিতব পুষ্প গাছে নাহি একপাত।
অমরাত নিবঞ্জন পাতিআ আছেন হাত ॥ ৯
হাত পাতিআ নিবঞ্জন স্থজিলেন ছিষ্টি।
পাদুকা স্থাপিত কবিল কুরুমব পিষ্টি ॥ ১০
ফুল না ভাঙ্গিআ আগে কবে না ভাঙ্গি ও ডাল।
ডাল ভাঙ্গিলে ফুল না হইব আব ॥ ১১
রুপাব আকুডসি হাথে রুপার পুষ্পসাজি।
ফুল জে তুলিলাক সঙ্কব মালঞ্চ বাডী ॥ ১২
সাজি লএ পুষ্প বড়ু প্রবেসিল্যা বনে।
সতেক ভার কণ্ডল নিরীখন করিআ তুলে ॥ ১৩
কাননে কুসুম তুলিলা বঙ্গন॰আর ঝাটি।
চামলী গন্ধলি তুলিলা শ্রীফল দুইবটী ॥ ১৪
চন্দন বানাঅ তুলি বেলাল সিকড।
তোআল পিআল সাইল দুহি আকড ॥ ১৫
জাই জুই তুলেন্ত পূজিবাক নিরঞ্জন।
নানা পুষ্প তুলে বড়ু কবিঞা লিখন ॥ ১৬

জাই জুই মারূআ তুলিআ লইব করে।
ভক্তি করি দিব ধর্ম্মপাদুকা উপরে ॥ ১৭
তামার আকুড়সি হাতে তামার পুষ্প সাজি।
পুষ্প তুলিবাক গেলা উদয়ার[২] মালঞ্চ বাড়ি ॥ ১৮
সাজি লএ ফুল পাড়ে জাঅসি মালঞ্চে।
সতেক ভার শ্রীফল নিরীখন করি তুলে ॥ ১৯
সরতর কিআ তুলে বসন্তর মালী।
নানা বন্ন ফুল তুলে হইএ কুতূহলী ॥ ২০
কুন্দ কুড়চি ফুল তুলিল দুলাল টগর।
সেঅতি মালতী জাতি চম্পা নাগেশ্বর ॥ ২১
বেল্যা গোঁঙচি ভোচা আকন্ডা নিঅলি।
জাহাত হইব তুষ্টু সে রূপর মুকলী ॥২২
অখণ্ড ধুতুরা ঝিটি মারূআ কাচলি।
(মধু নাঞি সেহি ফুলে নাহি বইসে অলি) ॥২৩
জবা সে তুলসী তুলি ধর্ম্মর পীরিতি।
উড়ুক করঞ্চ বেলা তুলিল মালতী ॥২৪
কিআলা কেতকী মতি পলাস কাঞ্চন।
আম জাম তুলিলেন্ত পূজিবাক নিরঞ্জন ॥২৫
আকুড়সি তেজিআ ডালে দিলন একটান।
নানা বন্ন ফুল নিলত বিদ্যমান ॥২৬

(২) "হয়ের"—বেং গং পুং।

বাঁসর আকুড়সি হাথে বাঁসর ফুল সাজি।
ফুল জে তুলিবাক গেলা ধর্ম্মর মালঞ্চ বাড়ী ॥২৭
সাজি লইএ বড়ু ফুল পাড়েন্ত জাঅসি মালঞ্চে।
সতেক ভার করবীর নিরীখন করি তুলে ॥২৮
জটা ফুল তুলে কুঙর থুইলা একভিতা।
মরতর ফুল তুলে বড়ু তরু মাধবীলতা ॥২৯
ফুল তুলিবাক ফুল হইলা বিস্তর।
কুলদেবতা পূজিব হর দেহনা উত্তর ॥৩০
অর্ঘ্যপূজা মানসে সেক দিআ ইন্দ্রর জল।
গলার বাস্থকি হেমহার দেখে ভারি ডব ॥৩১
আমলা কুসুম তুলিব জেই বকুলর মাল।
ফুল তুলিবাক কঙর চলিলা সকাল[৩] ॥৩২
সালুক স্থন্দির ফুলে সারিআ লইব হার।
জাহাত হইব তুষ্ট অনাস্ত করতার[৪] ॥৩৩
ফুল তুলিয়া ফুল কৈলা সমতুল।
জলর তুলিল রক্ত কম্বলর ফুল ॥৩৪
পুষ্প তুলিআ বীর করিল্যা গীমন।
ধর্ম্মর সাক্ষাতে গিআ দিল দরসন ॥৩৫
পরভুর সাক্ষাতে ফুল বাড়াইআ দিল।
আপুনি সকল ফুল নিরীখন কৈল্য ॥৩৬

•

(৩) "রজন ধুতুরা তুলে বাকনা পারালা্য।" ইতি যে॰ গ॰ পু॰।
(৪) "দেবরাজ"—দে॰ গ॰ পু॰।

বসুআ চরিত্রা দুর্গা ফুল নিরীখন।
গঙ্গাজল দিআ ফুল কৈল্য প্রক্ষালন ॥৩৭
ফুল গাঁথিআ হার করিল সত্বর।
কোন দেব পূজিব আগে কহ প্রতিত্তব ॥৩৮
আগ গণেসর পূজা দিআ ফুল জল।
তবে সে পূজিব পরভু ভকত বৎসল ॥৩৯
পুষ্পপাবন আপাবন পাবন কৈল্য সাব।
ভকিত্যা আমিনি দেহ জঅ জঅকার ॥৪০
পুষ্পপাবন গীত পণ্ডিত রামে গান।
ভকত নাএকে ধর্ম্ম চিন্তি জে কল্যান ॥৪১
নিঅমে ঘুবি ঘুরি এহি ফুলপাবন।
ডাক দেন দানপতি পূজিব ধরম ॥৪২
বাটাঅ কবিআ নিল কর্পূব তাম্বূল।
নানা শব্দে বাজনা বাজএ মধুর ॥৪৩
কাব আইল খুড়া জেটা কাব আইল পো।
স্বরূপনারান ভিন্ন আন নাহিক মো ॥৪৪

রাজা হরিচন্দ্রের ধর্ম্মপূজা

অথ দ্বারমোচন

হরিচন্দ্র রাজা করে ধর্ম্মপূজা
ভরএ নবাহুতি ঘর।

নৌতন মণ্ডপে ধর্ম্মর সমীপে
রানী মাগে পুত্রবর ॥১
পচ্চিম দুআরে চন্দ্রর গোচরে
রাজা করে নিবেদন।
সঙ্গে চারিসত গতি • ভেটী জুগপতি
কপাট কর নিবারন।২
সুনিআ রাজার বানী ঘুচাল কপাট খানি
দুআর মুক্ত করিল মদনা।
চন্দনর ছড়া ঝাটী করি নানা পরিপাটী
চন্দ্র পদে করিল বন্দনা ॥৩
সঙ্গে আটসত গতি মদনা জুবতী
দখিন দুআরে উপনীত।
পুন বীর হনুমান ঘুচাঅ কপাট খান
দুআর মুক্ত করিব তুরিত ॥৪
সুনিআ রাজার বানী ঘুচাল কপাট খানি
দুআর মুক্ত করিল চন্দনে।
মদনা জুবতী ভেটিতে জুগপতি
চলিলেন গতিগনে ॥৫ •
সঙ্গে বারসত গতি ভেটিতে জুগপতি
উদঅ দুআরে উপনীত।
সুন সূরজ গুনমনি ঘুচাল কপাট খানি
দুআর মুক্ত করিব তুরিত ॥৬

সুনিআ রাজার বানী ঘুচাল কপাট খানি
অগোর চন্দনে ছড়া ঝাটী।
মদনা সুন্দরী দুআর মুক্ত কবি
করিল নানা পরিপাটী ॥৭
মদনা জুবতী "সঙ্গে সোলসঅ গতি
গাজন দুআরে উপনীত।
সুন হে গড়ুর মুনি ঘুচাব কপাটখানি
দ্বার মুক্ত করিব তুবিত ॥৮
সুনিআ রাজার বানী ঘুচাল কপাট খানি
দুআর মুক্ত করিল রাজন।
দিআ বাজা গঙ্গার জল পবিত্র করিল থল
ভেটিবারে দেব নিরঞ্জন ॥৯
শ্রীধর্ম্মচবনার গুনে, শ্রীজুত রামাই ভনে,
রচে কবি অনাত্তর দাস।
অর্চ্চনা কবিআ মনে ভাব পূজ নিবঞ্জনে
ভক্তগনব বিঘ্নি কর নাস ॥১০

অথ ঘর দেখা

দেখ ঘব দানপতি সুপ্রসন্ন বারমতি।
ধন বংস মঙ্গল করএ জুগপতি ॥১
জতেক দেবতাগনে জাব জে বাহনে।
ধর্ম্মর জঅ বল্যে সভে হরসিত মনে ॥২

হংসপৃষ্ঠে আরোহন ব্রহ্মা জুগপতি।
গড়ুব বাহনে নারাঅন কৈল স্থিতি ॥৩
বলদ বাহনে হর করিআ সাজন।
সহিত গমনে জাইল্য ধর্ম্মর গাজন ॥৪
জেমন আছিল পূর্ব্বে দেব নিবন্ধিত।
বসিষ্ঠ নারদ আইল কুলপুরোহিত ॥৫
আইল্যা কপিল মুনি পরভুর সাক্ষাতে।
ইন্দ্র সুরপতি আইল্যা চাপি ঐরাবতে ॥৬
অগস্ত পুলস্ত আর বাল্মিক আপুনি।
কুবের বরুন আইল্যা জত সব মুনি ॥৭
চন্দ্র সূর্জ্য আইলাক গ্রহ তারাগন।
ধন্য হরিচন্দ্র ধন্য অমরা ভুবন ॥৮
ধবল আলম্ব উড়ে ধর্ম্মর দুআরে।
সুনাব কলস সোভে দেউল উপরে ॥৯
ঝলমল করে তথি মুকুতা প্রবাল।
দেবতা আনন্দ সুখ বাড়িল বিসাল ॥১০
সারি সারি রম্ভা রূপি গুবাক সুন্দর।
বনমালা নামে তথি অতি মনোহর ॥১১
ধবল আসনে ধর্ম্ম হোইল কৌতুক।
জত নাটে বাদ্য বাজে হৈল্য মহাসুখ ॥১২
চারিদিকে জয় জয় সঙ্খর বাজন।
আনন্দে পূর্ণিত তনু জত দেবগণ ॥১৩

পণ্ডিত আমিনি রহু ধর্ম্মর গোচর।
দুআরে কোটাল সভ জাগে নিরন্তর ॥১৪
ধর্ম্মর চরন পদ্ম ভাবি এক মনে।
শুনিলে সম্পদ হত্ম পাপ বিমোচনে ॥১৫
ধর্ম্মর চরনে জে পণ্ডিত রামে গান।
ভক্ত লাএকে ধর্ম্ম করিব কল্যান ॥১৬

অথ দানপতির ঘর দেখা

পণ্ডিতে বুঝান ঘর ঘর দেখি নৃপবর
মদনা প্রধান মহারানী।
সত রানী হৃষ্ট মন সঙ্গএ জত পুরজন
রজত লইআ নৃপমনি ॥১
কুটুম্ব বান্ধব জত সভে রহে চারিভিত
দীপক ধরিল কেহ হাতে।
কার হাথে চাউল গুআ চলিল একত্র হুআ,
রামাগন চলে জুথে জুথে ॥২
নিষ্ফলে জে দেখে ঘর অপুত্রক জন্মান্তর
পাপ বিনে পুন্য নাহি তার।
একথা শুনিল জেই ভাল মন্দ জানে সেই
ফল হাতে উচিত তাহার ॥৩
মদনা লইআ সাথে শুন রাজা নরনাথে
এক মনে দেখহ রাজন্।

সঙ্খ হুলাহুলি পড়ে নেতর পতকা উড়ে
ধবল আসনে নিরঞ্জন ॥৪
হরিচন্দ্র মহারাজা রাজা রাণী করে পূজা
উরিলেন ধর্ম্ম জুগপতি।
দেখ এই কুম্মরাজে বেড়িআছে নাগরাজে
চারি দিকে সোলসঅ গতি ॥৫
দেখ এই পদ্মাসন পূজা নিতে নিরঞ্জন
নরলোকে করিতে উদ্ধার।
পচ্চিমে কোটাল চন্দ্র দক্ষিণেত হনুমন্ত
পূব দিকে সূজ্জ অধিকার ॥৬
উত্তরে গড়ুর মুনি নিরন্তর জোড়পানি
ধর্ম্মরাজে করেন স্তবন।
পচ্চিমে বসুআ গতি দখিনে চবিত্রা সতী
পূবদিকে গঙ্গা গতিগণ ॥৭
গাজনে দুর্গাব মেলা সেত ফুলে গাঁথি মালা
নিরন্তর জোগাঅ ঈসরে।
পচ্চিমে পণ্ডিত সেত দখিনে নিমাই রেত
কংসাই পণ্ডিত পূব দুআরে ॥৮
গাজনে পণ্ডিত রাম সর্ব্ব সাস্ত্রে গুনধাম
মোরেঁ কৃপা কৈল ধর্ম্মরাজ।
দেবগণ আর জত দেখ এই ধর্ম্ম ব্রত
এহি সভা ধর্ম্মর সমাজ ॥৯

জমদূত দেখ এথি চিত্রগুপ্ত ভাই সেথি
বসিআ লেখেন পাঁজি পুঁথি।
অনাদ্যের পদতলে রামাই পণ্ডিত বলে
কৃপা কর ধর্ম্মজুগপতি ॥১০

অথ দ্বারমোচন

দুআরী ছাড দুআর সহিতে কোটাল।
তুহ্মা সব সঙ্গে দেখা শ্রীধর্ম্মর দুআর ॥১
সুনার পাটেত বেসাতির বৈসএ হাট।
ভেটির জে স্বরূপ নারান ঘুচাহ কপাট ॥২
সুনার কড়ি দিল দুআরির হাথে।
কপাট ঘুচাএ দিল চন্দ্র মহাসএ ॥৩
আনন্দে ভেটহ গিআ পরভু নিরঞ্জনে।
সেইত দুআরে ররত ঝি ফুল জল দিএ ॥৪
চন্দন কত কৈল পচ্ছিম দুআর।
দুআর ছাড দুআরি সহিত কোটাল।
তুহ্মা পরসনে দেখিএ শ্রীধর্ম্মর দুআর ॥৫
রূপাকর পাটএ বেসাতির বৈসএ হাট।
ভেটির জে স্বরূপনারান ঘুচাহ কপাট ॥৬
রজতর কড়ি দিল দুআরির হাথে।
কপাট ঘুচাএ দিল হনুমন্ত মহাসএ ॥৭

সেইত দুআরে বইসে ফুল জল দিএ।
হনুমান মুক্ত কইল লঙ্কার দুআরে ॥৮
দুআব ছাড দুআবি সহিত কটাল।
তুক্ষা দরসনে দেখা শ্রীধর্ম্মব দুআর ॥৯
তামাকর পাটে বেসাতিব বৈসএ হাট।
ভেটিব জে স্বরূপনারান ঘুচাহ কপাট ॥১০
তামাকর কডি দিল দুআবিব হাথে।
কপাট ঘুচাএ দিল সূবজ মহাসএ ॥১১
আনন্দেত ভেটহ গিআ পরভু নিরঞ্জনে।
সেইত দুআরে বরত বি ফুল জল দিএ ॥১২
সূরজে ভকতি কৈল পূবব দুআর।
দুআব ছাড দুআবি সহিত কোটাল।
তুক্ষা দবসনে দেখা শ্রীধর্ম্মব দুআব ॥১৩
তামাকর পাটে বৈসএ বেসাতিব হাট।
ভেটিব জে স্বরূপ নারান ঘুচাহ কপাট ॥১৪
তামাকব কডি দিল দুআবিব হাথে।
কপাট ঘুচাএ দিল গডুব মহাসএ ॥১৫
আনন্দেত ভেটহ জাঞা পরভু নিরঞ্জনে।
সেইত দুআরে বরত বি ফুলজল দিএ ॥১৬
গরুড়েক মুকত কৈল গাজন দুআরে। * * ১৭
হীরকের পাটে বেসাতিব বৈসে হাট।
ভেটিব জে স্বরূপনাবান ঘুচাহ কপাট ॥১৮

হীরকর কড়ি দিল ভুআরির হাথে।
কপাট ঘুচাএ দিল উল্লুক মহাসএ ॥১৯
আনন্দেত ভেটহ গিআ পরভু নিরঞ্জনে।
সেইত ভুআরে বরত ঝি ফুলজল দিএ ॥২০
উল্লূক মুকত কৈল পঞ্চম ভুআর।
ভুআর মুকত হইল বরত হৈল সাঅ।
শ্রীরামক সুনিতে হইল ভবনদী পার ॥২১
পরভুর চরনে মজুক নিজ চিত।
শ্রীজুত রামাই রচিল পাঁচালী সঙ্গীত ॥২২

অথ চনা-পাবন

ভুআরিবে ভাই ধর গিআ।
তুহ্মার দণ্ডর নন্দন ।১
পচ্চিম ভুআরে দানপতি জাঅ।
সুনার জাঙ্গালে পথ বাঅ ॥২
সহিতের দানপতি লেগেছে ভুআরে।
বসুহ্মা আপুর্নি আইল সেইত বরনর চনা ॥৩
সেভাই পণ্ডিত চারিসঅ গতি।
চন্দ্র কোটাল নাহি ভাঙ্গএ চনার বিবেচনা ॥৪
ভুআরিরে ভাই ধর গিআ।
তুহ্মার দণ্ডর নন্দন ।৫

লঙ্কার দুআরে দানপতি জাঅ।
রূপার জাঙ্গালে পথ বাঅ ॥৬
সহিতের দানপতি লেগেছে দুআরে।
চবিত্রা আপুনি নিল নীল বরন চনা ॥৭
নীলাই পণ্ডিত আটসএ গতি।
হনুমন্ত কোটাল নাহি ভাঙ্গএ চনার বিবেচনা ॥৮
দুআরিরে ভাই ধর গিআ।
তুহ্মার দণ্ডর নন্দন ॥৯
উদঅ দুআরে দানপতি জাঅ।
তামার জাঙ্গালে পথ বাএ ॥১০
সহিতের দানপতি লেগেছে দুআরে।
গঙ্গা আপুনি লইল কাল বরন চনা ॥১১
কংসাই পণ্ডিতব বাবসএ গতি।
সূবজ্ঞ কটাল নাহি ভাঙ্গএ চনাব বিবেচনা ॥১২
দুআরিরে ভাই ধব গিআ।
তুহ্মার দণ্ডর নন্দন ॥১৩
গাজন দুআরে দানপতি জাঅ।
আম্বর জাঙ্গালে পথ বাঅ ॥১৪
সহিতের দানপতি লাগেছে দুআবে.
দুর্গা আপুনি নিল আম্বর বরন চনা ॥১৫
রামাই পণ্ডিত সোলসঅ গতি।
গরুড় কোটাল নাহি ভাঙ্গে চনার বিবেচনা ॥১৬

অথ নিয়মভাঙ্গা

জম কি করিতে পারে।—
সুক্রবার দিনে গো ঝিঅর করিব হবিস্য।
ভাজা পোড়া পবপাক না খাব আমিস্য ॥১
সনিবার দিনে আসিব জে ধরম দেউলে।
আসা পুরে দিব জে বর ভকত বৎসলে ॥২
তামর ঝারিতে দুর্গা নিল এ খীর পুরিআ।
নিঅম ভঙ্গে ধর্ম্মরাজ গতে সাবধান হইআ ॥৩
নিঅম ভঙ্গে সনিবার পাল এহি শ্রীধর্ম্মর ঘবে।
সনিবার দিনে নিঅমে থাকিলে জম কি করিতে পারে॥
সুক্রবার দিনে গো ঝিএ করিব হবিস্য।
ভাজা পোড়া পরপাক না খাব আমিস্য ॥৫
সনিবাব দিনে আসিব ধবম দেউলে।
আসা পুরে দিব বব ভকত বৎসলে ॥৬
হীরার ঝারিতে পার্ব্বতী নিল অমৃত পুরিআ।
নিঅম ভঙ্গে ধর্ম্মরাজ গতি সাবধান হইআ ॥৭
দিবাব নিঅম গেল নিরখবে।
দেবীর নিঅম পীরিত বাটিলেই কবে।
সোলসঅ গতি।
নিঅমে আছে নিঅম দেই একে একে ॥৮
শ্রীধর্ম্মচরনে পণ্ডিত রামে গাএ।
কন সদাসিব ভজ সুত নিরঞ্জনর পাএ ॥৯

পচ্ছিম দুআরে বসুআ আমনি গতি নিলা
জগানে নীববাটী।
সেহি পীরিত তথা বরদা হইআ।
বসুআ আমিনি আইল জঅ জঅ দিআ॥
লঙ্কার দুআরে চরিত্রা আমিনি গতি নিলা
জগানে খীর বাটী॥১
সে খিরবাটী তথা ববদা হইআ।
চরিত্রা আমিনি আইল জঅ জঅ দিআ॥
উদআ দুআরে গঙ্গা আমিনি গতি নিলা
জগানে মধু বাটী॥২
সেহি মধু বাটী তথা বরদা হইআ।
গঙ্গা আমিনি আইল জঅ জঅ দিআ।
গাজন দুআরে দুর্গা আমিনি গতি নিলা জগানে
পীবিত বাটী॥৩
সেহি পীরিত বাটী তথা ববদা হইআ।
দুর্গা আমিনি আইল জঅ জঅ দিআ॥
পঞ্চম দুআবে অভআ আমিনি গতি নিতি নিলা
জগাঁনে বাটী॥৫
সেহি দ্রব্য বাটী তথা বরদা হইআ।
অভআ আমিনি আইল জঅ জঅ দিআ॥৬
গাইল পণ্ডিত বামাই ভাবি নিরঞ্জন।
হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন॥৭

অথ হোম

বাম্ভন পণ্ডিত আইল জেই দেব নিরঞ্জন।
পচ্চিম দুআরে আজি স্থনিব বারতা ॥১
সেতাই পণ্ডিত আইল চারিসঅ গতি।
হোম জজ্ঞ করি দিল তামর অঙ্গুরী ॥২
হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বাম্ভন পণ্ডিত আইল দেব নিরঞ্জন ॥৩
লঙ্কার দুআরে আজি স্থনিব বারতা।
নীলাই পণ্ডিত আইল আটসঅ গতি।
হোমজজ্ঞ করি দিল তামর অঙ্গুরী ॥৪
হোমজজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বামুন পণ্ডিত আইল দেব নিরঞ্জন ॥৫
উদঅ দুআবে আজি স্থনিব বারতা।
কংসাই পণ্ডিত আইল বার সঅ গতি।
হোমজজ্ঞ করি দিল তামর অঙ্গুরী।
বামুন পণ্ডিত আইল দেব নিরঞ্জন ॥৬
গাজন দুআরে আজি স্থনিব বারতা।
রামাই পণ্ডিত আইল সোলসঅ গতি।
হোমজজ্ঞ করি দিল তামব অঙ্গুরী ॥৭
হোমজজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বামুন পণ্ডিত আইল দেব নিরঞ্জন ॥৮

পঞ্চম দুআরে আজি শুনব বারতা।
গোসাঞী পণ্ডিত আইল অহন্যেক গতি।
হোম জজ্ঞ করি দিল তামর অঙ্গুরী ॥৯
পদ্মভূর চরনে মজুক নিজ চিত।
শ্রীজুত রামাই রচিল মধুর সঙ্গীত ॥১০

টীকা-প্রতিষ্ঠ

নাট গীত করে গতি এ চারি চৌপর রাতি
তামর অঙ্গুরী লইএ করে।
বেদ মন্ত্র আবাহন কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
বসিআ সে শ্রীধর্ম্ম দুআরে ॥১
পশ্চিম দুআরে কে পণ্ডিত সেতাই সে
চারিসঅ গতি লঅ আসি।
চন্দ্র কোটাল বোলে বস্তা আছে পাটসালে[১]
আম্মিনি বসুআ ঘট দাসী ॥২
নাট গীত করি গতি এ চারি চৌপর রাতি
তামর অঙ্গুরী লইএ করে।
বেদ মন্ত্র আবাহন কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
বসিআ সে শ্রীধর্ম্মর দুআরে ॥৩

১ "নাটসালে"—পাঠান্তর।

লঙ্কাব দুআরে[২] কে   পণ্ডিত নীলাই সে
আটসঅ গতি লইস্মা বসি[৩]।
হনুমস্ত কোটাল বোলে   বস্যা আছে পাটসালে
আমনি চবিত্রা ঘটদাসী ॥৪
নাট গীত করে গতি   . এ চাবি চৌপর বাতি
তামব অঙ্গুবী লইস্যা করে।
বেদ মন্ত্র আবাহন   কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
বসিআ সে শ্রীধর্ম্মব দুআবে ॥৫
উদঅ[৪] দুআরে কে   পণ্ডিত বংসাই জে
বাবসঅ গতি লইএ বসি।
সুবজ কোটাল বোলে   বস্যা আছে পাটসালে
আমনি গঙ্গা ঘটদাসা ॥৬
নাট গীত কবে গতি   এ চাবি চৌপর রাতি
তামর অঙ্গুবী লইএ করে।
বেদ মন্ত্র আবাহন   কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
বসিআ সে শ্রীধর্ম্মব দুআরে ॥৭
গাজন দুআরে কে   পণ্ডিত রামাই সে
সোলসঅ গতি লইএ বসি।
গরুড় কোটাল বোলে   বস্যা আছে পাটসালে
আমনি দুর্গা ঘটদাসী ॥৮

(২) "দক্ষিণ"—বে০ গ০ পু০   (৩) "আসি"—বে০ গ০ পু০
(৪) "পূরব"—পাঠান্তর।

নাট গীত করে গতি এ চাবি চৌপর বাতি
তামর অঙ্গুরী লইএ করে।
বেদ মন্ত্র আবাহন কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
বসিআ সে শ্রীধর্ম্মর দুআরে ॥৯
পঞ্চম দুআরে বে ' পণ্ডিত গোঁসাই সে
আইল অনেক গতি লইএ বসি।
উল্লূক কোটাল বোলে বস্যা আছে পাটসালে
আমনি অভআ ঘটদাসী ॥১০
শ্রীধর্ম্মচরনে গীত পণ্ডিত রামাই গাঅ।
কলুস নাসিব ভজ নিরঞ্জনর পাএ(৫)।
ভকত লাএকে ধবএ হব বরদাঅ ॥১১

সুনার খেড মন্দির হইল তখন সুনার হৈল কপাট।
জঅনা জাত্রি এহি ধর্ম্মর মণ্ডপ বেড়িআ গেল
দোকানি পাতিআ গেল হাট ॥১
বেচা কেনা কর নর শ্রীধর্ম্মর আছিল বর
রাজা রানী দেখএ কুতূহলে।

(৫) "ধর্ম্মচরন গুণে শ্রীজুত রামাই ভণে
রচে কবি অনাদ্যের দাস।
অর্চ্চনা করিএ মনে ভেবে পূজ নিরঞ্জনে
ভক্তগণের বিঘ্নি কর নাস॥" ইতি পাঠ—বং৽গ৽পু৽।

বাঘে কপিলাঅ   এক ঘাটে জল খাঅ
কেহ কারে নাহি ধরে বলে ॥২
রূপার খেড় মন্দির হইল তখন রূপার হৈল কপাট।
জঅনা জাত্রি এ ধর্ম্মর মন্দির বেড়িআ গেল
দোকানি পাতিআ গেল হাট ॥৩
বেচা কেনা কর নর   আছিল ধর্ম্মর বর
রাজা রানী দেখএ কুতূহলে।
হনুমান রাক্ষসে   একই ঘাটে জল খাঅ
কেহ কারে নাহি ধরে বলে ॥৪
তামাকর খেড-মন্দির হইল তখন তামাকব হৈল কপাট
জঅনা জাত্রি এ ধর্ম্মর মণ্ডপ বেড়িআ গেল
দোকানি পাতিআ গেল হাট ॥৫
বেচা কেনা কর নর   আছিল ধর্ম্মব বর
রাজা রানী দেখএ কুতূহলে।
সাপে গরুড়ে   একই ঘাটাতে জল খাঅ
কেহ কারে নাহি ধরে বলে ॥৬
তামাকর খেড় মন্দির হইল তখন তামাকর
হইল কপাট।
জঅনা জাত্রি এ ধর্ম্মর মণ্ডপ বেড়িআ গেল
দোকানি পাতিআ গেল হাট ॥৭
বেচা কেনা কর নর   আছিল ধর্ম্মর বব
রাজা রানী দেখএ কুতূহলে।

সাপে নেউলে একই ঘাটে জল খাঅ
কেহ কারে নাহি ধরে বলে ॥৮
শ্রীধর্ম্মচরন গুনে শ্রীজুত রামাই ভনে
হউ কবি অনান্তর দাস।
ভকতি অচলা করা পূজ নিরঞ্জনে
জদি হব ভবনদী পার ॥৯

অথ যম-পুরাণ

মঞ্চপরে দূত সুকল ধরএ ছাতা।
হাথ করএ নিল দূত সজর ডালা ॥১
দূত রূপ ছাড়িআ মনুষ্যরূপ ধরিএ।
(হিন্দুর ভূত নগরে সেন্ধাঅ) ॥২
সজ বাড়াইএ দিল মণ্ডপ ভিতরে।
পণ্ডিত রাম কেবল আইসে টীকা দিতে ॥৩
একেত পণ্ডিত কড়ি লোব পান।
বাম হাথত টীকার বাটি বারি হএ জল ॥৪
টীকা জদি দিলান দূতর কপালে।
দুই হাথত দুই দূত ধরিলাক রামে ॥৫
কোমরেত তোপ দিল পাএত ডাড়ুকা।
ধরি লএ জাঅ যজর গুআ চোর ॥৬
জেখানে বসিআ আছে জম ধর্ম্মরাজ।
রামাএ ধরি লএ গেল ধর্ম্মর সাক্ষাত ॥৭

সুন সুন দূত ভোগর গুআ খাঅ।
করাত ভেজাএ রামাএ কর দুই খান ॥৮
একেত দূত দুর্জ্জআজ্ঞা পান।
কোলর মৃদঙ্গ জেন দুহাথে বাজান ॥৯
করাত ভেজাএ দিল রামর মাথে।
চেরা না জাঅ রাম সঙরে করতাব ॥১০
ধার খসে পড়এ করাত রামাই হৈল পার।
সুন সুন দূত আহ্মার রাখ মান ॥১১
হাথত পাএত বাঁধিএ ফেল আগুনির উপব।
সোল জোজন জুড়িআ অগ্নিপ্রভা উথল তৎপর ॥১২
হাথত গলএ বান্ধি ফেল আগুনির উপর।
পুড়া লইআ জাএ রামাই সঙরে করতার ॥১৩
হেমসীতল আগুন হইল তথি পব।
সুন সুন দূত আহ্মার রাখ মান।
হাথত গলত বান্ধি ফেল সমুদ্র ভিতর ॥১৪
বুক তুলি দেহ পাসান জগদল।
হেলিতে হেলিতে দুহি মাস জাএ রসাতল ॥১৫
মরএ নাই রাম সঙরে করতার।
এক জন্মত হইল জল তথি হইল পার ॥১৬
শ্রীধর্ম্মচরনে গীত পণ্ডিত বামাই গাএ।
* কলুস নাসিব ভজ নিরঞ্জনব পাএ ॥১৭

যমদূতসংবাদ

ধর্ম্মর আমনিকে ছুঁও নাই জমদূত ভাই।
নিজ সেবক ব্রতদাসী নিরঞ্জনর ঠাঁই ॥১
চিট্যা ফটা দেখ দূত গলাঅ তুলসী।
নিজ সেবক বটি মুরা নিরঞ্জনর দাসী ॥২
পলাঅ জমর দূত পলাএ জাএত দূর।
ফেলিআ মারিব হাথর ধূনা চূর ॥৩
সুনার খেড় মন্দির সুনার নাটসাল।
চন্দ্রহাস খাঁড়া হাথত চন্দ্র কোটাল ॥৪
পথ ছেড়ে দেহ মোহরে জমদূত ভাই।
নিজ সেবক ব্রতদাসী নিরঞ্জনর ঠাঞি ॥৫
পালা পালা জমদূত পালাএ জারে দূর।
ফেলিআ মারিবু হাথর ধূনা চূর ॥৬
রূপাব খেড মন্দির রূপার নাটসাল।
গাছ পাথব হাথে হনুমন্ত কোটাল ॥৭
পথ ছেড়ে দেহ মোহরে জমদুত ভাই।
নিজ সেবক ব্রতদাসী নিরঞ্জনর ঠাঞি ॥৮
পালা পালা জমদূত পলাএ জারে দূর।
ফেলিআ মারিবু হাথর ধূনা চূর ॥৯
তামাকর খেড মন্দির তামাকর নাটসাল।
সেল ডকবুস হাতে সূরজ কোটাল ॥১০

পথ ছাড়ি দেহ মোহরে জমদূত ভাই।
নিজ সেবক ব্রতদাসী নিরঞ্জনর ঠাঞি ॥১১
পালা পালা জমদূত পলাএ জারে দূর।
ফেলিআ মারিবু হাথর ধূনা চুর ॥১২
আবকর খেড মন্দির আবকর নাটসাল।
ঝাটি ঝগড়া হাথ গরুড কটাল ॥১৩
পথ ছাডিএ দেহ মোহরে জমদূত ভাই।
নিজ সেবক ব্রতদাসী নিরঞ্জনর ঠাঞি ॥১৪
পালা পালা জমদূত পালাএ জারে দূর।
ফেলিআ মারিবু হাথর ধূনা চুর ॥১৫
হীরকর খেড় মন্দির হীরার নাটসাল।
জীবনাস চূড হাথ উল্লূক কটাল ॥১৬
গাইল পণ্ডিত রামাই ধর্ম্মপদে মতি।
এ সুখসাগরে পার করহ জগপতি ॥১৭

যমরাজসংবাদ

জমরাজ বসাআছে ধবল সিংহাসনে।
চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান করএ দূত জমর বিদ্যমানে ॥
ঘড়াটি ঘড়াটি হাঁকিতে মেদিনী করে টলমল।
কেউনা ধরিতে পারে ধর্ম্মঘরর আমনি ॥২
যমরাজা পডিল ফাঁপরে।
আসিআ জমের মা জমকে দিল গালি ॥৩

পুত্র আজ করিলি রে সর্ব্বনাস।
শ্রীধর্ম্মর দূত নগরে বেটিএ গেল ॥৪
নিচ্চয় পড়িল পরমাদ।
কাণ্ড মাণ্ড করএ জম দাঁতে করএ খড় ॥৫
শুন হে পণ্ডিত রাম ভাই।
ইঅর ভরিব আহ্মি সমন বধিব তুহ্মি
পান ফুল দিআ পাঠাই ॥৬
পচ্চিম দুআরে কে পণ্ডিত।
সেতাই জে চারিসঅ গতি আনি লেখ্যা ॥৭
চন্দ্র কটাল জে বসুআ ঘটদাসী।
দূত নাহি ডরাই তুহ্মাক দেখিআ ॥৮
জমরাজ বসাছে ধবল সিংহাসনে।
চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান করএ দূত জমর বিত্তমানে॥৯
লঙ্কাব দুআরে কে পণ্ডিত।
নীলাই জে আট-সঅ গতি আন লেখ্যা ॥১০
হনুমন্ত কোটাল জে চরিত্রা ঘটদাসী।
দূত নহি ডরাই তুহ্মাক দেখিআ ॥১১
জমরাজ বসাছে ধবল সিংহাসনে।
চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান করএ
দূত জমর বিত্তমানে ॥১২
উদঅ দুআরে কে পণ্ডিত।
কংসাই জে বারসঅ গতি আন লেখ্যা ॥১৩

সূরজ কোটাল জে গঙ্গা ঘটদাসী।
দূত নহি ডরাই তুহ্মাক দেখিআ ॥১৪
জমরাঅ বসাআছে ধবল সিংহাসনে।
চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান করএ
দূত জমব বিশ্বমানে ॥১৫
পাজন দুআরে কে পণ্ডিত।
রামাই জে সোলসঅ গতি আন লেখ্যা ॥১৬
গরুড় কোটাল জে দুর্গা ঘটদাসী।
দূত নহি ডরাই তুহ্মাক দেখিআ ॥১৭
জমরাঅ বসাআছে ধবল সিংহাসনে।
চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান করএ
দূত জমর বিশ্বমানে ॥১৮
পঞ্চম দুআরে কে পণ্ডিত।
গোসাঞি জে অহনেক গতি আন লেখ্যা ॥১৯
উল্লুক কোটাল জে অভআ ঘটদাসী।
দূত নহি ডরাই তুহ্মাক দেখিআ ॥২০
শ্রীধর্ম্মচরন গুনে শ্রীজুত রামাই ভনে
হউ কবি অনাদ্যর দাস।
অর্চ্চনা করিআ ভাবি পূজ নিরঞ্জনে
জদি হব ভবনদী পার ॥২১

অথ বৈতরণী

বৈতরনী ভাল বৈষ্ণার হম ন হারে।
কে জাব কে জাব ভাই ভবনদীপার ॥১
আডাঅ বাঘর ভঅ জলত কুম্ভীর।
দেখিল কতেক জাতি আসি ছিল তথা ॥২
বৈতরনী বৈতরনী আড়া পর্ব্বত সমতুল।
চারিভিতে রুএ বিসাই নানা বন্নর ফুল ॥৩
বৈতরনী আড়ে দীঘে উবু সোল কোস।
চারিভিতে কলা গাছ জলর ভিতর ॥৪
খেলা কবেস্ত নানা বন্নর মাছ।
রূইল বসন্ত গাছ রাখিল পল্লব।
নানা বন্নর পাখী আছি তথির উপর ॥৫
গঙ্গাজল ভবনদী গোহির গভীর।
নামএত বক্ত বহে উপরেত নীর ॥৬
বৈতরনীত গঙ্গা উভএ চৌদ্দতাল।
বৈতরনীর জল ফুটি করএ টকভক ॥৭
বৈতরনীর কূলে দানপতি আছে ডাগুাইআ।
দুকূলর ঢেউ আইসে দুকূল ভাইসাইঅ ॥৮
উপরর ঢেউ আসে গগনগিরি ছুআ।
তা দেখিএ পাপীর পান গেল জে উডিআ ॥৯
সইতর দানপতি পার হব নাকে।
কানর সুনা ভাঙ্গাইএ গড়ান নৌকাখানি ॥১০

সুনার সে নৌকা রূপার কেরআল।
সাত পাঞ্চ তাহে ধর্ম্মে নাএ দিল কাছি।
ধীরে ধীরে টানে নৌকা ডুআরি ডাঁড় রাখি ॥১১
নিরঞ্জনর ধনভাণ্ডার নাএ দিল ভরা।
গাভীর পুচ্ছ ধরি দানপতি করএ পার ॥১২
রজত কাঞ্চন দান করএ তত্তখন।
ওরে নাউড়ে জলেত রচিলা স্থান ॥১৩
আপুনি নিরঞ্জন ধরেছ কাণ্ডার।
ধর্ম্মে নৌকা বাহে উজানি ভাটাল ॥১৪
চারিদিকে আনাম দেখ ভয়ঙ্কর।
ইন্দ্রভবন হএছে সরগদুআর ॥১৫
নিস্তার ভাব রে পরানি।
কেমন মত হব পার ভববৈতরনী ॥১৬
তরাতরি পার হএ জান দানপতি।
ঘাটর ঘাটলি রাজা বিনে মুক্ত জাঅ ॥১৭
সেইত দীবর কাছ জম রাজার ঘর।
উবু সোল কোস বটে জমর সুনার গড ॥১৮
চন্দনে চর্চ্চিত বটে জম রাজার নাছ।
গড়ুর উপরে আছে পারিজাত গাছ ॥১৯
সেহিখানে বটে জম রাজার বসিবার থানা।
চারি জুগর বট বস্ত তুদ্ধি ধর্ম্ম হইও সাখী।
বৈতরনী পার হএ ডুআরিখা রাখি ॥২০

মন হৈল নৌকা পবন কেরআল।
সুনার নৌকা জে রূপার কেরআল ॥২১
হাথ ধরিএ দ্বিজ রাম সআগে কৈল পার।
পার হএ দানপতি আর নই গাঙ্গ।
দেখাল অধর্ম্ম ঘর একঁখানি জাঙ্গাল ॥২২
শ্রীধর্ম্মচরনে পণ্ডিত রামাই গান।
ভকত নাএকে ধর্ম্ম করিব কল্যান ॥২৩

ইতি যমপুরাণ সমাপ্ত।

অথ ধর্ম্মস্থান

আইদ ভূপতি নিমাব দেহারা ধর্ম্ম জথা আইদস্থান।
নব খণ্ড পৃথিবী ঠেকেছে মেদিনী
ধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান ॥১*
চানক দিল মানিক ভাণ্ডার পুখুর আড়র উপর।
চিত্রগড়র কামিনা বিসাস্তর ॥২
চিরিআ বাঅতি পার্থ পাসান চিরিআ।
কন বলিএ ধরিলা সূতর ধার ॥৩
উত্তর দখিন পচ্চিম ভাণ্ডার ঘর।
পূরবে রাখিল দুআর তিন খানি।
ঘর হইল চাল হইল কামিনা রাখিল পাছ ত্তর ॥৪

আডার মাইজ খানে দপ্পন সোভা করে।
বিচিত্র ভাণ্ডার ঘর ভাণ্ডার পানের স্তম্ব লাগে
চন্দনর নাদন ॥৫
সাডকে লাগিল জান।
এহি না ভাণ্ডার ঘরে ' দপ্পন সোভা কবে
বেরাল পাটর বাছান ॥৬
তালর কাঁড়ি লাগে গুআর বাখারি
ছিটনি তথিব উপব।
বেরাল পাটর গোটী সভা করে
লাগিব সে থরে থর ॥৭
মোউরর ছাইল ভাণ্ডার ঘর।
বেরাল পাটর লাগে পাটে।
পিডাঅ সভা করে সুনার কলস ॥৮
তথি উড়ে নেতর স্তুতি।
সুনার কলস দিল নেতর পতকা
দিল জে তুলিআ।
টুঁই মুডিআ নামএ এল বিসান্তর।
ধর্ম্মচরনগুনে শ্রীজুত রামাই ভনে
হঅ কবি অনাত্বর দাস।
অর্চ্চনা করএ ভাব পূজ নিরঞ্জনে,
জদি হব ভবনদী পার ॥

কোন মতে পাত্র দেবকাজে না করিহ হেলা।
রাজা হরিচন্দ্র ধর্ম্ম সেবা করিব।
খেনে আছএ চারি পহর বেলা ॥
কেহ মাটি কাটে কেহ পাথর চাঁছে
হাতী মাড়মব খটা।
কাটিআ ছিডিআ মাপিআ জখিআ
সত হাথে হইল পোতা ॥
বাতিত পাথর চারি পাতি কর
কতে হল সুদ সুনার আডা।
কাঞ্চন বাঁধিআ মেজে করিল কাট ডাল।
মণ্ডপে ফটিকের খাম লাগে চন্দন নাদন।
আর সাত ডকে লাগিল গজান।
ইলা মণ্ডপে দপ্পন সভা করে।
বেরাল পাটেব গাটী সুনার কডি লাগে
রূপার বাখারি ছিটিকে তথির উপবে
বেরাল পাটের গাটী
সভা করে গোডি বসে থরে থর।
মউর পুচ্ছর ছাউনি ধর্ম্মর ঘঁর।
বেরাল পাটে গাটি পিডাঅ সভা করে।
সুনার কলস তুথি উডএ নেতর ধুতি।
সুনার কলস নেতর পতকা দিল
জে তুলিআ।

জুই মূর্ত্তি হএ কামিন্যা বিসাস্তর
আনাইল অন্তরীখে।
শ্রীধর্ম্মচরনগুনে শ্রীজুত রামাই ভনে
হঅ কবি অনান্তর দাস।
অর্চ্চনা করিআ ভাব পূজ নিরঞ্জনে
জদি হব ভবনদী পার॥

—*—

সূন্যে পূজএ হরিচন্দ্র বিসাদ ভাবিআ মতি।
নূতন মণ্ডপে পাদুকা নাই কামিন্যা পাইব কথি॥
করহ ইহা হরিচন্দ্র মানুস পাঠাও জন দস।
আচম্বিত বিসাই ঠেকিল রাজার সম্মুখে।
সুক্রবার দিনে নিঅমে থাকিব আতপ তণ্ডুল খাইএ
সনিবার দিনে ধর্ম্মপাদুকায় দিব জে,গড়িএ॥
চারি দুআরে আলাম পুতিআ দুআরে দুআরি আগে
বেদমন্ত্র পড়িআ রামাই পণ্ডিত স্থাপিত সে পাদুকা।
কান্দন্তি কামিন্যা ভাই কাজর ভাসুস নাই
থাকুক পাদুকার দাএ ছলিল গোসাঞি॥
ধর্ম্মর চরনে গীত পণ্ডিত রামাই গাএ।
কলুস নাসিব ভজ নিরঞ্জনর পাএ॥

অথ অধিবাস

মণ্ডপ অধিবাস করএ দানপতি।
দুই ভিতে রুএ কলা ভিতর হেমগিবি ॥ ১
ছাওনী মণ্ডপে সভা বান্ধএ বাদলমালা।
পশ্চিম দুআরে পণ্ডিত সেতাই জার চারিসঅ গতি।
হফ্‌ সট দিআ তাহাক রহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি ॥২
মণ্ডপ অধিবাস করএ দানপতি।
চারিভিতে রুএ কলা ভিতর হেমগিবি ॥৩
ছাওআ মণ্ডপর খামে বান্ধএ বনমালা।
লঙ্কাব দুআরে পণ্ডিত নীলাই জার আটসঅ গতি।
হফ্‌ সট দিআ তাহাক রহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি ॥৪
মণ্ডপ অধিবাস করএ দানপতি।
চারিভিতে রুএ কলা ভিতর হেমগিরি।
ছাওআ মণ্ডপর খামে বান্ধএ বনমালা ॥৫
গাজন দুআরে পণ্ডিত রামাই জাব সোলসঅ গতি।
হফ্‌ সট দিআ তাহাক রহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি ॥৬
পঞ্চম দুআবে পণ্ডিত গোসাঞি জার
আছে অনেক গতি।
হফসট দিআ তাহাক বহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি ॥৭

অথ বারমতি পূজার পদ্ধতি লিখ্যতে।

অথ বেড়ামনুই

পচ্চিম দুআরে উরি মাআ ধরে ধর্ম্ম জথা আদিস্থান।
সেতাই পণ্ডিত মনে আনন্দিত পাদ্দ অর্ঘ বহুমান ॥১
পাখালি চরনে মুছিলা বসনে বসিল সুনার খাটে।
নাবাগন তৈল অঙ্গেত লেপিল সিনান করি বৈসে পাটে ॥২

চিনি চাঁপা কলা সেত ফুল মালা
অগোর চন্দন আর।
ঘৃত মধু ফল আতপ তণ্ডুল
গঙ্গাজল ভারে ভার ॥৩
নানা দবব জত আনএ সত সত
সর্করা পুরিআ থালা।
দধি দুগ্ধ খাঁড পূরিআত ভাঁড
ধর্ম্ম পূজএ সুব বেলা ॥৪
পণ্ডিত সেতাই চিত্ত আন নাই
দবব কৈলা নিবেদন।
মুদ্রাত আরোপন দিল আচমন
মুখসুদ্ধি কপ্পূর পান ॥৫
চৌদিকে জঅ জঅ কোলাহল হুঅ
[illegible]নন্দিত ধর্ম্মরাজে।
ঢাক ঢোল বাদ্দ আনন্দিত নিত্ত
সঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি বাজে ॥৬

লোটাইআ খিতি ধর্ম্মেত মিনতি
প্রদখিন সত বার।
মনুই করিআ আনন্দিত হইআ
দখিনেত আগুসার ॥৭
দখিন দুআরে উরি মাআ ধরে
ধর্ম্ম জথা আদি স্থান।
নীলাই পণ্ডিত মন আনন্দিত
পাদ্দ অর্ঘ বহু মান ॥৮
পাখালি চরন মুছিল বসন
বসিল রূপার খাটে।
নারাঅন তৈল অঙ্গেত লেপিল
সিনান করি বৈসে পাটে ॥৯
চিনি চাঁপা কলা সেইত ফুলমালা
অগৌর চন্দন আর।
ঘৃত মধু ফল আতপ তাঁউল
গঙ্গাজল ভারে ভার ॥১০
নানা দবব জত আনে সত সত
সর্করা পুরিআ থাল্য।
দধি দুগ্ধ খাঁড় পূরিআত ভাঁড
ধর্ম্ম পূজএ সুব বেলা ॥১১
পণ্ডিত নীলাই চিত্ত আন নাই
দবব কৈল নিবেদন।

মুদ্রা আরোপন দিলা আচমন
মুখসুদ্ধি কপ্পূর পান ॥১২
চৌদিকে জঅ জঅ কোলাহল হঅ
আনন্দিত ধর্ম্মরাজে।
ঢাক ঢোল বাদ্দ . আনন্দিত নিত্ত
সঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি বাজে ॥১৩
লোটাইআ খিতি ধর্ম্মেত মিনতি
প্রদখিন সতবার।
মন্নুই করিআ আনন্দিত হঞা
পূরব দুআরে আগুসার ॥১৪
পূরবে দুআবে উবি মাআ ধবে
ধর্ম্ম জথা আদিস্থান।
কংসাই পণ্ডিত মন আনন্দিত
পাদ্দ অর্ঘ বহুমান ॥১৫
পাখালি চরনে মুছিলা বসনে
বসিল তামর খাটে।
নারাঅনতৈল অঙ্গেত লেপিল
. সিনান করি বৈসে পাটে ॥১৬
চিনি চাঁপা কলা সেইত ফুলমালা
অগৌর চন্দন আর।
ঘৃত মধু ফল আতপ তাঁউল
গঙ্গা জল সত ভার ॥১৭

নানা দরব জত আনএ সত সত
সকরা পূরিআ থালা।
দধি দুগ্ধ খাঁড পূরিআত ভাঁড
ধর্ম্ম পূজে সুব বেলা ॥১৮
পণ্ডিত কংসাই . চিত্ত আন নাই
দক্ষ কৈল নিবেদন।
মুদ্রা আরোপন দিল আচমন
মুখ সুদ্ধি কর্পূর পান।১৯
চৌদিকেত জঅ জঅ কোলাহল হঅ
আনন্দিত ধর্ম্মরাজে।
ঢাক ঢোল বাদ্দ আনন্দিত নিত্ত
সঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি বাজে ॥২০
লোটাইআ খিতি ধর্ম্মেত মিনতি
প্রদখিন সত বার।
মন্থুই করিআ আনন্দিত হআ
উত্তরেত আগুসার ॥২১
উত্তর দুআরে উবি মাআধরে
ধর্ম্ম জথা আদিস্থান।
রামাই পণ্ডিত মনে আনন্দিত
পাদ্দ অর্ঘ বহুমান ॥২২
পাখালি চরনে মুছিআ বসনে
বসিল পিতল খাটে।

নারাঅন তৈল অঙ্গেত লেপিল
সিনান করি বৈসে পাটে ॥২৩
চিনি চাঁপা কলা সেইত ফুলমালা
অগৌর চন্দন আর।
ঘৃত মধু ফল আতপ তাঁউল
গঙ্গাজল ভারে ভার ॥২৪
নানা দব্ব জত আনে সত সত
সক্করা পূরিআ থালা।
দধি দুগ্ধ খাঁড পূরিআত ভাঁড
ধর্ম্ম পূজএ সুব বেলা ॥২৫
পণ্ডিত বামাই চিত্ত আন নাই
দব্ব কৈল নিবেদন।
মুদ্রা আরোপন দিলা আচমন
মুখসুদ্ধি কপ্পূব পান ॥২৬
চৌদিকে জঅ জঅ কোলাহল হঅ
আনন্দিত ধর্ম্মরাজে।
ঢাক ঢোল বাদ্দ আনন্দিত নিত্ত
সঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি বাজে ॥২৭
লোটাইআ খিতি ধর্ম্মেত মিনতি
প্রদখিন সতবাব।
মমুই করিআ আনন্দিত হএ্যা
সম্মানেত আগুসার ॥২৮

চাদিকে জঅ জঅ সম্ব বাজনা হঅ
ধর্ম্ম নিলা নিজ ধামে।
পূজা অনুসারে দআ কর তারে
বলিল পণ্ডিত রামে ॥২৯

অথ ধুনাজ্বালা।

বৈকণ্ঠেত জীএ ধর্ম্ম বল্লুকাতে স্থিতি।
রত্ন সিংহাসনে বার দিল জুগপতি ॥১
বিচিত্র দেহারাঅ কনক চন্দ্রচুড়ে।
সুসীতল আনামতে জাহার ধ্বজা উড়ে ॥২
বেআল্লিশ বাজনা বাজে জঅঢাক বাজে।
ধর্ম্মর আনাম ভাল বল্লুকাত সাজে ॥৩
এক দিন মার্কণ্ড মুনি ধর্ম্মনিন্দা করেছিল।
সেই অপরাধে মুনি গলিত হইল ॥৪
পতি লএ ঋস্যানি আইল ধর্ম্মস্থানে।
তাহর কাজ সিদ্ধি হইল ধর্ম্ম দরসনে ॥৫
তবেত মানিল মুনি এ গৃহ ভবন।
সেথার সুধিবেন ঋসি সুন নিরঞ্জন ॥৬
কত্রপাল ধুনা চুর জোগাইল লএ।
লইলা ধুনার চুর দখিনাস্ত হএ ॥৭
গঙ্গা জল দিআ সুদ্ধ কৈল ধুনাচুর।
চন্দনর কাট তাঁহে দিলান প্রচুর ॥৮

চন্দনর কাট দিলা ঘৃত ধুনা দিআ।
ব্রহ্ম অগ্নি দিআ রামাই দিল জালাইআ ॥৯
ধূ ধূ সবদে আগুনি উঠিল বিস্তার।
ধর্ম্মর গাজনে দেও জঅ জঅকার ॥১০
কর পুটে শ্মসানি করেন্ত স্তুতিবানী।
তুহ্মার চরন বিনু আন নহি জানি ॥১১
গাএন পণ্ডিত রামএ ধর্ম্মপদতলে।
ভকত নাএক পরভু রাখিব কুসলে ॥১২

অথ ঘোড়া সাজান।

একই তিটকি পরভুর একই দুই হানা।
বার বৎসর পরভুর একই দুই হানা ॥১
আগুনিব পাঅ পরভুব একই দুই হানা।
আগুনির পাঅ পরভুর একই পাটর টনা ॥২
মুক্তর হার লেগেছে রতনে পাকানা।
সুনার ঘণ্টা আদি তাহে বাজিছে বাজনা ॥৩
সাজাইল সেই ঘোডা কি বলিব আর।
জাহরু পিঠে সর্ভা পাএ নিরঞ্জন নৈরাকাব ॥৪
ঘোডা কানি নাধুনি পবন করি বেগ।
তিঁন দিনর পথ করে একই দিনে বেগ ॥৫
সতেক হাথ নেতে কৈল ঘোড়ার নিছনি।
সবগ মরত পাতালেত লেগেছে খুরসানি ॥৬

এক ধরিল আগে এক ধরিল বাগে।
পাটের ডুরি ধার দিল পরমেসরের আগে ॥৭
লম্ফ দিআ পরভু রথ সাজনে জাঅ।
নানা রতন দিআ তথা রথ সাজাঅ ॥৮
ভামা তুলসী হএ গেল্ল স্তুতি।
রথ উদঅ করিল জুগের জুগপতি ॥৯
গাইল পণ্ডিত রামএ ধর্ম্মপদতলে।
ভকত নাএকে পরভু রাখিব কল্লানে ॥১০

অথ বারমাসি।

কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ত। হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎ কল্লি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দান-পতি। সাংস্থর ভোক্তা আমনি। সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারীপাল রাজদূত কোমি কোটাল পরে সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার॥ দাতার দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন মাসে কোন রাসি। বৈশাখ মাস মেস রাসি। হে বসুদেব। বাঁর ভাই বার আদিত্ত হাথ পাঁতি লেহ সেবকর পুষ্পপানি। সেঁবক হব সুখী আমনি ধামাৎ কল্লি। গুরু পণ্ডিত

দেউলা দানপতি সাংস্থর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডাবপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাবেক সুখ মুকতি। এহি দেউলে পড়িব জঅ জঁঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন্ মাস কোন রাসি। বৈসাখ গেলে জৈট মাস বৃস রাসি। হে হরিহর বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি সেবক হব সুখী আমনি ধামাৎ কর্ম্মি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংস্থর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআবি দুআবপাল। ভাণ্ডাবি ভাণ্ডারপাল। রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন হব নাশ। কোন মাস কোন রাসি। জৈঠ গেলে আসাড মাস মিথুন রাসি। হে ভগবান বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অঘ পুষ্প পানি সেবক হব সুখি ধামাৎ কর্ম্মি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংস্থর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব মোখ মুকতি এহি দেউলে পড়ুক জঅ জঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন মাসে কোন রাসি আসাড গেলে সাবন মাস কর্কট রাসি। হে গোবিন্দ বার

ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ ফুল জল সেবক হব সুখি ধামাৎ কন্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংমুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারি ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব মোখ মুকতি এহি দেউলে পড়ুক জঅ জঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন হব নাস। কোন্ মাসে কোন্ রাসি। সাবন গেলে ভাদ্দর মাস সিংহ রাসি। হে নরসিংহ বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ জল পুপ্প পানি। সেবক হব সুখী ধামাৎ কন্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংমুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরী দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন্ মাস কোন রাসি। ভাদ্দর গেলে আসিন মাস কন্না রাসি। হে চন্দ্র বার ভাই বার আদিত্ত হাথপাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুপ্পপানি সেবক হব সুখি। ধামাৎ কন্নি গুরুপণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংমুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারি ভাণ্ডারিপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅ-কার। দাতা দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন

মাস কোন রাসি। আসিন গেলে কাত্তিক মাস তুলা রাসি। হে দামোদর বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি সেবক হব সুখী আমিনি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব মোখ মুকতি। এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। কোন্ মাস কোন্ বাসি। কাত্তিক গেলে অঘান মাস বিছা রাসি। হে মধুসূদন বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি সেবক হব সুখি ধামাৎ কন্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআবি দুআব-পাল ভাণ্ডারি ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন হব নাস। কোন মাস কোন রাসি। অঘান গেলে পৌস মাসে ধনু রাসি। হে পুরুসোত্তম বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি সেবক হব সুখি ধামাৎ কন্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা গতি জাইতি গাএন বাঁএন দুআরি দুআব-পাল ভাণ্ডারি ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল

পাব সুখ মুক্তি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতা দানপতিব বিঘ্ন জাব নাস। কোন মাস কোন বাসি পৌস গেলে মাঘ মাস মকর রাসি। হে মাধব বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ ফুল জল সেবক হব সুখি ধামাৎ কম্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারি ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাবেন সুখ মুক্তি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅ-কার দাতা দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন মাস কোন রাসি মাঘ গেলে ফাগুনমাস কুম্ভ বাসি। হে শ্রীধর বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ্য জল পুষ্প পানি সেবক হব সুখি ধামাৎ কম্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারি ভাণ্ডারপাল বাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুক্তি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅ কার দাতা দানপতির বিঘ্ন জাব নাস।

বার মাসে বার ফুল হইল সমতুল।
পাদুকা স্থাপিত হোইল ধর্ম্মর ফুল ॥১
বার আদিত্ত বার ভাই।
ধর্ম্ম দেবতার লাগ নাই পাই ॥২

গাইল পণ্ডিতরাম ভাবি নিরঞ্জনে।
ভকত জনারে পরভু রাখিব চরনে ॥৩

অথ সন্ধ্যাঁপাবন

সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন।
জঅ সংখ ধ্বনি দিলএ তুষ্ট নিরঞ্জন ॥১
সত্তি জুগে সাঁজা দিল বসুআ আমনি।
সেতাই পণ্ডিত সেথা কবিল সংখ ধ্বনি ॥২
রস দীপ জ্বালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
চারি সঅ গতি দিলাক জঅ জঅ কার ॥৩
সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন।
জঅ সংখর ধ্বনি দিলএ তুষ্ট নিরঞ্জন ॥৪
তেতা জুগে সাঁজা দিলা চরিত্রা আমনি।
নিলাই পণ্ডিত সেথা করিল সংখ ধুনি ॥৫
রস ধুনা জ্বালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
আট সঅ গতি দিলাক জঅ জঅকার ॥৬
সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন।
জঅ সংখর ধুনি দিলএ তুষ্ট নিরঞ্জন ॥৭
দুআপরেত সাঁজা দিলা গঙ্গা আমনি।
কংসাই পণ্ডিত সেথা দিলা সংখর ধ্বনি ॥৮

রস দীপ জ্বালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
বার সঅ গতি দিলাক জঅ জঅকার ॥৯
সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন।
জঅ সংখর ধ্বনি দিলএ তুষ্টু নিরঞ্জন ॥১০
কলি জুগে সাঁজা দিলা দুর্গা আমনি।
রামাই পণ্ডিত আসি দিলা সংখর ধ্বনি ॥১১
রস দীপ জ্বালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
সোল সঅ গতি দিলা জঅ জঅকার॥১২
সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন।
জঅ সংখর ধ্বনি দিলএ তুষ্টু নিরঞ্জন ॥১৩
সুন্ন জুগে সাঁজা দিলা অভআ আমনি।
গোঁসাই পণ্ডিত সেথা করিল সংখর ধ্বনি ॥১৪
রস দীপ জ্বালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
অহনেক গতি দিলা জঅ জঅ কার ॥১৫
গাএন পণ্ডিতরাম ভাবি নিরঞ্জনে।
ভকত নাএকে ধর্ম্ম বাখিব কল্লানে ॥১৬

অথ মন্নুই

মন্নুই চিন্তহ ধর্ম্ম হে গোসাঞি করতার
অনাদি অবতার।
এ তিন ভুবন জিনি রাজত্বি তুম্মার ॥১

পচ্চিম দুআরে ধর্ম্ম দিআ দরসন।
তেনা মনুই দিলা সুনহু নিরঞ্জন ॥২
পচ্চিম দুআরে আছে পণ্ডিত সেতাই।
তেনা মনুই দিলা সুনহু গোসাঞি ॥৩
তেনা মনুই ধর্ম্ম করিআ তখন।
উত্তর দুআরে ধর্ম্ম দিআ দরসন।
তেনা মনুই দিলা সুনহু নিরঞ্জন ॥৪
আতপ তাঁড়ুল দিলা কেসুর পানিফল।
অমর্ত গুটিকা দিলা জোড়া নারিকল ॥৫
অমর্ত গুটিকা ধর্ম্ম করিযা তখন।
আচমন করিবাকু হৈল ধর্ম্মর গমন।
পূরব দুআরে ধর্ম্ম দিআ দরসন ॥৬
পূবব দুআরে আছেন্ত পণ্ডিত কংসাই।
জল খড়িকা জোগাইলা অনাদ্দর ঠাঞি ॥৭
সুনার খড়িকাঅ ধর্ম্ম দসন খুটিআ।
বত্তিস কুলকুচাঅ ধর্ম্ম পবিত্র হইআ ॥৮
সতেক হাত ডালিম্বত মুখানি মুছিআ।
দখিন দুআরে ধর্ম্ম দরসন দিআ ॥৯
দখিন দুআরে আছেন্ত পণ্ডিত রামাই।
কপ্পুর তাম্বুল দিলা অনাদ্দর ঠাঞি ॥১০
কপ্পুর তাম্বুল ধর্ম্ম করিলা তখন।
সুন্ন দুআরে ধর্ম্ম দিলা দরসন ॥১১

সুম্ন দুআরে আছেস্ত পণ্ডিত গোসাঞি।
খাট পালঙ্ক দিলা অনাদ্দর ঠাঞি ॥১২
খাট সিংহাসনে ধর্ম্ম ঢালিআ দিলেন গা।
আলালিলা পদ্মজা কেন হাথ পা ॥১৩
চারি দিকে পড়এ সেইত চামরর বাঅ।
রত্ন সিংহাসনে পরভু সুখে নিদ্রা জাঅ ॥১৪
চারি দিকে রহিল তারা চারি মহারথী।
মাইঝ খানে রহিল জুগর জুগপতি ॥১৫
গাইল পণ্ডিত রামএ ভাবি নিরঞ্জনে।
ভকত নাএকে পরভু রাখিব কল্লানে ॥১৬

অথ ঢেকী মঙ্গলা

কৌতুকেত দেবগন করিতে মঙ্গলন
বসিলা বম্মা বিষ্টু হর।
তেত্তিস কোটী দেব বসিলেন সব
গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥১
পণ্ডিত চারি জনে আনন্দিত পুর মনে
দ্বাদশ ভকত আমনি।
মুক্তহার ধান্ন আনি মুকুতা প্রবাল মানি
দুর্ল্ভ জগতেত বাখানি ॥২
কোটাল চারি জনে আদেসি দেবগনে
নারেদে আনাহ তরাগতি।

চলিল ততঃপর মুনি বরাবর
কহিল দেবর ভারতী ॥৩
সুনিআ মুনিরাজ বাহন করিল সাজ
ঢেঁকী পিঠে করি আরোহন।
ভাবি জুগেসর চলিল মুনিবর
সুনিআ বায়ুমতি ভরন ॥৪
তেঠঙ্গা হইআ জাঅ ভেকর সঙ্গীত গাঅ
উড়িল দেব বিদ্দমানে।
দেখিআ দেবগন আদরে ততখন
বসাইল রত্নসিংহাসনে ॥৫
তিদেব মহারাজা ঢেঁকীর করিলা পূজা
সুগন্ধি পুষ্পর মালা দিআ।
দেবকন্না মেলি দিআ হুলাহুলি
আনন্দেত ঢেঁকী মঙ্গলিআ ॥৬
বাজএ জএঢাক মেঘর সম ডাক
সুনিতে সুধনি বাজনা।
মৃদঙ্গ কাড়া বাজে ফুলর মালা সাজে
আনন্দেত ধর্ম্মর পূজনা ॥৭
পণ্ডিতে বেদগান নিছিআ পেলেন পান
হুলুই পড়এ ঘনে ঘন।
সুমধুর বাজনা সুনি মুকুতা হার আনি
ঢেঁকী এ কর আরম্ভন ॥৮

সোঁউরি কর তার দখিন পদে পার
মুকুতা করিল নিরমান ॥
আনন্দেত পদতল মধুকর কোকনদ
পণ্ডিত রামাই গাঅন।
এহি মোর মনস্কাম তুহ্মি না হইও বাম
দানপতির চিঁন্তহ কল্লান ॥৯

অথ গান্ভারী মঙ্গল

মঙ্গল রাগ

চৌদিকে জঅ জঅ আনন্দেত পূরল
কৌতুকেত বাজএ বাজনা।
গামারি মঙ্গলে চলিল ভকতাগনে
সুনিআ ধাএ সর্ব্ব জনা ॥১
আনন্দে কুতূহলে নিত্ত গীত ভালে
পতাকা চলে সারি সারি।
সোল সংখর ধ্বনি দেহি নিতম্বিনী
অঙ্গনা চলে সারি স্মার ॥২
ভমন করি বুলে গাম্ভারি লইআ মিলে
পাইল তাহার দরসন।
প্রদখিন করি বলে হরি হরি
বস্তেত করিল আলিঙ্গন ॥৩

বোসিল তরুতলে　　　পবিত্র কুস মুলে
পূজা করিল রচনা।
পণ্ডিত বাম্ভন　　　.বেদ নিনাদন
জালিয়া ধূপ দীপ ধুনা ॥৪
কুম্ কুম্ চন্দন　　　কবিআ রোপন
সুগন্ধি আর পুষ্পমালা।
বেদের বিধানে　　　পূজি দেবগনে
নৈবিদ্দ পুবিআ থালা ॥৫
সাঙ্গ পূজাব্রত　　　করি দণ্ডবত
অষ্টাঙ্গ লোটাএ খিতি।
কৃপা কর মোরে　　　অনাদি কবতারে
জুগল পদেত করি স্তুতি.॥৬
ভক্তার প্রধানে　　　করিলা বরনে
বসন ভূসন চন্দনে।
কুঠারি হাতে করি　　　বলে হরি হরি
গাছ কাটে সুভখনে ॥৭
ধর্ম্ম করি মনে　　　আন নাহি জানে
তুমি শর্ব্ব দেব ধাতা।
সুনিএ বচন　　　ওহে নিরঞ্জন
উরিল দেব করতা ॥৮
পড়িল্ল পূর্ব্ব মুখে　　　আনন্দ সর্ব্ব লোকে
সেবকে করিতে উদ্ধার।

আনন্দজুত হএ চলিল সঙ্গে লএ
পবেসে কামার ঘরে ॥৯
কানু নাম ধরে ডাকে বারে বারে
সাজন করি দেহ মোরে।
করিল অঙ্গীকার . সব মোর ভার
সাজন দিব তুহ্মাবে ॥১০
বলিব কি আর সুন হে তৎপব
বিদাএ সভারে কর।
একান্ত করি মন ভাবি নিরঞ্জন
পণ্ডিত রামে কৈল সার ॥১১

ইতি গামারিকাটা সমাপ্ত।

অথ ঘাট-মুক্তা।

ছাড়িআ সুন্ন পরভু ধবল সিংহাসন।
সান কইতে পরভু কবিলা গমন ॥১

পচ্চিম দুআরে পরভু দিলা দরসন। পচ্চিম দুআরে চন্দ্র পহরীকে পাড়িল হুঁকার। আস বাছা চন্দ্র পহবি বাটাল তাম্বুল খাব রূপার রঞ্জিত ঘাটে নির্ম্মান কবি দিব।

তখনত চন্দ্র পহরি প্রভুব আজ্ঞা পাইল।
রূপার রঞ্জিৎ ঘাট নির্ম্মান করিল ॥২

ঘাট নির্ম্মাইল পরভু দেখি বিদ্যমান।
এই ঘাটে সিনান কর সোৰূপ নারান ॥৩
সে ঘাট তেজিআ ধর্ম্ম করিল গমন।
দখিন দুআরে ধর্ম্ম দরসন দিল ॥৪
দখিন দুআরে হনুমন্ত পহরিক হুঁকার পাড়িল। আস বাছা হনুমন্ত পহরি বাটাঅ তাম্বুল খাব সুনার বঞ্জিৎ ঘাট নির্ম্মান করি দিব।
তখন হনুমন্ত পহরি পরভুব আজ্ঞা পাইল।
সুনার বঞ্জিৎ ঘাট নিরমান করিল ॥৫
ঘাট নিরমান হৈল পরভু দেখ বিদ্দমান।
এই ঘাটে সিনান কর সোৰূপ নারান ॥৬
সে ঘাট তেজিআ ধর্ম্ম করিলা গমন।
পূরব দুআরে ধর্ম্ম দিল দরসন ॥৭
পূবব দুআরে সূজ্জ পহবিকে পাড়িল হু কার। আস বাছা সুজ্জ পহরি বাটাল তাম্বুল খাএ। তাম্বর রঞ্জিৎ ঘাট নির্ম্মান করি দিব।
তখনত সূজ্জ পহরি পরভুর আজ্ঞা পাইল।
তাম্বর রঞ্জিৎ ঘাট নিরমান করিল ॥৮
ঘাট নিরমান হৈল পরভু দেখ বিদ্দমান।
এই জলে সিনান করেন সোৰূপনারান ॥৯
সে ঘাট তেজিআ ধর্ম্ম করিলা গমন।
উত্তর ঘাটেত ধর্ম্ম দিলা দরসন ॥১০

উত্তর ঘাটেত গড়ুর পহরিকে পাড়িল হুহুঁকার।
আস বাছা গড়ুর পহরি বাটাএ তাম্বুল খাঅ।
পাসানের রঞ্জিৎ ঘাট নিরমান করি দেয।
তখনত্ত গড়ুর পহরী পরভুর আজ্ঞা পাইল।
পাসানের রঞ্জিত ঘাট নিবমান করিল ॥১১
গঙ্গাজল কূপ জলে বএ জাঅ বান।
এহি জলে সিনান করেন সোরূপনাবান ॥

অথ ধৰ্ম্মস্থান

ওঁ কাব জঅঙ্কার জঅদেব ধম্ম করতার নিব খাএ নিবমান খাএ জোগাএ সিদ্ধেস্বরি অমৃতমুখে বৈস বিদি বিদি কাল কেমন ঘরে রামস্তি রাম রামেশ্বর। মচ্ছ কুম্ভীর সতেক হাত অগ্নি সতেক হাত জল এতটা জলে স্তান করেন নিল্লেপ নৈরাকার।

সংখ উপজিল সংখ সংখর বিচার।
কহ কহ পণ্ডিত সংখর সার।
কোন সংখ জলে স্তান করেন অনাদ্দ করতার ॥১
আদ্দ সংখ জলার জুতি।
হরি হরি সংখ পাপ মুকতি ॥২
কোন সংখে না ছোঁএ পানি।
দখিন সংখে না ছোঞে পানি ॥

দখিন সংখে আপ পঅমানি ॥৩
কে সিরজিল গঙ্গা কে সিরজিল পঙ্ক।
তাহে উপজিল দ্বাদশ অঙ্গুল সংখ ॥৪

হে জঅসম্খ হে বিজুঅসম্খ তুহ্মি সংখ হইএ চিরাই। তুহ্মার জলে স্নান করেন শ্রীধর্ম্ম গোসাঞি। অভিসেক জলে স্নান মনখির কৈসের পাবন সইতের পাবন সচল অচল সৃষ্টি সৃজিলেন গোসাঞি ভকত-বৎসল। সুবন্নের কোদাল রূপার বাঁট। মহাদেব কুদালেন স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল। জটার কুলে পেলেন নীর সে নীর লইআ দসমন্ড গতি বাখানি। ব্রহ্মা হইলেন পণ্ডিত বিষ্ণু হইলেন কন্নি—মহাদেব মেলি করেন জলপাবন, মূলপাবন স্থলপাবন গোষ্ঠীপাবন ছায়াপাবন পণ্ডিতপাবন উত্তর দখিন পূব পচ্চিম পাবন। জীত্ত্রাপাবন। কাআপাবন মুণ্ড পাবন ধড় পাবন। সুবন্নর পুস্কর্ণি রূপার ঘাট এহি ফুল জলে স্নান করেন শ্রীদেব করতার। আদ্দপতি অনাদ্দপতি করিব সার। এহি সুদ্ধ পাটে ধর্ম্মর আগুসার। অস্সথ বেল পলাস মৌউলর পাত। সিনান করেন পরভু তিদসর নাথ। স্নান সন্ধ্যা গোসাঞির চাম্পান দিব ঘাট। ধবল সিংহাসন গোসাঞর ধবল পাট। উরিলেন গোসাঞি ঝলমল করিএ কন্ধে নবগুন পৈতা।

সোন্দ করিআ উঠিলেন গোসাঞি পশু্স বিহানে।
উলুক করেন স্তব পরভু বিজমাবে ॥৫
উঠিলেন গোসাঞি দেবচক্রপানি।
তিভুবন করহ মুক্ত তিদসর মনি ॥৬
ধবল বন্নর আইট ঘোড়া সুজ্জর রথ বন্ধ।
কনক বিচিত্ত রথ তিভুবনময় ॥৭
সোল পাএ ধরিল গোসাঞির সুনার সিকল।
উদঅ করিলেন ভানু ভাস্কর ॥৮
সত মল সাস্ত্র ভুমস্ত জল ভুমস্ত পানি। (?)
এহি পুন্ন জলে স্তান করেন নিরঞ্জন আপুনি ॥৯
স্তান তপ্পন ক'রা ধম্ম অঙ্গে হৈল জোতি।
রামাঞের বচন ধম্ম কর অবগতি ॥১০

অথ তীর্থ আবাহন

আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী ॥১
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সর্ব্বাস্তাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে ॥২
নিরঞ্জনং রূপং জলং ধ্যায়েৎ, মূলমন্ত্রং অষ্টধা জপন্।
কূর্ম্মমৎস্যাঙ্কুশমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ। অথ স্নানমন্ত্রঃ—
নমঃ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥৩

কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি স্নানকালে ভবন্তীহ ॥৪
শূন্যরূপং নিরাকারং সহস্রবিঘ্ননাশনং।
সর্ব্বপরঃ পরোদেবঃ তস্মাত্বং বরদোভব ॥৫

দেবনিরঞ্জনায় নমঃ।

ঘটপট মুক্তিকেস।
ঘট লাগাতে পড়িল আদেস ॥৬
দেবীর ঘট বারি জগতে জানি।
নিঅম ঘটবারি নেহ পুষ্পপানি ॥৭

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি। নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৮
নমঃ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি স্নানকালে ভবন্তীহ ॥৯

শ্রীকামিন্যৈ দেব্যৈ নমঃ॥

গণেশাদিপঞ্চদেবতাঃ পাদ্যাদিভিঃ পূজযেৎ ॥
সিন্ধুজলে সাঁঝা জাল গতি ভাই আনন্দিত মনে।
জয় সংখ ধুনি দিলে তুষ্ট নিরঞ্জনে ॥১০
পচ্ছিমে সুবন্নদীপ জালিযা সাঁঝাকালে।
সাঁঝা দিলে হঅ সুমঙ্গলে ॥১১
সত্তি জুগে দিল সাঁঝা বসুআ আমনি।
সেতাই পণ্ডিত তথা করএ সঙ্খর ধনি ॥১২

রস দীপ জ্বালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
চারি সত্ত গতি দেহ জত্ত জত্তকার ॥১৩
দখিনর জত দীপ জলিআ উজ্জল।
সাঁঝার বেলে সাঁঝা দিল হত্ত সুমঙ্গল ॥১৪
তেতা জুগে সাঁঝা দিল চরিত্রা আমিনি।
নীলাই পণ্ডিত সেথা দেএ সংখ ধুনি ॥১৫
রস দীপ জালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
আট সত্ত গতি দেএ জত্ত জত্তকার ॥১৬
পূব দিকে তামক দীপ জালিআ উজ্জল।
সাঁঝার বেলে সাঁঝা দিলে হএ সুমঙ্গল ॥১৭
দাপরেত সাঁঝা দিলা গঙ্গা জে আমনি।
কংসাই পণ্ডিত সেথা করেন সংখ ধুনি ॥১৮
বস দ.প জালএ কেহ ধূপ ধুনা আব।
বার সত্ত গতি দেএ জত্ত জত্তকার ॥১৯
গাজনে পাসান দীপ জলিআ উজ্জল।
সাঁঝার বেলে সাঁঝা দিল হএ সুমঙ্গল ॥২০
কলি জুগে সাঁঝা দিল দুর্গা জে আমনি।
রামাই পণ্ডিত সেথা করেন সঙ্খর ধুনি ॥২১
রস দীপ জালএ কেহ ধূপ ধুনা আর।
সোল সত্ত গতি দেএ জত্ত জত্তকার ॥২২
সাঁঝা জাল গতি ভাই সাঁঝাত্ত দেহি মন।
সাঁঝার বেলে সাঁঝা দিলে তুষ্ট নিরঞ্জন ॥২৩

গাইল পণ্ডিত রাম ধর্ম্মপদ সার।
গাজন সহিত দেহ জয় জয়কার॥২৪

অথ ধর্ম্মস্নান

করন্তি ধর্ম্ম স্নান পণ্ডিতে বেদগান
দিলেন সভে হুলাহুলি।
সুগন্ধি গন্ধ চুআ ফুল তৈল লইআ
ধর্ম্মের অঙ্গর তুলএ মলি॥১
পচ্ছিম ঘাটে রূপাতে বিরাজিত
বিবিধ কুসুম ফুটে কুলে।
রকত উৎপল সোভিত পানিফল
উল্লাস পাখ করএ জলে॥২
মল্লিকা জাতি জুতি মালতী নানা ভাতি
চম্পক কদম্ব নানা ফুল।
মাধবীলতা জত কস্তুরি বিকসিত
কেতুকি রঞ্জন বকুল॥৩
পূরবে ঘাটে জত তামাক বিরাজিত
বিবিধ নানা ফুলে।
দেবতা কন্যাগন করেন আগমন
আসিআ সিনান কুতূহলে॥৪

শুবাক নারিকল অমৃত সম ফল
দাড়িম্ব টাবা সারি সারি।
সেইত ঘাট দিআ অমৃত ফল লইআ
জাএন গন্ধর্ব্বর নারী ॥৫
উত্তর ঘাটে জত ফটিকে বিরাজিত
পবাল মুকুতা থরে থর।
সে ঘাটে নিরঞ্জন থাকএ অনুখন
দেখিআ সভা সরোবর ॥৬
পণ্ডিত রাম আছে উল্‌ক মুনি কাছে
রহিল সোল সএ গতি।
ধর্ম্মর সিনান কালে জতেক তিথি মিলে
ধায়ন্তি সভে লঘুগতি ॥৭
পণ্ডিত দ্বিজ রাম সকলি শুনধাম
জনন পত্তন সাধনে।
অনাদি পদতল মধুকর কমল
শ্রীরাম পণ্ডিত ভনে ॥৮
সিনান করেন্ত দেব নিরঞ্জন
নাম্বিআ আগমর জলে।
আখণ্ড তুলসী হনু লইআ আসি
দিলেন ধর্ম্ম পদতলে ॥৯
সাগর সঙ্গম সিনান কালে ধর্ম্ম
কুরুখেত্ত গোদাবরী।

নর্ম্মদা গণ্ডকী আইল কৌসকী
ধর্ম্ম সিনানে অবতরি ॥১০
পৈরাগ মাধব নিরন্তর সঙ্গ
আইল ধর্ম্ম স্নান কালে ।
আরতি ভারতী আইল সরস্বতী
সিন্ধু আইল হেন বেলে ॥১১
সেইত গঙ্গা আসি মনে অভিলাসি
আসিআ করিল ভকতি ।
জত তিথি সঙ্গে আইলেন গঙ্গে
ধর্ম্ম থানে পাইব মুকতি ॥১২
সরগে মন্দাকিনী পতিত পাবনী
পাতালেত ভোগবতী ।
প্রভাস পুস্করা আইল তীর্থ বারা
বারানসী লঘুগতি ॥১৩
তৈল আমলকী ধর্ম্মে লএ লেপি
দিল সভে ধর্ম্মরাজে ।
জয় জয় ধুনি দেই নিতম্বিনী
সংখ ঘণ্টা বাজনা বাজে ॥১৪
নাম্বিআত জলে সিনান কুতূহলে
ডাঁড়ান সমুদ্র তটে ।
সংসার তারিতে ধর্ম্ম করি চিতে
বসিলেন হেম খাটে ॥১৫

এ ভব সংসার তাহে কর্ণধার
ধর্ম্ম বিনে গতি নাঞি।
রামাই পণ্ডিত রচিলেন গীত
অন্তকালে দিব ঠাঞি ॥১৬

অথ ধর্ম্ম-সাজন*

পূব দিগ মাঝে কনকলঙ্কা পার।
কনকমণ্ডপ পরভুর কনক বেহার ॥১
সছঁল কামধেনু জথা করএ বিসরাম।
* , * * *২
ডাইনে ডুম্বুর সাই বামে হনুমান।
কর জোড করিআ দুই পাত্র বুঝান ॥৩
মরতে আগমন পরভু কর ভগবান।
* * *৪
উদঅ করহ গোসাঞি তিদসর গতি।
তুহ্মি উদঅ করিলেক নর পাইব মুকতি ॥৫
উদঅ করহ গোসাঞি তিদসর হরি।
তুহ্মি উদঅ করিলে গোসাঞি এ সংসার তরি ॥৬

* "পাঞ্চ দেবতার পূজা ধর্ম্মপূজা অন্নপূজা রথসাজন পরে অর্ঘ্যদান।" এক খানি আধুনিক পুথির অধিক পাঠ।

এতক বচন তুহি পাত্রে জে বলিল।
পাত্রর বচনে পরভুর ধেআন জে ভাঙ্গিল ॥৭
এমনি কপাট তবে ছাড়িআত দিল।
কূম্মর পিঠেত দুই ভঁড়ি জে ঠেকিল ॥৮
ধর ধর সাইনি ভোগর গুআ খাএ।
সপ্ত রথ ঘোড়া আহ্মার আনিআ জুগাএ ॥৯
ঘোড়া নিলা ধুলি পবন কর বেগ।
তিন দিনর পথ ঘোডা কর এক ডেগ ॥১০
মাধাই নামত ঘোডা কি কহিব আর।
জার পিঠে সোভা করেন নেঞ্জা অবতার ॥১১
নাঞি খাএ ঘাস ঘোডা নাঞি খাএ পানি।
সতেক হাথ নেতে কৈল ঘোডার নিছনি ॥১২
সরগ মরত পাতাল ঘোডার খরসানি।
ধবল বরন ঘোড়া নিম্নঅ না জানি ॥১৩
এক ধরিল আগে এক ধরিল বেগে।
পাটর ডোর ধরিআ দিল পরভুব আগে ॥১৪
ঘোডা দেখি পরভুর হরসিত মন।
আপন সাজন পরভু করেন ততখন ॥১৫
ডাহিনে কাচস্তি পরভুর বিকৃখ মরা চন্ডা।
বাম দিগে কাচস্তি পরভুর তিধার খন্ডা ॥১৬
মাথার মুকুট গগনে উঠিআ লাগে।
সরগর ইন্দ্র কাঁপএ পাতালেত বাসুকী লাগে ॥১৭

একই আটকি পরভুর একুই হামা।
যার আদিস্ত পরভুর আগুনির কনা ॥১৮
আগুনির কনা কিম্বা পাটর টোপলা।
মুক্তাহার তথাএ লাগেছে কোপলা ॥১৯
লম্ফ দিআ গোসাঞি জে রথসাজ জান।
নানা রত্ন দিআ তখন রথ জে সাজান ॥২০
তামা তুলসী জে হইআ গেল স্থিতি।
রথে উদঅ করিলেন পরভু জুগর জুগপতি ॥২১
দস গিরিধর কেহ বলএ নিকট কেহ বলএ দুর।
উদঅ কর গোঁসাঞি খচরা সমুদ্দর কুর ॥২২
উঠিলেন গোসাঞি ঝলমল করিআ।
কান্ধে নব গুন পৈতা নূতন করিআ ॥২৩
কারে দেন গুটী গুটী কারে দেন মুটী মুটী
দরিদ্দকে ধন দেন তরাজু ধরিআ।
কান্দে কান্দে দরিদ্দ মাথাএ হাথ দিআ ॥২৪
না কান্দ দরিদ্দ তোর পূরিব আস।
তোরে ধন দিআ জাব তিদস কৈলাস ॥২৫
বেদসাস্ত্র শ্রীনিরঞ্জনর পাএ।
বারমাসি সাস্ত্রর আনিআ জুগাএ ॥২-
ধর্ম্মর চরনে জে পণ্ডিত রামএ গান।
ভকত নাএকে পরভু চিন্তিব কল্যান ॥২৭

অথ পুষ্পাঞ্জলি

সোল সঅ গতি লএ রামাই পণ্ডিত।
ধর্ম্মর করেন পূজা হইআ আনন্দিত ॥১
নানান বাজনা নিত্ত গীত্ত আনন্দে পূরিত।
এমন ধম্মর সেবা ভুবনমোহিত ॥২
ধর্ম্ম সেবা করএ জারা একান্ত ভাবনা।
জে বাঞ্ছিত মনস্কাম পুরএ বাসনা ॥৩
পচ্চিম দুআরে রাজা হৈল উপনীত।
আমিনি সন্ন্যাসী রানী পণ্ডিত সহিত ॥৪
নিপতি কবিল পূজা বুলাইল নীব।
কপাট এড়িআ দেহ চন্দ্র মহাবীর ॥৫
শুনার খাটে পাটে জাস্তির বৈসএ হাট।
ভেটিব সোরূপনারান ঘুচাহ কপাট ॥৬
পচ্চিম দুআরে রাজা জল পুষ্প লএ।
চারি সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিএ ॥৭
অবনি লোটাআ রানী করে স্তুতি বানী।
তুহ্মার চরন বিনু আন নহি জানি ॥৮
লিখিতে নারিল আহ্মি তুহ্মার মহিমা।
জীবর জীবন তুহ্মি গুনর গরিমা ॥৯
বহ্মা বিষ্টু মহেসর জাহার তনএ।
রজ সত্ত তম আদি সর্ব্ব গুনমএ ॥১০

আমার বিসেস দোস খেমা কর মোরে।
সঙ্কটে তারিব মোরে সমন দুস্করে ॥১১
সত সত পদখিন করেন্তু রাজা রানী।
অঞ্জলি করিআ পাএ দিল পুষ্পপানি ॥১২
দখিন দুআরে রাজা হৈল উপনীত।
ধর্ম্মর করেন পূজা হএ আনন্দিত ॥১৩
ভূপতি করিল পূজা বুলাইল নীর।
কপাট এড়িআ দেহ হনু মহাবীর ॥১৪
রজতর খাট পাটে জাত্তির বৈসএ হাট।
পূজিব সোরূপনারান ঘুচাহ কপাট ॥১৫
দেখিল দুআরে রাজা জল পুষ্প লৈআ।
আট সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিআ ॥১৬
অবনী লোটাএ রানী করএ স্তুতিবানী।
তুহ্মার চরন বিনু আন নাহি জানি ॥১৭
লিখিতে নারিলাম আহ্মি তুহ্মার মহিমা।
জীবর জীবন তুহ্মি গুনর গরিমা ॥১৮
বম্ভা বিষ্টু মহেসর জাহার তনঅ।
রজ সত্ত তম তুহ্মি সর্ব্ব গুণমঅ ॥১৯
অসেস বিসেস দোস খেমা কর মোরে।
সঙ্কট্রে তারিব মোরে সমন দুস্করে ॥২০
সত দণ্ডবৎ করে রাজা রানী।
অঞ্জলি করিআ পাএ দিলা ফুল পানি ॥২১

পূরব দুআরে রাজা হৈল উপনীত।
ধর্ম্মর করেন পূজা হৈআ আনন্দিত ॥২২
নিপতি করেন পূজা বুলাইল নীর।
কপাট এড়িআ দেহ সূরজ মহাবীর ॥২৩
সুনার খাটে পাটে জাত্তির বৈসএ হাট।
ভেটিব সোরূপনারান ঘুচাহ কপাট ॥২৪
পুরব দুআরে রানী জলপুষ্প লৈআ।
বার সত্ত গতি পূজএ জয় জয় দিআ ॥২৫
অবনী লোটাআ রানী করএ স্তুতিবানী।
তুহ্মার চরন বিনু আন নাহি জানি ॥২৬
লিখিতে নারিলাম আহ্মি তুহ্মার মহিমা।
জীবর জীবন তুহ্মি গুনর গরিমা ॥২৭
বম্ভা বিষ্টু মহেসর তুহ্মার তনএ।
রজ সত্ত তম আদি সর্ব্ব গুনময় ॥২৮
অসেস বিসেস দোস খেমা কর মোরে।
সঙ্কটে তারিব মোরে সমন দুস্করে ॥২৯
সত সত দণ্ডবৎ করএ রাজা রানী।
অঞ্জলি করিআ পাএ দিল পুষ্প পানি ॥৩০
গাজন দুআরে রাজা হৈল উপনীত।
ধর্ম্মর করেন পূজা হআ আনন্দিত ॥৩১
নিপতি করেন পূজা বুলাইল নীর।
কপাট এড়িআ দেহ গরুড় মহাবীর ॥৩১

স্তুনার খাট পাটে জাত্তির বৈসে হাট।
ভেটিব সোরূপনারান ঘুচাহ কপাট ॥৩২
গাজন দুআরে রাজা জলপুষ্প লআ।
সোল সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিআ ॥৩৩
অবনী লোটাআ পাএ করএ স্তুতিবানী।
তুহ্মার চরন বিনু আন নহি জানি ॥৩৪
লিখিতে নারিল আহ্মি তুহ্মার মহিমা।
জীবর জীবন তুহ্মি গুনর গরিমা ॥৩৫
বম্ভা বিষ্টু মহেসর জাহার তনএ।
রজ সত্ত তম তুহ্মি সর্ব্ব গুনমঅ ॥৩৬
অসেস বিসেস দোস খেমা কর মোরে।
সঙ্কটে তাবিব পরভু সমন দুস্করে ॥৩৭
সত সত দণ্ডবৎ করএ রাজা রানী।
অঞ্জলি করিআ পাএ দেএ পুষ্পপানি ॥৩৮
পুষ্পাঞ্জলি গীত পণ্ডিত রামএ গান।
ভকত নাঅকে ধর্ম্ম চিন্তিঅ কল্যান ॥৩৯

দেবস্থান

ডাক দিআ বলে হর জত দেবগনে।
সুনিব অনাদ্দ কথা ধর্ম্মর পুরানে ॥১
জার জেবা রহথত উরিল সেই স্থানে।
দুর্ল্লভ ধর্ম্মর স্রেবা পাই বহু পুন্নে ॥২

তপসা করেন বম্ভা দেহে দিআ জন্ত্র।
বিষ্টু দেব তপ করএ আবাহনমন্ত্র ॥৩
উদ্ধ পদ হেট মাথা করিএ পসুপতি।
সিঙ্গা ডুম্বুব সিব করিআ সংগতি ॥৪
সিঙ্গাএত গান গীত ডুম্বুরে ধরএ তাল।
ধর্ম্ম ধিআইআ সিব বাজাইছে গাল ॥৫
মুনি গনে তপ কবএ ভাবি এক মনে।
ধর্ম্ম বিনু আন নাহি দেব এ তিন ভুবনে ॥৬
ঋসিগন তপ সাধএ ন ভখিআ নীব।
পুবন্দর তপ করএ দহিআ সবীর ॥৭
আর জত তপ সাধে তুলসী ভখন।
সর্ব্ব দুখ খণ্ডি বৈসএ বিনে নিবঞ্জন ॥৮
বিমানএ চাপিআ পুন বৈকুণ্ঠ গমন।
একান্ত হইআ ভজ ধর্ম্মর চবন ॥৯
বৈকুণ্ঠ ভুবনে ধর্ম্ম হইলেন স্থিতি।
রামাই পণ্ডিত গান জে মধুর ভারতী ॥১০

অথ মুক্তা-মঙ্গল

মেলিআ দেবতা লইআ মুকুতা
মঙ্গল করেন তার।
করি সুভখন কৈল মঙ্গলন
ধর্ম্ম পদ করি সার ॥১

মনে আনন্দিত বারমতি গীত
পুরিল ঘব।
দেবগন মেলি বল্লুকার বালি
আনিলেন ততপর।
বান্ধিআ মঙ্গল দেবতা সকল
তাঁহা ভরিলেন ঘর ॥২
নেতাই পণ্ডিত হৈল উপনীত
দিঢ করি নিল মুঠি।
জঅ জঅ ধর্ম্ম হুঙ্কারিআ বস্তু
রাখিলেন কুর্ম্মর পিঠি ॥৩
নীলাই পণ্ডিত হৈল উপনীত
প্রবেশিল ঘব।
পবাল মুকুতা আনিআত তথা
সুখী জম নিপবব ॥৪
দববর মহিমা কি দিব উপমা
চৌদিকে রোপিল কলা।
মনে অভিলাস গন্ধ অধিবাস
দিআ সাত পুষ্পমালা ॥৫
আনন্দে তরল বান্ধিআ মঙ্গল
দিঢ করি নিল মুঠি।
জঅ জঅকার সকলি সংসার
রাখিল কুর্ম্মর পিঠি ॥৬

রজত কাঞ্চন করিআ জতন
আনিল মার্কণ্ড মুনি।
অন্তরে তরাস মুখে ধর্ম্ম ভাস
রাখ দেব চুড়ামনি ॥৭
সোল উপচার করি একাকার
পূজেন আনন্দ হৈআ।
তবে জুগপতি দেখিআ ভকতি
পুর পূজা কৈল বৈআ ॥৮
কংসাই পণ্ডিত করি নিত্ত গীত
দিঢ করি নিল মুটি।
দেবতা রমনি দিল জঅ ধুনি
রাখিল কুর্ম্মর পিঠি ॥৯
আতপ তাঁড়ুল দেবতা সকল
মুকুতা করিল ভাব।
দেব ঋসিগন সভার জীবন
দুর্ল্লভ সংসারর সার ॥১০
হরিচন্দ্র রাজা তপে মহাতেজা
বারমন্তি ভরিল ঘর।
বৈকণ্ঠ তেজিআ ভকতি বুঝিআ
উরিলেন জুগেসর ॥১১
রাজা দিজে ভক্তি আনন্দিত অতি
একভাবে ধর্ম্মপূজে।

দিআ পুষ্পাঞ্জলি মনে কুতুহলি
নাচে নিপ ঊর্দ্ধ ভুজে ॥১২
হাম মূঢমতি নাঞি ভক্তি স্তুতি
পকাসিআ লেহ পূজা।
তুহ্মি জুগপতি অনন্ত মুরতি
অখিল ভুবনর রাজা ॥১৩
রামাই পণ্ডিত ভুবনে বিদিত
দিঢ করি নিল মুঠি।
ভাবি ধর্ম্মপদ পটি পঞ্চবেদ
বাখিল কুম্মর পিটি ॥১৪
নাএকর মঙ্গল করহ সকল
নিবেদন তুঞা পাএ।
ধর্ম্ম পদতলে দ্বিজ রামএ বোলে
সর্ব্বত্রে হইব সহাএ ॥১৫
চৌদিকে জঅ জঅ আনন্দেত পূর মঅ
করেন মুক্তা মঙ্গলনে।
অনাদি নিরঞ্জন করিলেন আগমন
বার মতি ইন্দব ভবনে ॥১৬
মেলিআ বামা গন আনন্দে পূর মন
পণ্ডিতে মেলি গাএ গীত।
বেদর বিধানে পূজিল দেবগনে
মঙ্গল জৈমন বিহিত ॥১৭

মহী গন্ধ আদি পাসান জগলাদি
দধি পদীপ সুচারু চামরে।
দপ্পন রূপা সনা কজ্জল গোরচনা,
দুব্বা ধান্ন ততপরে ॥১৮
আরোপিএ ঘট দিলেন হক্ সট্*
তাঁডুল ফল গব্ব পুবি।
সিন্দুব সুসোভন সুগন্ধি চন্দন
বসন দিএ পূজা কবি ॥১৯
দুন্দুভি বাজনা বাজাএ ঘনে ঘনা
বরঙ্গ ভোর ধিবকালি।
ভকিতা আমিনি করিল জঅ ধুলনি
সুসংখ ঘণ্টা করতালি ॥২০
জালি দিল চাবি চৌদিকে সাবি সাবি
মুকুতা কবিআ বেটিত।
মনে অভিলাস অর্ঘ্যব সুতবাস
দিআত পূজিল পণ্ডিত ॥২১
ধর্ম্ম চরণ গুনে রামাই পণ্ডিত ভনে
রচএ কবি অনাদ্দব দাস।
আচ্চনা করিআ মনে ভাবি পূজ নিবঞ্জনে
ভকতর বিঘ্নি কর নাস ॥২২

---

*'ছট পুট'—পাঠান্তর

অথ ধর্ম্মপুজা

ধানসী রাগ

দেব নিরঞ্জন পূজাব কারন
ডাক দিআ হনুমানে।
করিআ তুষিত পুখবি নিম্মিত
দেহ মোর সন্নিধানে ॥১
হনুমান আসি মনে অভিলাসী
পদথিন সতবাব।
কবি জোড়কর পবন কোঙর
হনু কৈল অঙ্গীকার ॥২
দেব আজ্ঞা লএ পন্নাম করিএ
হনু জান লঘুগতি।
কবিআ কৌতুকে কুড়ে বজ্র নখে
করিআ অনেক ভকতি ॥৩
ঝুড়ি কদাল নাঞি সঙরে গোসাঞি
সাপটীআ ধরে মাটি।
ধম্ম করি চিতে কুড়িতে কুড়িতে
ঠেকিল কূর্ম্মব পিঠি ॥৪
পাটত বত্তিস গম্ভীব বিসেস
মালভাণ্ডার রই ঘর।
পাএ ধর্ম্মধব পবন কোঙর
কুড়িলেন সবোবর ॥৫

আড়া পরিসর জেন মহীধব
চন্দনর মাল জাট।
রচন সুবন্ন অতি বিচখন
বান্ধিল পচ্চিম ঘাট ॥৬
রূপার সঞ্চার রচি থরে থার
বান্ধিল দখিন ঘাট।
রুবিল নিম্মান নানা অনুষ্ঠান
বিবচিত পাছু বাট ॥৭
তামব পাথর রচি থরে থব
বান্ধিল পূব্বর ঘাট।
কদম্ব বকুল রূপি নানা ফুল
নানা চিত্ত কৈলা সাট ॥৮
মুক্তার পাথব দেখিতে সুন্দব
আনিল পব্বত হৈতে।
অনেক প্রবন্ধে বচি নানা ছন্দে
নিম্মাইল উত্তরতে ॥৯
সূন্ন সরোবর দেখি বীরবর
পাতাল পরবেস কৈল।
ভগতিব জল তুলএ মহাবল
সরোবর পূন্ন হইল ॥১০
দখিন পবন বহএ ঘন ঘন
আসিআ বসন্ত কালে।

শিখিগন মেলি করএ কুতহলি
তাণ্ডব করেন্তি জলে ॥১১
মনর অভিলাস জত রাজহাঁস
চাতক চাতকী ডাক।
খঞ্জনা খঞ্জনী করে নানা ধুনি
উড় বৈসএ ঝাকে ঝাক ॥১২
বীর হনুমান করিল উদিআন
বেড়িআত সরোবর।
ডাড়িম্ব সীফল কপি বিকল
নানা ফুল মনোহর ॥১৩
করি স্নুত বেলা বান্ধি বনমালা
উপনীত ধর্ম্মথানে।
পবন নন্দন করএ নিবেদন
রামাই পণ্ডিত ভনে ॥১৪

অথ মুক্তিস্নান

পুখুর কুড়িআ হনু করিল গমন।
অনাদি নিকট গিআ দিল দরসন ॥১
দুকব জুড়িআ হনু কৈল নিবেদন।
ভকত বৎসল পরভু দেব নিরঞ্জন ॥২
সুভখনে নিরঞ্জন চটি সুনার দোলা।
নানা বাজ উতরোল বাজএ সুভবেলা ॥৩

মিদঙ্গ মন্দিবা বাজএ জঅ সঙ্খ ঘণ্টা।
সবগ লোক মরত লোক হইল উৎকণ্ঠা ॥৪
বম্ভা বিষ্টু মহেসব জত দেব ঋষি।
মুক্‌তা চান করিবাবে মন অভিলাসি ॥৫
সরগ লোক মরত লোক আইল পাতাল।
ইন্দ সুরপতি আইল পাএ সুভকাল ॥৬
জেমন আছিল পূর্বে দেব নিবন্ধিত।
বসিষ্ট নারদ আইল কুলপুরোহিত ॥৭
সুনাব ঘটত বারি করিআ রোপন।
অগব চন্দন ফুল নেতর বসন ॥৮
বম্ভা পড়এ বেদ আগম পুবান।
মহেস বলেন্ত কিছু সুন ভগবান ॥৯
চারি খান ঘাট সোভা দেখি সুপকাস।
তৈল আমলকী দিআ ঘাট অধিবাস ॥১০
হবিদা কুঙ্কুম চুআ চন্দন বাসব।
ধুপে আমোদিত কৈল সেই সবোবর ॥১১
ফটিকর খান জাটি করিল রোপন।
অগর চন্দন ফুল নেতর বসন ॥১২
সুন্ন তিসংখ সোভা অতি মনোহব।
ঝলমল করএ তথি তিসংখ উপর ॥১৩
ঝলমল করএ তথি মুকুতা পধাল।
অনাদি আনন্দর সুখ বাড়িল বিসাল ॥১৪

সারি সারি রম্ভা রূপি গুবাক সুন্দর।
বনমালা নাম্বে তথি অতি মনোহব ॥১৫
পুখরী পিতিঠা কৈল বেদ হুঁস্কাবিআ।
নানা দিব্ব উপহার মঙ্গল বচিআ ॥১৬
বসন অঙ্গুবি ঘাটে করিল নিছনি।
পাট নেত বস্ত আদি দিল নিপমনি ॥১৭
পলাল মুকুতা হীবা পবাঁলি কাঞ্চন।
কৌতুকে দেখিল সুখে দেব নিবঞ্জন ॥১৮
সেই ঘাটে সব্ব লোক কবএ চান দান।
ধম্মবাজে সেবএ লোক হুআ মতিমান ॥১৯
পুত পবিবাব কেহ চাহএ ধন জন।
আনন্দে দ্বিলেন বব দেব নিবঞ্জন ॥২০
আঁধা বাঁঝা বোগী কুড়ী চান কবেন জলে।
অবিস্স তাহাব কাজ সিদ্ধ হএ ফলে ॥২১
মহাপাপী বিনাসন কবএ মুক্তা চানে।
রামাই পণ্ডিত কহএ আগম পুরানে ॥২২

অথ চাস

জত দূর ধম্মর ওঁকার জান।
গাবস্তের মহাপাপ দুরত পলান ॥১

(টীকাপাষন। ফুলপাবিন। পঞ্চদেবতাপূজা। অর্ঘ্য দান।
স্থান।[৮] মুক্তা চান।)

সাম জজু ঋক অথব্ববেদ-
ওঁকার লইআ ধম্মর পঞ্চম বেদ।
সুন সুন পণ্ডিত আগমর ভেদ ॥২
জখন আছেন গোসাঞি হআ দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিয়া বুলেন ঈসর ॥৩
বজনী পরভাতে ভিক্খাব লাগি জাই।
কুথাএ পাই কুথাএ ন পাই ॥৪
হত্তুকী বএড়া তাহে করি দিনপাত।
কত হরস গোসাঞি ভিক্খাএ ভাত ॥৫
আন্ধার বচনে গোঁসাঞি তুহ্মি চস চাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস ॥৬
পুখরী বাঁদাএ লইব ভূম খানি।
আবসা হইলে জেন ছিচএ দিব পানি ॥৭
আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিআ।
পবম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ ॥৮
ঘরে ধান্ন থাকিলেক পবভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব ॥৯
কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়।
কঁত না পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘব ছড় ॥১০
তিল সরিসা চাস কর গোঁসাই বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোসাঞি বিভূতি গুলা গাএ ॥১১

মুগ বাটলা আব চসিহ ইখু চাস।
তবে হবেক গোঁসাই পঞ্চামর্ত্তর আস ॥১২
সকল চাস চস পরভু আর কইও কলা।
সকল দবব পাই জেন ধম্মপূজার বেলা ॥১৩
এত্তেক সুবিধা হর মনেত ভাবিল।
মন পবন দুই হেলএ সিজন করিল ॥১৪
সুনার জে লাঙ্গল কৈল রূপার জে ফাল।
আগে পিছু লাঙ্গলেত এ তিন গোজাল ॥১৫
আস জোতি পাস জোতি আগুদর বড চিন্তা।
দুদিগে দুসলি দিঅা জুআলে কৈল বিন্ধা ॥১৬
সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই।
গটা দস কুঅা দিঅা সাজাইল মই ॥১৭
তাবর দুভিতে চাই দুগাছি সলি দড়ি।
চাস চসিতে চাই সুনার পাচন বাড়ি ॥১৮
মাঘ মাসে গোঁসাই পিথিবি মঙ্গলিল।
জতগুলি ভুম পরভু সকলি চসিল ॥১৯
ভূমে চাস দিঅা পরভু ভূম কৈল তথা।
বীচ ভোক্ত নহি দুগ্‌গা বল তাঁর কথা ॥২০
পাব্বতী বোলেন পরভু না চসিব চাস।
ধেআনে বসিলেন পরভু ছাড়িঅা নিসাস ॥২১
এক দিন রস হাসে কৈলাসে ভোলানাথে।
পেম রসে তিলোচন পাব্বতীর সাথে ॥২২

কৌতুক করিতে সিবে উপজিল কাম।
কামে উপজিল ধান কামদ বলি নাম ॥২৩
এক ধানে হইবাক সহস্রেক নাম।
ইহাতে আসিআ লক্‌খী করিব বিরাম ॥২৪
জতেক ধান গোসাঞি সকলি বুনিল।
চাস চসিআ গোসাঞি লাঙ্গল তুলিল ॥২৫
সাবণ মাসেত ধান হইলেন গছা।
ধান দেখিআ পরভুর মনে বোড ইচ্ছা ॥২৬
ভাদ্দর মাসেত হৈল ধান অতি মনুহর।
ডহর ডাঙ্গর সব একুই সুসর ॥২৭
আসিন মাসেত মেঘে বারিসএ ঝিসিকানি।
নদীএ আছেন কূপ জল পূরিতঙে পানি ॥২৮
কাত্তিকের সোলুঙেতে নাহিক আফুলা।
অঘানে পাকএ সিস নামএ পডএ কলা ॥২৯
তখন গোসাঞি কোন বুদ্ধি জে করিল।
ধান দাইতে পরভুর চিন্তা জে হইল ॥৩০
বিসনাথ বিসকম্মা হুঁঙ্কার পাড়িল।
আসিআত বিঁসকম্মা পরনাম করিল ॥৩১
বনর মিগীক পরভু হুঁকার পাড়িল।
আসিআত মিগবর উপনীত হৈল ॥৩২
জীঅন্ত মিগীর ছাল ছাড়িআ লইল।
বাতাস মণ্ডল জাঁতা ছাইআ লইল ॥৩৩

জাঁতা ছাইআ তথা খোঁটা জে পুতিল।
বিসকম্মাক হর অনুমতি দিল ॥৩৪
ধর ধর বিসকম্মা ভোগর গুআ খাএ।
সত পল সুনার কাস্ত গঠিআ জুগাএ ॥৩৫
তাতা করিআ নন্দি মহাতাক ছাড়িল।
সুনার কাস্তা খানি গঠিআ জুগাল ॥৩৬
সাত নারিকল জলে দাখানি পানিঅল।
মরা মিগ পুনরাএ পরান দান পাইল ॥৩৭
নাম সপ্ত জপিআ মারিল মিগর গাএ।
বনর মিগ তখন বনেত পালাএ ॥৩৮ ✓
সরগর ভীম খেত্তীক জে হুঁঙ্কার পাড়িল।
আসিআত ভীম খেত্তী পরনাম কবিল ॥৩৯
আজ্ঞা দিলেন হর ধান জে দাইতে।
দখিন মুখেত উপনীত হইলেন খেতে ॥৪০
দুব্বার গাঙ্গেত বহুত খানি জোলি।
ভীম ধান দাইলেন আড়াই হাকুলি ॥৪১
মুড়াগিরি পব্বত জুড়িআ পালই দিআ।
হনুমান মহাবীরে পহরি রাখিআ ॥৪২
ভীম খেত্তী হরে গিএ সব জানাইল।
জত ধান ছিল পরভু সকলি দাইল ॥৪৩
দুব্বার গাঙ্গেত বহুতখানি জোলি।
ভীম খেত্তী ধান দাইলেন আড়াই হালি ॥৪৪

সুনিআ ক্রোধিত হইল হর মহাসএ।
সুসু ভীম খেত্তি সে ধানে আগুনি ভেজাএ ॥৪৫
ভীম তবে বরুনর সাথী জে রাখিল।
হিঙ্গুলা দেবীক ভীম সঙ্গেত লইল ॥৪৬
আগুন দিল ধান পুড়ে সবেগে উঠএ ধুঞা।
পালোএতে আগুন দিআ পালাইল ভীমা ॥৪৬
আড়াই হালা ধান পুড়এ দুআদস বছর।
দেবী সুতা কাটএ দেখএ ধুঞাত অম্বর ॥৪৭
চুঁঞা পড়া আঘান দেবী পাইল তখন।
দেবতা সভাত গিআ দিল দরসন ॥৪৮
বিস্তর দুখেত পরভু জনমাইল ধান।
ভীমক চাই বাঞ্জন পটল তাঁউলর আন ॥৪৯
তিন পুখুরীর জল চাই গণ্ডুসেকে।
সাত পুখরীর জল চাই একু নিসাসেকে ॥৫০
কিরূপেত রকৃখা পাইব সব লোক।
এ সকল সুনিআ হরর হৈল সোক ॥৫১
ইন্দর বলিআ হর পাড়িল হুঁকার।
ছিসৃটি রকৃখা কর ইন্দর হৈল ছারখার ॥৫২
খীর কুণ্ডর খীর অমর্ত কুণ্ডর পানি।
অমর্ত বরিসন ইন্দর করিল আপুনি ॥৫৩
গোসাঞি দিলেন তবে বিউম্বির বাঅ।
জত ছিল ছার পাঁস উড়িআত্তে জাঅ ॥৫৪

পুনরপি গোসাঞি ছিহথ বুলাইল।
জেমতি ধান ছিল পূর্ব্ব তেমতি হইল ॥৫৫
এখন মুক্তাক কোন্ কোন্ ধান চাই।
সভাপর মুক্তাহার লাগএ তথাই ॥৫৬
জেঠ ধান বুলেন গোসাঞি ছিছরা আমলো।
আলাচিত ফেফেরি দেখিতে জেবা কালো ॥৫৭
সনা খডকি দুগ্ গাভোগ আসআঙ্গ কল।
আস মুক্তাহার বুলেন দিগুন জার ফল ॥৫৮
কালা মুগড বুলেন গোসাঞি ছডা মারিবার তরে।
নাগর জুআন বুনেন পরভু বাছিআ ভাঙ্গরে ॥৫৯
তুলা সালি বুনেন পরভু তুলা জার গাএ।
আসতির বুলেন পবভু বাঅ গন্ধ বাএ ॥৬০
ধান মাঝে ধান বুনেন বক কডি।
গোতম পলাল বুনেন পাতল জার ছডি ॥৬১
পাঙ্গুসিআ ভাদ্দমুখি বুনেন খেমরাঅ।
তুলন ধান বুনেন বিরিঞ্চি দুদুরাঅ ॥৬২
গুজুরা বোআলি দাড হাতি পাঙ্গব।
বুডা মাত্তা ধান বুনেন দেখিতে সুন্দর ॥৬৩
হাটিআ হুটিআ কআ তিল সাগরি আর।
জার মুক্তাঅ ধম্ম হৈল আগুসার।৬৪
লতামৌ মৌকলজ আর খেজুর ছড়ি।
পব্বত জিরা গন্ধতুলসী আর দলা গুড়ি ॥৬৫

বন্ধি বাঁস গজা আর সীতাসালী ॥
হুকুলি হরিকালি বুলেন কুসুমমালী ॥৬৬
রক্তসাল চন্দনসাল বুনেন এক ভিতে ।
রাজদল মৌকলস বুলেন ভুরিতে ॥৬৭
উডাসালী বিন্ধসালী আর লাউসালী ।
নানা ধান বুনেন পরভু ধান জে ভাদোলী ॥৬৮
রাজদল মৌকলস আজান সিঅলি ।
কালা কাত্তিক মেগি বুলিলেন ভুলি ॥৬৯
খীর কম্বা বুলেন পরভু পছাল রনজঅ ।
কামদ ধান বুলেন পরভু জেবা বাতি জলে হঅ ॥৭০
খুদ্দ দুদুরাজ বুলেন ভজনা বাঁকই ।
মূলা মুক্তাহার পরভু বুনেন একু ঠাঁই ॥৭১
পিপিডা বাঁসগজা বুলেন ককচি ।
সুধু মাধবলতা বুলেন বাগন বিচি ॥৭২
কোটা মেটা রাঅগড় তোজনা আর বোর ।
কোঙর ভোগ জলা রাঙ্গি আর কনকচুর ॥৭৩
লালকামিনি সোলপনা বুনে পাচ্ছা ভোগ ।
আন্ধারকুলি ঘুমলে উলি আর গোপালভোগ ॥৭৪
বুথি আজান লক্ষী বুলেন বাঁসমতী ।
সাল ছাটী পসি কাঁঙদ গন্ধমালতী ॥৭৫
আম পাবন গঅা বালি বুলেন পাথরা ।
মসি লোট ঝিঙ্গা সাল বুলেন তসরা ॥৭৬

সম ধুনা শুআ সান বুনেন টাঙ্গন।
হরি মহীপাল বাঁকসাল বুনে মঙ্গলন ॥৭৭
বাঁকচুর পুআন বিড়ি গেঁড়ি গোপাল।
হুডা বাঁসকাটা বুনে মরিচ মইপাল ॥৭৮
জলার ধান বাঁকুই বুনে লোটাইআ জঅ।
আথল পলিএ দাঅ বিডা বঅ লাঅ ॥৭৯
কহেন রামাই পণ্ডিত ধানর জনম সাঅ।
ভকত নাএকে ধর্ম্ম হব বরদাঅ ॥৮০

অথ নিয়ম-ভঙ্গ

নিঅম ধর পাল সনিবার
এইত অনাদ্দর ঘরে।
শুকরবার দিনে নিঅম নিকেতনে
সমন কি করিতে পারে ॥১
আমিনি সন্নাসী ধর্ম্ম অভিলাসী
নিঅম করিব একা।
সনিবার দিনে বেলা অবসানে
ভেটিব শ্রীধর্ম্ম পাদুকা ॥২
সুনার ঝারিতে বসুআ তুরিতে
লইল্ল নীর পুরিআ।

নিঅম ভাঙ্গে ধর্ম্ম জাত সঙ্গে
চারি সঅ গতি লইআ ॥৩
নিঅম ধর পাল সনিবার
এইত অনাদ্দর ঘরে।
সুকরবার দিনে নিঅমে নিকতনে
সমন কি করিতে পারে ॥৪
আমিনি সন্নাসী ধর্ম্ম অভিলাসী
নিঅম করিল একা।
সনিবার দিনে ভাটী অবসানে
ভেটিব শ্রীধর্ম্ম পাদুকা ॥৫
চরিত্রা তুরিতে রূপার ঝারিতে
লইল খীর পুরিআ।
নিঅম ভাঙ্গে ধর্ম্ম জাত সঙ্গে
আট সঅ গতি লইআ ॥৬
নিঅম ধর পাল সনিবাব
এইত অনাদ্দর ঘরে।
সুকরবার দিনে নিঅমে নিকেতনে
সমন কি করিতে পারে ॥৭
আমিনি সন্ন্যাসী ধর্ম্ম অভিলাসী
নিঅম করিব একা।
সনিবার দিনে ভাটি অবসানে
ভেটিব শ্রীধর্ম্ম পাদুকা ॥৮

তামক ঝারিতে গঙ্গা তুরিতে
লইল পঅ পুরিআ।
নিঅম ভাঙ্গে ধর্ম্ম জাত সঙ্গে
বার সঅ গতি লৈআ ॥৯
নিঅম ধর পাল সনিবার
এইত অনাদ্দর ঘবে।
সুকরবার দিনে নিঅম নিকতনে
সমন কি করিতে পারে ॥১০
আমিনি সন্ন্যাসী ধর্ম্ম অভিলাসী
নিঅম করিল একা।
সনিবার দিনে ভাটী অবসানে
পূজিব শ্রীধর্ম্ম পাদুকা ॥১১
পিতল ঝারিতে দুগগা জে তুরিতে
লৈল সুধা পুরিআ।
নিঅম ভাঙ্গে ধর্ম্ম জাহ সঙ্গে
সোল সএ গতি লৈআ ॥১২
ধর্ম্ম চবন শুনে রামাই পণ্ডিত ভনে
রচে কবি অনাদ্দর দাস।
অচ্চনা করিআ মনে ভাব পূজি নিবঞ্জনে
ভকতর বিঘ্নি কর নাস ॥১৩ *

অথ চনা পাবন

সেত বন্নর ঘোড়া সেত বন্নর জোড়া
সেত বন্নর পাদুকা ।
সেতাই পণ্ডিত , করএ নিত গীত
পসন্ন হইল বল্লুকা ॥১
বসুআ আমিনি সেত চনা আনি
পূজএ দেব নিরঞ্জনে ।
পচ্চিম দুআরে ধম্মর গোচরে
চারি সএ গতি গনে ॥২
নীল বন্নর ঘোড়া নীল বন্নর জোড়া
নীল বন্নর পাদুকা ।
নীলাই পণ্ডিত করে নিত গীত
পূন্ন হইল বল্লুকা ॥৩
চরিত্রা আমিনি নীল চনা আনি
পূজএ দেব নিরঞ্জনে ।
দখিন দুআরে ধম্মর গোচরে
আট সঅ গতি গনে ॥৪
কংস বন্নর ঘোড়া কংস বন্নর জোড়া
কংস বন্নর পাদুকা ।
কংসাই পণ্ডিত করঁএ নিত গীত
পসন্ন হইল বল্লুকা ॥৫

গঙ্গাত আমিনি কাঁস চনা আনি
পূজএ দেব নিরঞ্জনে।
পূবর দুআরে ধর্ম্মর গোচরে
বার সঅ গতি গনে ॥৬
তামর বন্নর ঘোড়া তামাকর জোড়া
তামাক বন্নর পাদুকা।
রামাই পণ্ডিত করে নিত গীত
পসন্ন হৈল বল্লুকা ॥৭
দুর্গাত আমিনি তামর চনা আনি
পূজএ দেব নিরঞ্জনে।
সোল সঅ গতি পূজএ জুগপতি
লইআ আমিনি গনে ॥৮
ধর্ম্ম চরন গুনে রামাই পণ্ডিত ভনে
রচএ কবি অনাদ্দর দাস।
অচ্চনা করিআ মনে ভাবি পূজ নিরঞ্জনে
ভকতর বিঘ্নি কর নাস ॥৯

অথ টীকা-প্রতিষ্ঠা

বাহর কঙ্কন বান্ধি দিল জঅ জঅ কার।
এক মনে পূজা কর দেব করতার ॥১
পচ্ছিম দুআরে আছেএ বসুআ আমিনি।
সেতাই পণ্ডিত তথা চন্দ মহামুনি ॥২

আতপ তাঁড়ুল নিল থালেত পুরিআ।
চারি সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিআ ॥৩
বাহর কঙ্কন বাঁন্ধি দিল জঅ জঅ কার।
এক মনে পূজা কর ধর্ম্ম করতার ॥৪
দখিন দুআরে আছএ চরিত্রা আমিনি।
নীলাই পণ্ডিত তথা হনু মহামুনি ॥৫
আতপ তাঁড়ুল তথি থালাত পুরিআ।
আট সঅ গতি পূজএ ধর্ম্ম ধিআইআ ॥৬
বাহব কঙ্কন বান্ধি দিল জঅ জঅ কাব।
একমনে পূজা করএ ধর্ম্ম করতাব ॥৭
পূব দুআরে আছএ গঙ্গা গো আমিনি।
কংসাই পণ্ডিত তথা সুরজ মহামুনি ॥৮
আতপ তাঁড়ুল নিল থালেত পুরিআ।
বাব সঅ গতি পূজএ ধম্ম ধিআইআ ॥৯
বাহর কঙ্কন বান্ধি দিল জঅ জঅকার।
এক মনে পূজা করএ ধম্ম করতার ॥১০
গাজন দুআরে আছএ দুর্গা গো আমিনি।
বামাই পণ্ডিত তথা গড়ুর মহামুনি ॥১১
আতপ তাঁড়ুল নিল থালাএ পুরিআ।
সোল সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিআ ॥১২
ধম্ম চরণেতে পণ্ডিত রাম গান।
ভকত না একে ধর্ম্ম চিন্তিব কল্যান ॥১৩

অথ হোম-যজ্ঞ

হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বম্ভা বিষ্টু আইলেন্ত আর দেব পঞ্চানন ॥১
বিরিঞ্চি মরীচি পজাপতি আর পুরন্দর।
লঘুগতি আইলা দেব জত রথর উপর ॥২
বিমানে চাপিআ আইলা জত মহামুনি।
সেবক ভাবিতে ধর্ম্ম উরিলা আপুনি ॥৩
পচ্চিমে সেতাই আলা চারি সঅ গতি।
চন্দ কোটাল আইলা হইআ সংহতি ॥৪
হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বম্ভা বিষ্টু আইলেন্ত আর দেব পঞ্চানন ॥৫
বিরিঞ্চি মরীচি পজাপতি পুরন্দর।
লঘুগতি আইলা দেব রথর উপর ॥৬
রিমানে চাপিআ আইলা জত দেবমুনি।
সেবক ভাবিতে ধর্ম্ম উরিলা আপুনি ॥৭
পচ্চিমে সেতাই আইলা চারিসঅ গতি।
চন্দ কোটাল আইলা হইআ সংহতি ॥৮
হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বম্ভা বিষ্টু আইলেন্ত আর দেব পঞ্চানন ॥৯
বিবিঞ্চি মরীচি পজাপতি পুরন্দর।
লঘুগতি আইলা দেব রথর উপর ॥১০

বিমানে চাপিআ আইলা জত দেবমুনি।
সেবক তারিতে ধর্ম্ম উরিলা আপুনি ॥১১
দখিনে নীলাই আইলা আট সঅ গতি।
হনু কোটাল আইলা করিআ সংহতি ॥১২
হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বম্ভা বিষ্টু আইলেন্ত আর দেব পঞ্চানন ॥১৩
বিরিঞ্চি মরীচি পজাপতি পুরন্দর।
লঘুগতি আইল দেব রথর উপর ॥১৪
বিমানে চাপিআ আইল জত দেবমুনি।
সেবক তারিতে ধর্ম্ম উরিলা আপুনি ॥১৫
পুব্বেত কংসাই আইল বার সঅ গতি।
সুরজ কোটাল আইলা করিআ সংহতি ॥১৬
হোম জজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন।
বম্ভা বিষ্টু আইলেন্ত আর দেব পঞ্চানন ॥১৭
বিরিঞ্চি মরীচি আর পজাপতি পুরন্দর।
লঘুগতি আইল দেব রথর উপর ॥১৮
বিমানে চড়িআ আইলা জত দেবমুনি।
সেবক তারিতে ধর্ম্ম উরিলেন আপুনি ॥১৯
গাজনে রামাই আইলা সোল সঅ গতি।
গড়ুর কোটাল আইল করিআ সংহতি ॥২০
জতেক পণ্ডিত কৈল বেদর বিধানে।
তামাক টীকা কপালে দিলেন্ত সেইখনে ॥২১

শ্রীধর্ম্ম চরনেত পণ্ডিত রামাই গান।
ভকত নাঅকে ধম্ম চিন্তিব কল্লান ॥২২

অথ বরাবি রাঁগ

জুড়িআ কোসেক বাট পাতিল ধর্ম্মর হাট
অধিষ্ঠান জঅ নিরঞ্জন।
জোড়া সিঙ্গা বাজে কালি বাজনা বাজাঅ করতালি
বেচে কিনে জার জেবা মন ॥১
অপরূপ ধম্মর বাজার।
কেহ বেচে কেহ কিনে গীত নাট কেহ সুনে.
কেহ দূরে করএ পসার ॥২
ধম্মর বাজাব মাঝে পঞ্চ নাদে বাজনা বাজে
কোলাহল হৈল উতুরোল।
গন্ধ পুপ্প কেহ আনি দেঅ জঅ জঅ ধুনি
ঘন ঘন বাজএ ঢাক ঢোল ॥৩
জঅ জঅ দেই নারী তেজিআ কৈলাস গিরি
নর লোকর দেখিআ ভকতি।
নরর ভকতি দেখি আনন্দিত ধর্ম্ম সুখি
বামদিগে অভআ পার্ব্বতী ॥৪
ধূপ ধুনা জ্বালি মাথে পুটাঞ্জলি ছুই হাথে
একে মনে ধিআন ভাবনা।
এমন জাহার সেবা পরভু তারে করএ কৃপা
সিদ্ধ হঅ মনর বাসনা ॥৫

ভাগ্যবান্ জেই জন ধর্ম্ম পথে দেই মন
তার স্থান হঅ স্বগ্গপুরি।
একান্ত হইআ মন জদি পূজএ নিরঞ্জন
তাবে জম নিতে নই পারি ॥৬

* * . * *

জম বসিলেন সিংহাসনে।
চিত্র গুপ্ত দুই ভাই বসিলেন ধর্ম্ম ঠাঞি
পাপ পুন্ন করি বিচারনে ॥৭
জেবা করএ অন্ন দান বৈকুণ্ঠে তাহার স্থান
তার পুন্ন কি বলিব আর।
দান ধেআন করি জত সবগ চলএ চড়ি বথ
জমর নাহিক অধিকাব ॥৮
চাবি দুআবে আছে কে চারিত পণ্ডিত সে
সোল সঅ গতি আনে লেখি।
চারি কোটাল কাছে চারি আমিনি আছে
নাঞি ডরাঅ জম দেখি ॥৯
দেখি ধর্ম্মর আমিনি সাত পাঁচ মনে মানি
ডরএ জম কাঁপএ থর হর।
ধর্ম্মর আমিনি পাএ দূরেত পনাম হএ
জম রাজা পড়িল ফাঁপব ॥১০
আসিআ জমর মাতা উপদেস কহএ কথা
বিসাদ ভাবহ কেনি মনে।

আসিআ ধর্ম্মর দূতে বসান বিমান রথে
লৈআ গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥১১
মাএব স্নুনিআ কথা ' জমর হিআঅ বেথা
আমার ঘুচিল অধিকার।
ধর্ম্ম পথে দেই মন তার সখা নিরঞ্জন
জম রাজা হইল ফাঁপর ॥১২
ধর্ম্মব চরন গুনে পণ্ডিত বামাই ভনে
রচএ কবি অনাদ্দর দাস।
অচ্চনা করিআ মনে ভাবি পূজ নিরঞ্জনে
ভকত গনর বিঘ্নি কর নাস ॥১৩

অথ বৈতরণী*

কে জাব জাব ভাই ভবসিন্ধু পাব।
আপুনিত নিরঞ্জন করিব উদ্ধার ॥১
মন কর নৌকা পবন কেরুআল।
আপুনিত নিরঞ্জন হোইলা কাণ্ডার ॥২
পুষ্প দীপ মাঝে আছে জম্ রাজাব ঘব।
স্নুবর্ণের সোল ক্রোস জমের নগর ॥৩
তাহার দুআরে আছে পারিজাত গাছ।
চন্দনে চর্চ্চিত হয়্যা জম রাজার নাছ ॥৪

* আদর্শ পুথিতে এই অংশ নাই।

ভাল মন্দ পাপ পুণ্য বিচার সেইখানে
ধর্ম্ম আত্মা স্বর্গ জাএ চাপিআ বিমানে ॥৫
মাযাতে স্রিজিল সিন্ধু নাম বৈতবণী।
দুর্গন্ধি রুধির বহা বহে সেই পানি ॥৬
বৈতরণীব জল তপ্ত জে আঙ্গাব।
আকাশ পাতালে ঢেউ লাগে চমৎকাব ॥৭
উকুলের ঢেউ এসে দুকূল ভরিআ।
মাঝখানে ঢেউ উঠে গগন জুড়িয়া ॥৮
মকব কুম্ভীর তাতে দুব দুর ভাসনা।
সেইখানে জম বাজার নিবন্তব থানা ॥৯
সিন্ধুতটে দানপতি বহে দাণ্ডাইআ।
ইহাতে হইব পাব কেমন কবিআ ॥১০
জলের কল্লোল সুনি দাণ্ডাইল তটে।
আগে পাছে জাতে নাই বিষম সংকটে ॥১১
চিন্তায় চিন্তিত হয্যা ভাবে মনে মন।
পার কব ধর্ম্ম বাজা লইলাম স্মবন ॥১২
সেবক বৎসল ধর্ম্ম সংসাব তাবন।
আকাস বিমানে থাকি বলেন বচন ॥১৩
অন্নদান বস্ত্রদান কব ধেনু দান।
এডায সংকট ঠাঞি পাব পবিত্রান ॥১৪
আকাশ বিমানে থাকি বলে মহাশয়।
মত্তে দিলে সর্গে পাই কহিল নিশ্চয় ॥১৫

মন কর নৌকা পবন কেরুযাল।
এক মনে চিন্তা কর তবে হব পার ॥১৬
আকাশ ভাবতী জদি সুনি দানপতি।
মন হৈল্য লৌকা পবন হৈল্য স্থিতি॥১৭
রজতের লৌকা হৈল্য সুবর্ণ কেরুযাল।
আপুনিত ধর্ম্মরাজ হৈল কাণ্ডার॥১৮
নম সব পডাল পণ্ডিত চারি জন।
পণ্ডিতে দক্ষিণা দিল বজত কাঞ্চন॥১৯
এক মনে দানপতি লাএ দিল ভর।
তরনি চাপিআ জান বৈকুণ্ঠ দুআব॥২০
বৈতরনি পার হৈল্য দ্বারিক্যাকে বাখি।
চন্দ্র সূর্জ্জ্য জম ইন্দ্র সভে হৈল সুখি॥২১
এড়াব জমের দায বিষম সঙ্কটে।
আনন্দিতে ভোগ করে সুবর্ণের খাটে॥২২
এমন সুনিঞা জেবা ধর্ম্মে দেই মন।
বিমানে চাপিআ জায় বৈকুণ্ঠ ভুবন॥২৩
বজতের নৌকা হইল সুবর্ণ কেরুযাল।
আপুনি রামাই পায কবিলঁ সযাল॥২৪
ব্রত সাঙ্গ হৈল চরনামৃত দিল।
শ্রীধর্ম্ম বলিআ সবে ভখন করিল॥২৫
রামাই পণ্ডিত গান ভাবি নিরঞ্জন।
জদি এড়াব সমনের দায পূর্ণ দেহ মন॥২৬

অথ মুখ শুদ্ধিকপূরপাণ

চউদিকে জঅ জঅ কোলাহল হঅ
আনন্দিত ধর্ম্মরাজএ।
ঢাক ঢোল বাদ্দ আনন্দিতে নিত্ত
সংখ ঘণ্টা বাজ্জ বাজএ ॥১
লোটাইআ খিতি অবিলম্বে নতি
পদখিন সতবার।
মনঞি করিআ আনন্দিত হৈআ
সঅনেত আগুসার ॥২
ধবল চামর পরভুর গোচব
উল্লুক মুনিত দেই।
সাঙ্গ পূজা বরত কৈল দণ্ডবত
গাইল দ্বিজ রামাঞি ॥৩

অথ দেবীর মনঞি

মনঞি কব দেবি তুহ্মার চরন সেবি
মনঞি কর সর্ব্বজআ।
তেজহ নিজপুর ঘাটেত অবতাব
গাজনেত করসিআ দআ ॥১
পচ্চিমে বহুআ গতি আনন্দেত পূবমতি
সঙ্গেত চারি সঅ জার।

পণ্ডিত সেত সঙ্গে সভারে লইআ রঙ্গে
পূজেন্তি নানা উপচার ॥২
গণ্ডা বলি দান অভআ কৈল পান
জবার মালা গলে দোলএ।
মেলিআ চারি সঅ দিলেন জঅ জঅ
মনঞি চিন্ত কুতূহলে ॥৩
সোড উপচাব ধুনাএ অন্ধকার
উপবে নামেত পুপ্পঝারা।
শিবানী ঘোর রূপা ইঙ্গিতে কর কৃপা
কলুসনাসিনী দুখহরা ॥৪
চবিস্তা দখিনেত পূজন্তি বিধি মত
সঙ্গেত আট সঅ জার।
পণ্ডিত নীল বঙ্গে সভারে লইআ সঙ্গে
পূজন্তি নানা উপচাব ॥৫
অস্‌স বলিদান অভআ কবিল পান
জবার মালা গলে দোলএ।
মেলিআ আট সঅ দিলেন জঅ জঅ
মনঞি চিন্তহ কুতূহলে ॥৬
সোড উপচার ধুনাতে অন্ধকাব
উপরে নামেত পুপ্পঝারা।
শিবানী ঘোর রূপা ইঙ্গিতে কর কৃপা
কলুসনাসিনী দুখহরা ॥৭

পূবেত গঙ্গা গতি আনন্দেত ফুল্ল মতি
সঙ্গেত বার সঅ জার।
পণ্ডিত কংসাই সঙ্গে সভারে লইআ রঙ্গে
পূজেন্তি নানা উপচার ॥৮
মহিস বলিদান অভআ কৈল পান
জবার মালা গলে দোলএ।
মেলিআ বার সএ দিলেন জঅ জঅ
মনুই চিন্তহ কুতূহলে ॥৯
সোড় উপচার ধুনাএ অন্ধকার
উপরেত পুপ্পঝারা।
শিবানী ঘোর রূপা ইঙ্গিতে কর কৃপা
কলুসনাশিনী দুখহরা ॥১০
গাজনে দুগ্‌গাগতি আনন্দে ফুল্লমতি
সঙ্গেত সোল সঅ জার।
পণ্ডিত রামাই সঙ্গে সভারে লইআ রঙ্গে
পূজেন্তি নানা উপচার ॥১১
অজা বলি দান অভআ করিল পান
জবার মালা গলে দোলএ।
মেলিআ সোড় সঅ দিলেন জঅ জঅ
মনই চিন্তিহ কুতূহলে ॥১২
সোড উপচার ধুনাতে অন্ধকার
উপরে নামেত পুপ্পঝারা।

সিবানী ঘোর রূপা ইঙ্গিতে কর কৃপা
কলুসনাসিনী দুখহরা ॥১৩
বাজএ রন সিঙ্গা . খমক ভেরি সিঙ্গা
দুন্দুভি জঅঢাক দামামা।
পণ্ডিতে বেদ ধ্বনি আনন্দে নারাঅনী
কি দিব মনক্রির সীমা ॥১৪
মনক্রি কৈল জঅ সুনার ঝারি লঅা
অমলা জোগান তখন।
কপূর মুখ সুদ্ধি সুনার খাটে জদি
অভঅা করিল সঅন ॥১৫
অমলা পদ্মাবতী লইঅা তুরা গতি
চামর ঢুলাএ অঙ্গতে।
চৌদিগে জঅ জঅ সংখর বাজ্জ হএ
রচিল রামাই পণ্ডিতে ॥১৬

নম সত্ত সত্ত করতার।
নিরঞ্জন নৈরাকার ॥১
উদঅাস্তি হইলেন গোসাঞি সুন্নর সঞ্চার।
ভেদ নহি তিনে সেই করতার ॥২
অবিকার বিকার ধম্ম ধবল মূর্ত্তি।
ধবল বরন ধম্ম করিলা আকার স্থিতি ॥৩
নকারে নমো নিরঞ্জন। অকারে নমো বম্ভা।-

সকারে নম বিষ্টু। মকারে নমো মহাদেব। সঅ নামে সিব সক্তি। ভঅতারন অনাদি জুগপতি। নিসক লক্ষি রূপ সুন্নধব। তাহাবে ভজে জত অমব ॥

হয় পাপ বিমোচন।
সার করেন নিরঞ্জন ॥৪
বামাক্ষির বাচা সিদ্ধ।
ভকতা বর দেহ অনাদ্দ ॥*৫

ধর্ম্মস্থান †

আগু রাজা ভূপতি দেহারা নির্ম্মায় তথি
ধর্ম্ম যথা অধিষ্ঠান।
ডেকনা মেদনি করিছে গঠনি
সিংহলে বহুত সনমান॥১ †
পঠন বিস্তার মানিক ভাণ্ডাব
পুস্করণীর আড়ির উপব।
কামিল্যা সত্বর গড়ে ধম্মঘর
চিরিআ রেএটী পাথর ॥২
পাসান চিরিআ ধরিল সুত্রের ধার।
মধ্য চাল পবে দর্পন শোভা করে
বিচিত্র করিল সার ॥৩

* আদর্শ পুথি এই খানে সমাপ্ত।

† এই অংশ আদর্শ পুথিতে নাই, বেঙ্গল গবর্মেন্টের পুথিতে আছে।

পিড়াসভারস হেমের কলস
তথি উড়ে নেতের ধুতি।
তালের কাঙারি গুআর বাখারি
চিত্র কৈল নানা ভাতি ॥৪
ত্রিসংখ্য হাটক বিসাই পুরক
পতকা দিলেক তুলিয়া।
কামিলা বিসাই টুইত মুড়াই
অনান্তঅস্তিক্ক হয়া ॥৫ (?)
ধর্ম্মচরন গুনে শ্রীযুৎ রামাই ভনে
রচে কবি অনাত্তের দাস।
অর্চ্চনা করিয়া মনে ভেবে পূজ নিরঞ্জনে
ভকতের বিঘ্নি কর নাশ ॥৬

অথ যজ্ঞ

মার্কণ্ড বলেন শুনহ কারণ
কথা পাব এমন রন্ধনী।
হস্তি ঘোঁড়া পয়দল জেন দেখি সিন্ধুবল
থাকুক অন্যে কে জোগাবি পানি ॥১
দুর্গার আঁটিআ হাত কেমনে রান্ধিব ভাত
গলাএ মুণ্ডের মাল।
ডাকিআ প্রবেস রনে বন্ধা বিষ্ণু ভাল জানে
কাটা কন্দে নাচে সর্ব্বকাল ॥২

লক্ষ্মী চারি জুগের রাই আত কাজে লাগ পাই
যার নর মহিতলে খাটে।
সরস্বতী কুআলিনী স্থন প্রভু গুনমনি
জাব মেলা অচ্ছর্বের ঘটে ॥৩
সচিশ্র্ভা একুত্রনি রম্ভা উসা কুতওস্তানি (?)
জার ডরে দ্রবএ পাসান।
হাসিযা জেদিকে চাএ ত্রিভুবন মোহে তায
স্থরপতি হরএ গিআন ॥৪
জত আছে নারীগণ স্থন এই বিবরণ
গঙ্গা তুলসি মহাসতি।
স্থনিআ এ সব বানি ভাবিলেন গুনমনি
গঙ্গায় দিলেন অনুমতি ॥৫
ধৰ্ম্ম চবন গুণে শ্রীজুৎ রামাই ভনে
রচে কবি অনাস্তের দাস।
অর্চ্চনা করিআ মনে ভাবে পূজ নিরঞ্জনে
ভকতের বিঘ্নি কর নাস ॥৬
ভোজন কারন জত দেবগন
উত্তরিল বল্লুকার তীরে।
করিল বন্ধন পঞ্চাস বেঞ্জন
কেহ বলে অনাস্তের বরে ॥৭
দেবগণ বসিল করি কোলাহল,
বিষ্ণু বসিল লইআ রিসি।

মহাদেব বসিল্যা জতেক জটিল্যা
আইলা জতেক তপসি ॥৮
আগুনাথ মিননাথ সিঙ্গা চরঙ্গিনাথ
দণ্ডপানি আর কিন্নরি।
জার জেবা আছে মান দেবতা বৈসে স্থানে স্থান
পরিসএ জনক ঝিআরি ॥৯
জজ্ঞের পাস পবম সন্তোস
জজ্ঞ কৈল নিবেদন।
করেন ভোজন আনন্দিত মন
ভক্ষন কৈল দেবগণ ॥১০
কবিআ ভোজন কৈল আচমন
হত্তুকী বযডা ভক্ষন।
ধর্ম্মের চরন ভাবি অনুখন
সভে গেলা নিকেতন ॥১১
ধর্ম্মচরন গুনে শ্রীযুৎ বামাই ভনে
রচে কবি অনাদ্যের দাস।
অর্চ্চনা করিআ মনে ভেবে পূজ নিরঞ্জনে
ভক্তের বিঘ্নি কর নাশ ॥১২

অথ তাম্রধারণ

আদ্য অনাদ্য দেবি হইলেন স্থিতি।
জথা হইতে পণ্ডিত হইল উপস্থিতি ॥১

মন পবন কল্পনা মায়া।
আদি অনাদি নিরঞ্জন আত্মকায়া ॥২
আত্ম রক্তে তাম্র উপজিল।
রক্ত গুন মহি তিন গুন হইল ॥৩
অপবিত্র তাম্রকে পবিত্র কে কৈল।
বিসাই বলিয়া গোঁসাই হুঙ্কার পাড়িল ॥৪
আসিআত বিশ্বকর্ম্মা দিল দরসন।
আজ্ঞা কর গোঁসাই কোন পৃয়োজন ॥৫
সুন বাছা বিশ্বকর্ম্মা ভোগের গুআ খায়।
চারি বর্ন্নের তাম্র গঠন করি দেয় ॥৬
বার গাছি সিমুল তের গাছি ডাল।
তাহার তলায় বিসাই পাতিল সাল ॥৭
হনুমান টানে জাঁতা হুতার লহরি।
বিসাই গঠিল তাম্র সাদা মাঠা করি ॥৮
বহ্ম হুতাশনে তাম্র পবিত্র করিল।
চারি বেদেতে চার পণ্ডিত হৈল ॥৯
লোহ মোহ কাম ক্রোধ ধরণি
জিউ খাপস্তিকায়।
সেতাই নামেতে পণ্ডিত পবিত্র কায় ॥১০
সৈত বর্ন্নের তাম্র অঙ্গেতে চড়ায়।
লোহ মোহ কাম ক্রোধ ধরস্তি জিউ
খাপণ্ডি কায় ॥১১

নিলাই নামেতে পণ্ডিত পবিত্র কায়।
নিল বস্ত্রের তাম্র বাহুতে চড়ায় ॥১২
লোহ মোহ কাম ক্রোধ ধরস্তি জিউ
খাপন্তি কায়।
কংসাই নামেতে পণ্ডিত পবিত্র কায় ॥১৩
কংস বস্ত্রের তাম্র কম্নেতে চড়ায়।
লোহ মোহ কাম ক্রোধ ধবস্তি জিউ
খাপন্তি কায় ॥১৪
রামাই নামে পণ্ডিত পবিত্র কায়।
রক্ত বস্ত্রের তাম্র করেতে চড়ায় ॥১৫
বিসাই দিলেন তামের টাড় বালা
অঙ্গুরি গডিআ।
শুক পণ্ডিত দিলেন অঙ্গে চড়াইয়া ॥১৬
তামার উড়ন তামার পাডন তামা
করিলাম সায়।
তাম্রধারন গীত সে রামাই পণ্ডিত গায় ॥১৭

পাদুকে পাদুকে নমস্তে॰
গগনাগগনাপারং পরং পরমেশ্বরং ঈশ্বরং উর্দ্ধমুখং।
তং প্রণমামি নিরঞ্জন পাপহরং ॥
সর্ব্বপাপবিনাশায় সর্ব্বদুঃখহরায় চ।
মম বিঘ্নবিনাশায় ধর্ম্মরাজ নমোহস্তু তে ॥

ধর্ম্ম ঈশস্তু দেবানাং দেবতাহিতকারকঃ।
মম বিঘ্নবিনাশায় ধর্ম্মরাজ নমোঽস্তু তে ॥

অথ ছাগজন্ম *

একদিন নারদ আল্যা মরত ভুবনে।
ভ্রমন করেন রিসি সর্ব্বদেব স্থানে ॥১
বারমতি করে রামাই লয়্যা দ্বিজগন।
ছাগবলি দিআ করে জজ্ঞ সমপন ॥২
তা দেখিআ বিস্ময় হইল নারদমুনি।
ছাগবলি কেমন জজ্ঞ আমি নাঞি জানি ॥৩
এত্তেক চিন্তিআ মুনি ভাবে মনে মন।
ব্রহ্মার স্থানেতে গিআ জনাব কারন ॥৪
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বসে তিন জনে।
হেন কালে আইল নারদ তপোধনে ॥৫
হাসিয়া ব্রহ্মারে মুনি জিজ্ঞাসেন বানি।
ছাগবলি কেমন জজ্ঞ আমি নাঞি জানি ॥৬
কহিবে ইহার তত্ব সুন পিতামহে।
ছাগবলি কেমন জজ্ঞ সুনিব সভাযে ॥৭
ব্রহ্মা বলেন নারদ মুনি কর অবগতি।
কহিব ছাগের জথা হইল উৎপতি ॥৮

* আদর্শ পুঁথিতে নাই, 'গ' পুঁথিতে আছে।

ই সকল কথা মুনি না কর প্রকাশ।
সুনিলেত সর্ব্বজীবের উপজিব হাস ॥৯
জোতি সতি দুই জনে আছিল সয়নে।
একাদশি ব্রত করি ভজ নারাযনে ॥১০
সতি বলে সুন জোতি আমার বচন।
সিঙ্গার নইলে মোর না রহে জীবন ॥১১
ই বোল সুনিঞা জোতি ধরে তার পায়।
মা হয়্যা পুত্রকে কেবা হেন কথা কয় ॥১২
তুমি মাতা আমি পুত্র ইথে বিপরীত।
সতি হয়্যা ব্রতভঙ্গ নহেত উচিত ॥১৩
এইরূপে বলাবলি হয় দুই জনে।
দুই জনে জায় তবে যমের সদনে ॥১৪
জোতি সতি দোখ যম উঠিল আপনে।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া দিল বসিতে আসনে॥১৫
আসনে বসিয়া যম জিজ্ঞাসে কারন।
কি জন্যে আইলে দুঁহে কহ বিবরন ॥১৬
কহিতে লাগিল সব নিজ নিজ কথা।
সুনিত সভাখণ্ডে হেট কৈলঁ মাথা ॥১৭
রাম রাম বলি সবে হস্ত দিল কানে।
ছাগ হয়্যা জন্ম গিয়া মরত ভুবনে ॥১৮
দেবের স্থানেতে গিআ হৈবে বলিদান।
তবে সে তোমার হবে সর্গপুরে স্থান ॥১৯

অমুহিত পাপ ছাগি যাবি অপমানে।
গলে ছুরি দিয়া তোরে কাটিবে জবনে ॥২০
ইহা হৈতে ছাগলের পাতক খণ্ডিল।
লোকের হিত করি ছাগ স্বর্গপুরে গেল ॥২১
কহিল ছাগের জন্ম জনমিল যাতে।
কহিল রামাঞি পণ্ডিত ধর্ম্মের পিবিতে ॥২২

শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা

জাজপুর পুয়বাদি সোলসঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কন্নয যুন।
দখিন্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিআ পুড়ায ভুবন ॥১
মালদহে লাগে কর দিলঅ কন্ন যুন।
দখিন্যা মাগিতে জায় জার ঘরে নাঞি পায
সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন ॥২
মালদহে লাগে কব না চিনে আপন পর
জালের নাঞিক দিসপাস।
বলিষ্ট হইল বড দসবিস হয়্যা জড
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস ॥৩
বেদ করে উচ্চারন বেব্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সভাই কম্পমান।

মনেত পাইআ মর্ম্ম   সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান ॥৪
এইরূপে দ্বিজগন   করে স্রিষ্টি সংহারন ৷
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকণ্ঠে ডাকিআ ধর্ম্ম   মনেত পাইআ মর্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার ॥৫
ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি   মাথাএত কাল টুপি
হাত্তে সোত্তে ত্রিরূচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয়   ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥৬
নিরঞ্জন নিরাকার   হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলেত দম্বদার।
জতেক দেবতাগন   সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার ॥৭
ব্রহ্মা হৈল মহাঁমদ   বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদস্ফ হৈল স্নূলপানি।
গনেশ হইআ গাজী   কাত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥৮
তেজিয়া আপন ভেক   নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে   পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥৯

আপ্যান চণ্ডিকা দেবি তিহুঁ হৈল্যা হায়াবিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবি নূর।
জতেক দেবতাগন হয়্যা সভে একজুন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥১১
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড্যা ফিড্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥১২

(শূন্যপুরাণ সমাপ্ত)

শব্দার্থ-সূচী

(অকারাদি বর্ণানুক্রমিক)

অগর ১০৬, অগকচন্দন, সুগন্ধি-চন্দনভেদ।

অগোর চন্দন ৩৪, অগুরুচন্দন

অঘান ৭২, ১১০, অগ্রহায়ণ মাস

অগ্র ১৩৯, অর্ঘ্য

অঙ্গরি ১০২, অঙ্গুরী, আংটী

অচ্ছবের ১৩৪, পণ্ডিতের

অনান্তঅস্তিক্ষ ১৩৩, অনন্তচিত্ত

অন্তরীখে ৬০, অন্তরীক্ষে, আকাশে

অন্তহিত ১৪০ অন্তর্হিত, ২।

অমৃতফল ৮৯, আম্র

অস্‌স ১২৯, অশ্ব, ঘোড়া

অসোক ২৯ অশোকফুল

অহরেক ৪৫, ৭৫, অনেক

আ

আইদ ৫৭, আদি, প্রথম

আইল ৪০, আনিল, আনয়ন করিল

আউ ২, আয়ুঃ, পরমায়ু

আঁকাস ১, আকাশ, ব্যোম

আকড় ২৯, অক্ষোঠ

আকুড়ি ২৮, আকর্ষী, লগী

আকুড়সি ২৯, ৩১, আকর্ষী আঁকুশী

আকড়া ৩০, ওকড়া ফুল

আগমর ৮৯, আগমের

আঘানি ১১২, আঘ্রাণ, গন্ধ

আগুদর ১০৯, আঁওত

আঙ্গার ১২৬, অঙ্গার

আচম্বিতি ৬, অকস্মাৎ, হঠাৎ

আচ্ছাদন ৯, ঢাকা

আজান ১১৪, ধান্যভেদ

আড়ুর ৫৭, আড়ির, পাড়ের

আড়াম ৫৫, আড়াতে, ডাঙ্গায়

আড়া ৫৯, এড়ো, কাঠের অবলা

আটকি ৯৩,

আতপতাড়ুল ১২০, আলো-চাউল

আথল ১১৫,

আদেস ৮৬, আদেশ

আদেসি ৭৭, আদেশ করিয়া
আদ্দ ৮৩, আদ্র
আদ্বিত্য ৩৯, আদিত্য, সূর্য্য
আন ১১, ৬২ অন্যমত
আনাম ৫৬, ৬৭, মাতাস এনাম শব্দ কি ?
আঁধা ১০৭, অন্ধ
আন্ধাবকুলি ১১৪, ধান্যভেদ
আপাবন ২৮, সর্ব্বতোভাবে পবিত্র
আপুনি ৩, নিজ, স্বয়ং
আপ ৮৪ জল
আফুলা ১১০ অপ্রস্ফুটিত, অপক
আমপাবন ১১৪, ধান্যভেদ
আরসা ১০৮, শুষ্ক, রসহীন
আলাম ৬০, আলান, খোঁটা
আবকব ৫২, অভ্রকের, অভ্রের
আঁবর ১, অম্বর
আমলা ৩১, আমলকী
আমনি ২৫, ৬৯, ৭৯, ৭৭, অমনি তৎক্ষণাৎ
আমলো ১১৬, ধান্যভেদ
আম্বিনী ২৬, ৮৭, ৯৪, ১০২ ১১৫
আম্বর ৪৯, আম্রের, আমের
আমিত্ত ৪২, আমিষ্য
আলম ৩৫, নিশান
আলাচিত ১১৩, ধান্যভেদ
আলালিলা ৭৭ আলুলিত
আস ৯৩, ১০৯, আশা
আসত্তির ১১৩, ধান্যভেদ
আসআঙ্গ ১১৩, ধান্যভেদ
আসন ২, উপবেশন
আসাড় ৭০, আষাঢ়
আসিন ১১০, আশ্বিন
আসিন্যা ২৪, স্নান
আসীস ১২, আশীঃ

ই

ইখু ১০৯, ইক্ষু
ইজার ১৪১ পায়জামা
ইলামণ্ডপ ৫৯,

ঈ

ঈসর ১০৮, ঈশ্বর

উ

উকুল ১২৬, অকূল, সমুদ্র
উজানি ৫৬, স্রোতের প্রাতকূল
উজ্জল ৮৭, উজ্জ্বল
উড়ন ১৩৭, অঙ্গুরীয়ের যে অংশ উর্দ্ধমুখী

খ

খমক ১৩১,
খরসানি ৯২, ক্ষুরশক্ত
খাঁড় ৬২,
খাঁড়া ৫১, খগু, খড়্গ
খাট ৬৫, ১১৪, খট্টা, পালঙ্ক
খাপস্তি ১৩৬,
খামে ৬১,
খিআতি ১১ খ্যাতি
খিতি ৬৪, ৮০, ক্ষিতি
খির ৪৩, ক্ষীর
খীবকম্বা ১১৪, ধান্যভেদ
খুড়া ৩২, খুল্লতাত
খুদ্দ ১১৪, ক্ষুদ্র
খুবায় ৫, ক্ষুধায়
খুরসানি ৬৮, খরশাণ
খুর্ব ২৬, ক্ষুদ্রাবাব
খেজুবছড়ি ১১৩, ধান্যভেদ
খেড ৪৮, খড়
খেদাডিআ ১০, তাড়াইয়া
খেমবাহ্ন ১১৩, ধান্যভেদ
খেমা ৯৫, ক্ষমা
খোঁটা ১১১, কীলক,
গোঁজ
খোদা ১৬১, ঈশ্বর

গ

গআবাণি ১১৪, ধান্যভেদ
গছু ১১০, গচ্ছ, গাছ।
গটা ১০৯, গোটা
গঠিআ ১১১, গড়িয়া
গতি ৩৭, ৩৪, ৬৯, ধর্মানুচর
গড়া ১১৯,
গণ্ডুসেকে ১১২, গণ্ডুষে
গন্ধলি ২০, গাঁদাফুল
গন্ধতুলসী ১১৩ ধান্যভেদ
গন্ধমালতী ১১৪, ধান্যভেদ
গলিত ৬৭, গলৎকুষ্ঠরোগাক্রান্ত
গাইন ৭৯, গান
গাএন ৬৮, গায়ক
গাজেন ১১১,
গাজন ৩৪, ৩৭, বৈশাখমাসের
ধর্মোৎসব
গাড়ী ১৬১,
গাতি, গাতী ৪৯,
গামর্তির ৭৯, গম্ভীর বৃক্ষ
গাবস্তর ১০৭, গৃহস্থের
গিগান ১০০, জ্ঞান
গিনিথব ৯৮ গিরিস্থল
গুআ ৩৬, গুবাক, সুপারি

জোলি ১১১, নিভাজধান্ত
জৌবন ১৫, যৌবন
জৌবনী ১৭ যুবতী, যৌবনবতী

ঝ

ঝগড়া ৫২, কলহ
ঝলমল ৩৫, ঝকমক
ঝাকেঝাক ১০৫, দলেদলে
ঝাটি ২৯, ৫২, পুষ্পভেদ
ঝারিতে ১১৬, গাড়ু
ঝিঅর ৪২, কন্যা, মেয়ে
ঝিয়ারি ১৪, কন্যা
ঝিঙ্গাসাল ১১৭, ধান্যভেদ
ঝিটি ৩০, ঝিণ্টা
ঝিসিকানি ১১০, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি

ট

টকভক্ ৫৫, টগবগ শব্দ
টনা ৬৮, টানা, বজ্জুবিশেষ
টলমল ৬, হেলেদোলে
টাঙ্গন ১১৫, ধান্যবিশেষ
টাডবালা ১৩৭, হস্তাভরণবিভেদ
টাবা ৮৯, লেবুবিশেষ
টীকাপাবন ২৭, টিপ
টুঁই ৫৮, ধারি, কিনারা
টুইত ১৩৩, ধারি
টুপি ১৪১, উষ্ণীষ
টোপলা ৯৩, পুটলী

ড

ডকবুন ৫১, ডাঙ্গশ
ডকে ৫৯,
ডহর ১১০, নিম্ন বা জলাভুমি
ডাঙ্গর ১১০, ডাঙ্গা বা উচ্চ জমি
ডাড়ুকা ৪৯ শৃঙ্খলবিশেষ
ডাবর ২৬, পাত্রভেদ
ডুআলিখা ৫৬,
ডুম্বুর ৯৮, ডমরু
ডুবি ৬২, দাড়, ডোর
ডেকনা ১৩২,
ডেগ ৯২
ডোর ৯২, রজ্জু

ত

ততখন ৬, তৎক্ষণ
তপনা ৯৭, তপস্যা
তপসী ১১, তপস্বী
তবল ৯৯, চঞ্চল
তবাগতি ৭৭, দ্রুতগতি
তবাতুবি ৫৪, শীঘ্র শীঘ্র
তরাজু ৯৩, পাল্লা

তসরা ১১৪, ধান্তবিশেষ
তাঁউল ৬৪, তণ্ডুল
তাঁউলর ১১২, তণ্ডুলের
তাক ১২, ১৪, তাহাকে
তাঁড়ুল ১০০, ১০২, ১২০ তণ্ডুল
তাতা ১১১, তপ্ত
তাবর ১০৯, তাহার
তামর, ৪৪, ১০৪, তাম্রের
তামাক ৮৮, তাম্রনির্ম্মিত পুষ্পপাত্র
তামাকর ৩৯, ৪৮ তাঁহার
তাম্বর ৮২, তামার
তাহর ৬৭, তাহার
তিদসর ৮৫, ৯৭, ত্রিদশ
তিদেব ৭৮, ত্রিদিব, স্বর্গ
তিধার ৯২ তিনধারবিশিষ্ট
তিলসাগরি ১১৭, ধান্তবিশেষ
তিসংখ ১০৬, তিনসংখ্যা
তীথ ২, তীর্থ
তুমাকে ১৭, তোমাকে
তুহ্মার, ৭৫, তোমার
তুহ্মি ৫, তুমি
তুরিতে ২৩, শীঘ্র
তুলিবাক ২৮, তুলিবার নিমিত্ত
তুরিত ৩৩, শীঘ্র

তেঠঙ্গা ৭৮, ত্রিভঙ্গ
তেতা ৮৭,
তেত্তিস ৭৭, তেত্রিশ
তুলানধান ১১৩, ধান্তবিশেষ
তুলাসালি ১১৩, ধান্তবিশেষ
ত্রিদসর ১১, ত্রিদশের
ত্রিরুচ ১৪১, ত্রিমুখ
তৃসায ৫, তৃষ্ণায়
তোআল ২৯, পুষ্পবিশেষ
তোজনা ১১৪, ধান্তবিশেষ
তোপ ৪৯, বন্দুক

থ

থরহর ১২৪, বিষমবেগ-কম্পিত
থরেথর ৮৯, শ্রেণীবদ্ধভাবে
থল, ২, ৯, স্থল
থানা ৫৬, আড্ডা
থানে ৯০, আড্ডায়
থাপন ১২, স্থাপন
থালা, ২৬ পাত্রবিশেষ
থালি ২৬ স্থালী
থাবর ১, স্থাবর
থিত ৩, ১৫, স্থিত
থিতি ৬, স্থিতি
থিরথির ৮, স্থিরস্থির

দ

দআ ২ দয়া
দখিন ১১১, দক্ষিণ
দখিনাস্ত ৬৭, দক্ষিণাস্ত
দখিন্তা ১৪০, দক্ষিণা
দড়ি ১০৯, রজ্জু
দণ্ডর ৪০, দণ্ডের
দমদার ১৪১, দোম্‌দাদার
দরিদ্দ ৯৩, দরিদ্র
দলাগুড়ি ১১৩, ধান্তবিশেষ
দর্বএ ১৩৪, দ্রবীভূত হয়
দস ২০, দশ
দসবিস ১৪০, দশকুড়ি
দসমস্ত ৮৫, দশমস্ত
দাইআ ১০৮, দা দিয়া কর্ত্তন করিয়া
দাইলেন ১১১, দা দিয়া কর্ত্তন করিলেন
দাএ ৬০ দায়ে
দাখানি ১১১, কাটারী খানি
দাড় ১১৩, ধান্তভেদ
দানপতি ৩৪, ৩৬, ৬৯, দানকর্ত্তা
দিক্‌পাল ২, দিক্‌রক্ষকগণ
দিজগন ১৩৮, দ্বিজগণ
দিঠে ৭, দৃষ্টিতে, দিকে
দিঢ় ৯৯, দৃঢ়
দিলজ ১৪০, দিল, দান করিল
দিলন ৩০, দিলেন
দিলাক ৭৪, দিলেক—দিলেন
দিব্ব ১০৭, দ্রব্য
দিসপাস ১৪০, কুলকিনারা
দীপক, ৩৬, দীবর ৫৬, প্রদীপ
দুআরপাল ৬৯, দ্বারপাল
দুআর ৩৩, ৩৬, দ্বার
দুআরী ৩৮, ৩৯, ৬৯, দ্বারী
দুইবটী ২৯, দুপ্পটী পুষ্প
দুআপরেত ৭৪, দ্বাপরে
দুগ্‌গাভোগ ১১৩, দুর্গাভোগধান্ত
দুর্গন্ধিত ১৯, দুর্গন্ধযুক্ত
দুর্গন্ধি ১২৬, দুর্গন্ধবিশিষ্ট
দুদুরাজ ১১৩, দুধরাজ
দুদুরাজ ১১৪, ক্ষুদ্র দুধরাজ
দুলাল টগর ৩০, টগরপুষ্পভেদ
দুবটী ২৮, দোপাটী পুষ্প
দুব্বা ১০২, দূর্ব্বা
দুস্করে ৯৫, দুঃসাধ্য
দুহি ২০, ২৯, দুই
দৃষ্টে ৫, সম্মুখে

দেউল ১, ৩৫, প্রাসাদ, মন্দির
দেউল্যা ৬৯, পূজাকারক, গৃহস্বামী
দেবরাজ ২৬, দেবরাজ
দুসলি, ১০৯, দুইটী শলাকা
দেহারা ১, মঠ
দেহি ৮৭, দাও
দেহু ২৮, দেহ
দোস ৯৫, দোষ
দ্বাদশ অঙ্গুল সংখ ৮৪ বার আঙুল শাঁক
দ্বারমোচন ৩৮, দ্বারোদ্ঘাটন

ধ

ধর্ম্মপাচুকা ৩০, ধর্ম্মঠাকুরের পাদুকা
ধরন্তি ১০৬ ধারণ করে
ধার ৭৭, ১০২, বাস্ত
ধামাৎ ৬৯,
ধায়ন্তি ৮৯, ধাবমান হয়
ধিরকালি ১০২, বাদ্যবিশেষ
ধুতি ৫৯, বস্ত্র
ধুন্ধুকার ২, অন্ধকার শূন্যাকার
ধুনি, ৭৪, ধ্বনি
ধেআনে ৫, ৯২, ধ্যানে
ধেআনেত ৫, ধ্যানেতে
ধৌতি ২৩, ধৌতকার্য্য

ন

ন ১৫, না
নঅদিব ১১, ১২, নবদ্বীপ
নবাহুতি ৩২, নবযজ্ঞের গৃহ
নহি ১, নাই
নাটড়ে ৫৬, নাবাল ভূমি
নাগর জুআন ১১৩, ধান্যবিশেষ
নাটসাল ৫২, নাট্যশালা
নাদন ৫৮, যষ্টি
নাধুনি ৬৮,
নাপালি ২৯, পুষ্পভেদ
নাম্বিআ ৮৯ নামিয়া
নারিকল ৮৯, নারিকেল
নাল ৫, লালা
নাস ৩৪, নাশ
নিঅম ৮৬, নিয়ম
নিঅড়ে ১৬ নিকটে
নিঅমর ২৭, নিয়মে
নিঅলি ৩০ পুষ্পভেদ, নিরলী
নিছনি ৬৮, ঝাড়ন
নিছিআ ৭৮, নির্ম্মঞ্ছিয়া
নিজোজিত ১১, নিয়োজিত

নিত ১১৮, নৃত্য,
নিত্ত, ৬৪, নিত্য, প্রতিদিন
নিপতি ৯৪, ৯৬, নৃপতি
নিপবর ৯৯, নৃপবর
নিন্নঅ ৯২, নির্ণয়
নিবদ্ধিত ৩৫, ১০৬, নির্বন্ধিত
নিরথরে ৪২,
নিসাঅস ৫, নিশ্বাসে
নিপমণি ১০৭, নৃপমণি
নিসক ১৩২,
নিসাস ১০৯ নিশ্বাস
নেতর ২৩, ৩৭, ছিন্নবস্ত্র
নেতে ৬৮, নেকড়ায়
নেহ ৭১, লহ
নৈবিদ্দ ৮০, নৈবেদ্য
নৌতন ৩৩, নূতন

প

পঅমানি ৮৪,
পকাসিআ ১০১, প্রকট হইয়া
পচ্চিম ২৮, ৪০, ৮৬, পশ্চিম
পলাল ১১৩, ধান্তভেদ
পটা ৫৯, তক্তা
পটল ১১২ বেগুণ
পতকা ১৩৩, পতাকা
পতুস ৮৫, প্রত্যূষ
পন্নজা ৭৭,
পদীপ ১০২, প্রদীপ
পদথিন ৯৫, প্রদক্ষিণ
পনতি ৩, প্রণতি
পনাম ১২৪, প্রণাম
পন্নাম ১০৩, প্রণাম
পঃনাম ৬, ৮, প্রণাম
পরবত ১, পর্ব্বত
পরিত্তান ১৪১, পরিত্রাণ
পরিসএ ১৩৫ পরিবেশন করে
পরিসরম ১২, পরিশ্রম, পরিশ্রান্ত
পলাস ৩০, পুষ্পবিশেষ
পলিএ ১১৫,
পবাল ৮৯, ১০৭, প্রবাল
পর্ব্বতজিরা ১১৩, ধান্তবিশেষ
পবেসে ৮১, প্রবেশে, প্রবেশ করে
পসন্ন ১১৮, প্রসন্ন
পসিলাম ২০, প্রবেশ করিল
পহড়া ১৭, প্রহরা
পহরি ৮১, প্রহরী
পহরিক ৮২, প্রহরী
পয়দর্লী ১৩৩, পদাতি
পাকানা ৬৮, গ্রথিত, অঙ্কিত

ফ

ব

বঙ্কি ১১৪, ধান্তভেদ
বস্ত ৯৯, ব্রহ্মা
বস্তুতেল ১৮, ব্রহ্মতালু
বস্তা ১, ৭৭, ব্রহ্মা
বস্তেত ৭৯, ব্রহ্মায়
বরত ২, ব্রত
ববঞ্চিত ১৭,
বসুমাই ১২, বসুমতী
বাঅ ৪০, ৭৭, বাহিয়া যায়
বাঅতি ৫৭, বাদক
বাএন ৬৯, বাদ্যকব
বাগে ৬৯, বাগডোবে
বাছান ৫৮, স্তবে স্তবে বিন্যস্ত দ্রব্য
বাজিল ১৪, আরম্ভ হইল
বাজ্জ ১২৮, বাদ্য
বাটলা ১০৯, শস্যবিশেষ
বাটাঅ ৩২, পানেব বাটা,তাম্বূল-পাত্র
বাটাল ৮১,
বাতি জলে ১১৪, অল্প জলে
বান ৮৩, বন্যা
বাঞ্ছিআ ৯৯, বাঞ্ছিয়া
বাব ৬৭, সভা
বারমতি ৭, ৩৪, ৭৮, ৯৯, ১৩৮,
বারমাসি ৬৯, বাবমাসিয়া
বাবা ৯০, ব্যারি
বালি ১১৪, ধান্তবিশেষ
বাঁসব ৩১, বাঁশের
বাহিৱ ১১৯, বাহুতে
বাহুডিযা, ১৩, হাত বাড়াইয়া
বিদ্দমানে ৭৮, বিত্তমানে
বিদ্ধসালী ১১৪, ধান্তবিশেব
বিশ্বু ২, বিশ্ব
বিবিঞ্চি ১১৩, ব্রহ্মা
বিষ্টু ১, ৭৭, বিষ্ণু
বিস ১৭, ২১ বিষ
বিসনাথ ১১০, বিশ্বনাথ
বিসকর্ম্মা ১০৯,
বিসাই ৬০,১৩৩,১৩৬, বিশ্বকর্ম্মা
বিসার ৩, বিশ্বকর্ম্মা
বিসোঁরিআ ১৪, বিস্মৃত হইয়া
বিহবাম ২৭, বিশ্রাম
বিহানে ৮৫, প্রাতঃকালে
বীচ ১০৯, বীজ
বীজে ৩, ৮, বীর্য্যে
বীরপাক ৬,

মুক্তহার ৭৭, ১১৩, ধান্যবিশেষ
মুছিঞা ১২, মুছিয়া, মার্জ্জন কবিয়া
মুঠি ৯৯, মুষ্টি
মুড়াই ১৩৩,
মুড়িআ ৫৮,
মুরুলী ৩০, মুরলী অর্থাৎ মুরলীধারী
মুলা মুক্তাহার ১১৪, ধান্যবিশেষ
মেগি ১১৭, ধান্যভেদ
মেটা ১১৪, বাদ্য
মোউবের ৫৮, ময়ূরের
মোখ ৭০, মোক্ষ, নির্বাণ
মোহর ৯, ১১, আমার
মৌকলস ১১৩,১১৪, ধান্যবিশেষ

য

যুন ১৪০

র

রকুখা ১১২, রক্ষা ত্রাণ
রকত ৮৮, রক্ত, লাল
রঙ্গিৎ ৮১,
রক্তকম্বলর ৩১,
রক্তসাল ১১৪, ধান্যভেদ
রথসাল ৯৩, রথশালা, রথ রাখিবার স্থান
রনজয ১১৪,
রন্ধনী ১৩৩, রাধুনী, পাচিকা
রহাঅ ৬, রহে, থাকে
রাঅগড় ১১৪, ধান্যভেদ
রাই ১৩৪, রাজা
রাজদল ১১৪, ধান্যভেদ
রাজত্তি ৭৫, রাজত্ব
রাতিত ৫৯,
রানী ৯৪, রাজ্ঞী
রাসি ৬৯, ৭০, রাশি
রিসি ১, ১৩৪, ১৩৮, ঋষি, মুনি
রুএ ৬১, রোপণ করিয়া
রুধির ১২৬, রক্ত
রূপাকর ৩৮, রূপার, সোণ্যের
রূপি ৩৫, রোপণ করিয়া
রেএটী ১৩২,
রে[illegible] ১ [illegible]মাত্র
রোপিন ১০৬, রোপণ, স্থাপন

ল

লক্কার ৩৯,
লক্ষী ১১৪, লক্ষ্মীনামক ধান্য
লতামৌ ১১৩, ধান্যভেদ

লব ২৭,
লহরি ১৩৬, ঢেউ, হলকা
লাআতে ৮৬, লইতে, আনিতে
লাউসালী ১১৪, ধান্যভেদ
লাএ ১২৭, নৌকায়
লাএকে ৩৬, নায়কে
লাটপাট ৬, লটপট, ওলটপালট
লালকামিনি ১১৪, ধান্যভেদ
লিঙ্গা ১৩১, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
লোব ৪৯, লোভ
লোহ ২৭ লোভ

ব

বন্ন ১, বর্ণ
বম্ভগাঁঠি ২৭, ব্রহ্মগ্রন্থি
বরঙ্গ ১০২, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
বাঅন ১১২, বেগুন
বাঁকই ১১৪, ধান্যভেদ
বাঁকচুর ১১৫, ধান্যভেদ
বাঁকসাল ১১৫ ধান্যভেদ
বাঁকুই ১১৫, ধান্য
বাগনবিচি ১১৪, ধান্যভেদ
বাজ ১০৫, বাদ্য
বাঁঝা ১১৭, বন্ধ্যা
বাদলমালা ৬১, বাদলার মালা
বামুন ৪৪, ব্রাহ্মণ
বাম্ভন ১, ৪৪, ব্রাহ্মণ
বাঁসকটা ১১৫, ধান্যভেদ
বাঁজগজা ১১৪ ধান্যভেদ
বাঁসমতী ১১৪ ধান্যভেদ
বিউনির ১১২
বিকৃথ ৯২, বৃক্ষ
বিকল ১০৫, বিশ্রী
বিচথন ১০৪, বিচক্ষণ
বিছা ৭২, বৃশ্চিক
বিসবাম ৯১ বিশ্রাম
বিসেস ৯৫, বিশেষ
বৃস ৭০, বৃষ
বেটিত ১০২ বেষ্টিত
বোআলি ১১১, ধান্যবিশেষ
বৈন্যার ৫৫,
বৈসাথ ৭০, বৈশাখ

শ

শিবানী ১৩০, দুর্গা, কালী
শ্রীধর্ম্মপাদুকা ২৬, ধর্ম্মের খড়ম বা পাদচিহ্নস্বরূপ

স

সইত্তর ৫৫ সঙ্গের

সর্করা ৬২, শর্করা, চিনি
সকাল ২৮ শীঘ্র শীঘ্র, অগ্রে
সর্গপুরে ১৩৯, স্বর্গে
সখের ৩৫, শখের
সচিত্রভা ১৩৪,
সছল ৯১, সচ্ছন্দে
সজর ৪১, সর্জ্জরসের
সত ৬, ৯৫০ শত
সত্তি ৭৪, সত্য
সতেক ২৮, একশত
সনা ১০২ স্বর্ণ
সভা ৫৮, ৫৯, শোভা
সভি ২, সবই, সমস্তই
সভে ৮১, সকলে
সমপন ১৩৮ সম্পন্ন
সরগ ২, ৬৮, স্বর্গ
সরতব ৩০, শরৎকালের
সব ২০, শব
সবব ১৯, শবের
সসী ১, শশী
সংখ ৭৪, শঙ্খ
সংহাবিল ৬, গ্রহণ করিল
সাইল ৪৯, শালবৃক্ষ
সাউকে ৫৮

সাজন ৯, সজ্জা
সান্তি ২৭, শান্তি
সারিতা ২৪, সারিদিয়া
সারিল ২৭, শেষ করিল
সাল ১৩৬ শালবৃক্ষ
সালুক ৫১ কুমুদকন্দ
সাবিআ ৩১, প্রস্তুত করিয়া
সাঁজা ৭৪, সন্ধ্যার প্রদীপ
সাঁঝা ৮৬, সন্ধ্যায় আলোকদান
সাবন ৭০, ১১০, শ্রাবণ
সাস্তব ২ শাস্ত্র
সাংস্থর ৬৯
সিআলি ২৯, ১১৪, শেফালিকা
সিকড ২৯, মূলশিকড
সিঙ্গাব ১৩৯, শৃঙ্গার
সনাখড়কি ১১৬, ধান্যভেদ
সলি ১০৯, শলাকা
সাইন ৯২,
সাট ১০৪, শ্রেণীবিভাগ
সান ৮১, স্নান
সাপটিআ ১০৬, আকড়াইযা
সালছাটী ১১৪, ধান্যভেদ
সিজন ১০৯, সৃষ্টি
সিনান ২৫, ৬৪, ৮২, স্নান

নাম-সূচী

(অকারাদি বর্ণানুক্রমিক)